ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

তৃতীয় বর্ষ • সংখ্যা : ৯
অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৯

শ্রমিক আন্দোলন : প্রত্যাশিত নেতৃত্ব

বিজয়ের ৪৮ বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

গিবত নয় ভালো কথা

শ্রমিক ময়দানে দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের ২১তম দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলন'১৯ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

খুলনা বিভাগ দক্ষিণের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

শ্রমিক সেবাপক্ষ'১৯ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

শ্রমিক সেবাপক্ষ'১৯ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ করছেন ফেডারেশনের মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম বুলবুল

শ্রমিক সেবাপক্ষ'১৯ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন ফেডারেশনের মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

শ্রমিক সেবাপক্ষ'১৯ উপলক্ষে গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে ভ্যান বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

দৈনিক নয়াদিগন্তের ১৬তম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্বরূপ ক্রেষ্ট প্রদান করছেন সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ০৯
অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৯

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
জাহাঙ্গীর আলম

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আবু তাশরিন

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর-২০১৯

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশ অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৩
বিজয়ের ৪৮ বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি অ্যাডভোকেট আবু তাহের	৬
শ্রমিক আন্দোলন : প্রত্যাশিত নেতৃত্ব অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার	১১
গিবত নয় ভালো কথা ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ	১৪
শ্রমিক ময়দানে দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল গোলাম রব্বানী	১৫
আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নে : কৌশল ও পদ্ধতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম	১৮
শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস আতিকুর রহমান	৩৭
পেশা পরিচিতি	৪১
স্বাস্থ্য কথা : শীতকালে ভালো থাকার উপায়	৪২
ফেডারেশন সংবাদ	৪৩

সম্পাদকীয়

বিজয়! শব্দটা শুনলেই হৃদয়ের ভিতর আলাদা একটা অনুভূতি কাজ করে। এই শব্দটাকে নিজের করে নিতে কত সংগ্রামই না করতে হয়। সবাই চায় বিজয়ী হতে কিন্তু সবার পক্ষে তো আর বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। সংগ্রামে বা যুদ্ধে যে বা যারাই ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে, যে যত বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে 'বিজয়' শুধু তাকেই ধরা দিবে। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল একরাশ স্বপ্ন বুকে নিয়ে। আটচল্লিশ বছরের এ পথ পরিক্রমায় সে স্বপ্ন কতটা পূরণ হয়েছে, আজ সে হিসাব মিলাতে চাইবে সবাই।

রাজনীতি এগিয়েছে অমসৃণ পথ ধরে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এরপরও দেশ এগিয়েছে ধারাবাহিকভাবে। লোকবল বেড়েছে, জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, অনেকের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে, অনেকে দেশে-বিদেশে বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছে কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের। শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণে দেশ যেমন স্বাধীন হয়েছে, তেমনি দেশের উন্নতি অগ্রগতির পিছনে তাদের রয়েছে অনস্বীকার্য অবদান। অথচ এখনো শ্রমজীবী মানুষকে পরাধীন দেশের ন্যায় তাদের অধিকার আদায়ে রাজপথে আন্দোলন করতে হয়।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের পিছনে কাজ করেছে ঐক্য আর সম্প্রীতি। আর এই ঐক্য তৈরি হয়েছিল মালিক-শ্রমিক সৈনিক, সাধারণ মানুষ, আবাল-বৃদ্ধা, কিশোর-তরুণ নানা শ্রেণীর মানুষের সমন্বিত প্রয়াসে। তাদের সমন্বিত অংশগ্রহণে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা, পেয়েছি পতাকা, পেয়েছি সার্বভৌমত্ব। এটি সম্ভব হয়েছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার পর আমরা সেই ঐক্য ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের মধ্যে এখনো কে মুক্তিযোদ্ধা, কে মুক্তিযোদ্ধা নয়, কে রাজাকার, কে রাজাকার নয়– এই বিতর্ক চলছে।

এই বিতর্কের উর্ধ্বে না উঠতে পারলে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ কখনোই আমরা পাবো না। প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে হলে আমাদের কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যে রাষ্ট্রে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ, থাকবে না কোনো বৈষম্য, থাকবে না শোষণ আর বঞ্চনা, থাকবে না অধিকার হারানোর মতো কার্যক্রম।

কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হচ্ছে দেশপ্রেমিক, সৎ, দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় ও তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য উপরোক্ত গুণাবলি সম্পন্ন নেতৃত্ব খুবই প্রয়োজন।

অর্থনীতির চাকা সচল রাখা, উৎপাদনশীলতা, অন্য দিকে শ্রমজীবী মানুষের ভাত-কাপড়, সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা ও তাদের কর্মক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের আন্দোলনে ভারসাম্য রক্ষা করা শ্রমিক নেতৃত্বের পবিত্র কর্তব্য।

বিজয়ের ৪৮ বছরে এসে জাতির প্রত্যাশা ঐক্য, সম্প্রীতি, কল্যাণমুখী রাষ্ট্র ও সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব।

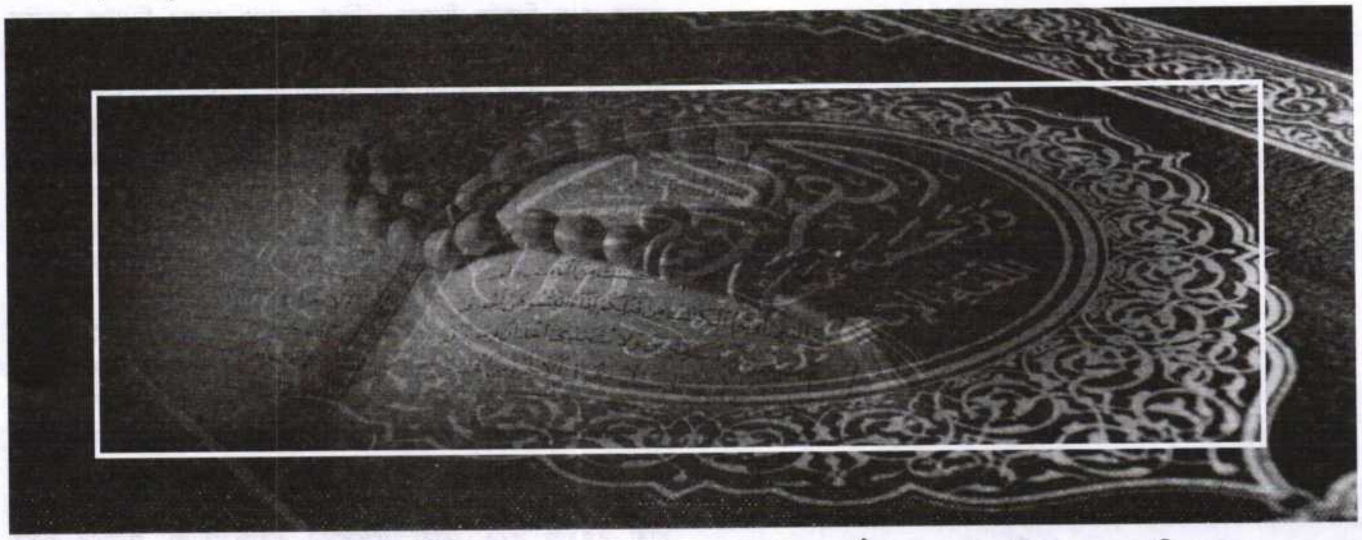

কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

সরল অনুবাদ: ২০. স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতির লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল : হে আমার জাতির লোকগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন তার অবশ্যই খেয়াল রাখিও। তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে শাসনকর্তা বানিয়েছেন, তোমাদেরকে এমন আরো অনেক কিছু দান করেছেন, যা দুনিয়ার আর কাউকেও দেন নাই। ২১. হে জাতির ভাইগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র এলাকা লিখে দিয়েছেন তাতে প্রবেশ কর, পিছনে হটিও না অন্যথায় ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। ২২. উত্তরে তারা বললো : হে মূসা, সেখানে তো বড় বড় শক্তিমান ও প্রবল পরাক্রমশালী লোকেরা বাস করে, সেখানে আমরা কিছুতেই যাবো না, যতক্ষণ না তারা সেখান হতে বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে আমরা উহাতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি। ২৩. এই ভয় পাওয়া লোকদের মধ্যে দুইজন লোক এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অভিষিক্ত করেছিলেন, তারা বলল : এই পরাক্রমশালী লোকদের মোকাবিলা করে উক্ত শহরের দ্বারে প্রবেশ কর। তোমরা যখন ভিতরে পৌছে যাবে, তখন তোমরাই নিশ্চিতরূপে জয়ী হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, যদি তোমরা ঈমানদার হও। ২৪. কিন্তু তারা আবার সে কথা বলল : হে মূসা, আমরা তো তথায় কখনও যাবো না, যতক্ষণ তার সেখানে থাকবে। অতএব তুমি তোমার আল্লাহ উভয়ই যাও এবং লড়াই কর, আমরা তো এখানেই বসে পড়লাম। ২৫. ইহা শুনে মূসা বলল : হে আল্লাহ আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো ওপর আমার কোনো ইখতিয়ার চলে না। কাজেই হে আল্লাহ তুমি এ নাফরমান লোকদের সংস্পর্শ হতে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করে দাও। ২৬. আল্লাহ উত্তরে বললেন : ভালোই, উক্ত দেশ চল্লিশ বছরের জন্য এদের প্রতি হারাম (করে দেয়া হলো), এরা দুনিয়ায় নিরুদ্দেশ ঘুরে-ফিরে ও হাতড়িয়ে মরবে। অতএব এ না-ফরমান লোকদের অবস্থার প্রতি কোনো দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শন করো না। (সুরা : মায়েদা : ২০-২৬ আয়াত)

নামকরণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে পঞ্চদশ রুকুতে উল্লিখিত 'মায়েদা' শব্দ থেকে।

নাজিল হওয়ার সময় : হাদিসের বিভিন্ন বয়ান থেকে সমর্থন পাওয়া যায় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ হিজরির শেষ ভাগে কিংবা সপ্তম হিজরির প্রথম দিকে এ সূরা নাজিল হয়।

ব্যাখ্যা : বনি ইসরাইলের বিগত কালের হযরত মূসা (আ:)-এরও বহু পূর্বেকার এক কালের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা-মাহাত্ম্যের দিকে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একদিকে হযরত ইবরাহিম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফ (আ:)-এর ন্যায় মহান ও বিপুল সম্মানিত পয়গম্বরগণ তাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আর অপর দিকে হযরত ইউসুফ (আ:)-এর আমলে এবং পরবর্তীকালে মিসরে তারা শাসনক্ষমতা লাভ করে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেই কালের সুসভ্য দুনিয়ায় ইহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় শাসক। মিসর ও উহার আশপাশের রাজ্যসমূহে তাদেরই মুদ্রা চালু ছিল। লোকেরা বনি ইসরাইলের অভ্যুত্থান যুগের ইতিহাস সাধারণত হযরত মূসা (আ:)-এর আমল হতে (শুরু করে থাকে কিংবা) শুরু হয়েছে বলে মনে করে। কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, বনি ইসরাইলের প্রকৃত উন্নতির স্বর্ণযুগ হযরত মূসা (আ:)-এর পূর্বেই গত হয়ে গিয়েছে। হযরত মূসা (আ:) উহাকেই তার জাতির সম্মুখে এক অতীত স্বর্ণযুগ হিসাবে পেশ করেছিলেন। 'পবিত্র এলাকা' বলে ফিলিস্তিনের সরেজমিনকে বুঝানো হয়েছে। ইহা হযরত ইবরাহিম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব (আ:)-এর বাসস্থান ছিল। বনি ইসরাইলগণ যখন মিসর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল তখন এ এলাকাকেই আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং অগ্রসর হয়ে উহা জয় করার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য রাষ্ট্র মঞ্জুর করেছেন তবে তোমরা চেষ্টা-সাধনা করে রাষ্ট্র দখল করতে হবে। মিসর হতে বের হওয়ার পর প্রায় দু'বছর পর্যন্ত হযরত মূসা (আ:) তার জাতিকে নিয়ে ফারান উপত্যকায় তাঁবুতে জীবনযাপন করছিলেন। রাষ্ট্রবিহীন অবস্থায় বসবাস করা অসম্মানজনক তাই আল্লাহর নির্দেশে মূসা (আ:) তার কওমকে পবিত্র ভূমি দখল

করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু জনগণ মূসার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করল। দুইজন লোক কোথা হতে এসেছিল? এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, যারা অত্যাচারী শাসকদেরকে ভয় করছিল, তাদের মধ্যে হতে এই দুইজন লোক উক্ত কথা বলেছিল। আর দ্বিতীয় এই যে, যারা আল্লাহকে ভয় করছিল, তার মধ্য হতে দুই ব্যক্তি এই কথা বলেছিল, তারা যুদ্ধ করতে শক্তি হারিয়ে আল্লাহ এবং মূসাকে যুদ্ধ করতে যেতে বললেন। যারা নিজেরা সর্বাত্মক চেষ্টা না করে বিষয়টি আল্লাহর ওপর ফেলে রাখে আল্লাহ তাদেরকে কখনও সাহায্য করে না। তারা যুদ্ধে যেতে সম্মত না হওয়ায় হযরত মূসা (আ:) তাদের জন্য বদ দোয়া করলেন এবং আল্লাহ তাদের শাস্তির জন্য গজব নাজিল করলেন। হযরত মূসা (আ:) ফারান উপত্যাকা হতে বনি ইসরাইলের বারোজন সরদারকে ফিলিস্তিন পরিভ্রমণ ও সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠালেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তারা সফর করে ফিরে আসে এবং জাতির জন-সমাবেশে তারা প্রকাশ করে বলে যে, সেখানে বাস্তবিক দুগ্ধ ও মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়; কিন্তু সেখানে যারা বসবাস করে, তারা অধিকতর পরাক্রমশালী, তাদের ওপর আক্রমণ করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নাই। সেখানে আমরা যত লোক দেখেছি, তারা খুব দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট ও শক্তিমান এবং সেখানে বনি এনাক জাতিকেও আমরা দেখেছি, তারা খুবই অত্যাচারী ও দুর্ধর্ষ এবং দুর্ধর্ষদের বংশধর। আমরাতো নিজেদেরই দৃষ্টিতে ফড়িংয়ের মত, তাদের দৃষ্টিতেও তাই। এই বক্তৃতা শুনে সভাস্থ সমস্ত লোক চিৎকার করে উঠল- হায়, আমরা যদি মিসরেই মরে যেতাম কতই না ভালো হতো। অথবা হায়, এ মরুভূমিতেই যদি মরে যেতাম। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ দেশে নিয়া কেন কতল করতে চান। তা হলে তো আমাদের স্ত্রী-পুত্রেরা লুটের মালে পরিণত হবে। মিসরে ফিরে যাওয়াই কি আমাদের পক্ষে ভালো হবে না? অতঃপর তারা নিজেরা পরস্পর বলতে লাগল যে, এসো আমরা কাউকে নিজেদের সরদার বানিয়ে লই ও মিসরে ফিরে যাই। এ কথা শুনে ফিলিস্তিন প্রত্যাগত বারোজন সরদারের মধ্যে ইউশা ও কালিব নামে দুইজন সরদার উঠে এ কাপুরুষতার কারণে জাতিকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে। কালিব বলে, চলো আমরা একেবারে গিয়ে সেই দেশটি দখল করে লই। কেননা, উহার ওপর হস্তক্ষেপ, উহা পরিচালনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আমাদের রয়েছে। তার পর দুইজনই এক সঙ্গে বলতে লাগল : আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি আমাদেরকে নিশ্চয়ই এ দেশে পৌছাবেন। শুধু এতটুকুই হওয়া উচিত যে, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে না, আর সেই দেশের লোকদেরকেও ভয় করবে না। "আমাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন, অতএব তাদের ভয় করিও না।" কিন্তু জাতির লোকেরা এর জওয়াবে বলল : উহাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা কর। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গজব উথলে উঠল এবং তিনি ফয়সালা করলেন যে, অতঃপর ইউশার কালিব ব্যতীত এই জাতির কোনো বয়স্ক পুরুষই এই ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না। এই জাতি চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘর-বাড়ি থেকে বঞ্চিত হয়ে বেদুইনের ন্যায় ঘুরে ফিরে থাকবে।

> **লোকেরা বনি ইসরাইলের অভ্যুত্থান যুগের ইতিহাস সাধারণত হযরত মূসা (আ:)-এর আমল হতে (শুরু করে থাকে কিংবা) শুরু হয়েছে বলে মনে করে। কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, বনি ইসরাইলের প্রকৃত উন্নতির স্বর্ণযুগ হযরত মূসা (আ:)-এর পূর্বেই গত হয়ে গিয়েছে। হযরত মূসা (আ:) উহাকেই তার জাতির সম্মুখে এক অতীত স্বর্ণযুগ হিসাবে পেশ করেছিলেন। 'পবিত্র এলাকা' বলে ফিলিস্তিনের সরেজমিনকে বুঝানো হয়েছে। ইহা হযরত ইবরাহিম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব (আ:)-এর বাসস্থান ছিল।**

রাষ্ট্র প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদিস : "তোমার নিকট হতে একটি সার্বভৌম শক্তি (রাষ্ট্র শক্তিকে) আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" (বনি ইসরাইল-৮০)। নবী করিম (সা:) আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, হয় আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান কর অথবা কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও যেন আমি সে শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার বিকৃতি-বিপর্যয়কে সুষ্ঠু সংশোধিত করতে পারি। পাপ ও পঙ্কিলতাকে রোধ করে তোমার ন্যায়ের বিধানকে কায়েম করতে পারি। আমি রাসূলের নিকট লোহাও অবতীর্ণ করেছি। উহাতে বিরাট শক্তি এবং

লোকদের জন্য বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এখানে লৌহ অর্থ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি। এ শক্তি দ্বারা আল্লাহর দুশমনদেরকে প্রতিহত করা যায় এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে মানুষের কল্যাণ সাধন করা যায়। এ শক্তি না থাকলে কেউ তার নির্দেশ মানে না এবং ভয় পায় না। হজরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজ সম্পন্ন করেছেন যা কুরআন দ্বারা তিনি করেননি।" "ইসলাম ও রাজনৈতিক শক্তি হচ্ছে যমজ ভাই, একে অন্যকে সুদৃঢ় করে। ইসলাম হচ্ছে ভিত্তি আর রাষ্ট্রীয় শক্তি হচ্ছে নিরাপত্তারক্ষী। যার ভিত্তি নেই সে ধ্বংস হয়ে যায় আর যার নিরাপত্তারক্ষী নেই তা হারিয়ে যায়।" অর্থাৎ ইসলামের বিধিবিধান ব্যতীত রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না আবার রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যতীত ইসলামের বিধান বাস্তবায়িত হতে পারে না। একটি রাষ্ট্র গঠন করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করা আল্লাহর নাফরমানির শামিল। "হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সা:) বলেছেন, বনি ইসরাইলের সকল নবীগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। একজনের মৃত্যু হলে অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আমার পর আর কোন নবী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে না। তবে অনেক খলিফা আসবে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।" (বুখারি ও মুসলিম) হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল সকল নবীই সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজনীতি করা, রাষ্ট্র পরিচালনা করা নবীদের নবুয়তি দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তারা সমর্থনের রাজনীতি পরিত্যাগ করে সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) সরাসরি রাজনীতি করেছেন এবং আরবের জাহেলি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করে একটি ইসলামী সমাজ কায়েম করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দশ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল উক্ত হাদিসে বলেছেন, আমি মৃত্যুবরণ করার পর আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু সে জন্য আল্লাহ প্রদত্ত রাজনীতি শেষ হয়ে যাবে না। এ দায়িত্ব পালন করতে হবে আমার উম্মতের। নবী হিসেবে নয় আল্লাহর খলিফা হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করে আল্লাহর রাজ্য ঠিক রাখতে হবে। এ রাজ্য আল্লাহর নাফরমানদের হাতে কখনও ছেড়ে দেয়া যাবে না।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা : রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলফ্রেড ডি গ্রেজিরা বলেছেন- Power is the ability to make decision influencing the behaviour of man. অর্থাৎ "মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দক্ষতাই ক্ষমতা। যে সভ্যতার নিজের কোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই, জীবনের কোথাও তার জন্য একটুও স্থান নেই। তার নিকট যত সুন্দর, উত্তম আদর্শ, বিধান ও পরিকল্পনা থাক তা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।" এরা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তখন পৃথিবীতে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। শস্যক্ষেত ও অধস্তন বংশধরদের বিনাশ করে। আল্লাহ বিপর্যয় ও ধ্বংসাত্মক কাজ আদৌ পছন্দ করে না।" (সূরা বাকারা : ২০৫)

আজকের বিশ্বে রাজনীতির নামে চলছে ধোঁকাবাজি, কূটকৌশল, অসৎ আচরণ, পেঁচানো কথা, কুটিল চক্রান্ত ও মিথ্যার সয়লাব। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য সততা, মহত্ত্ব, মানবতা, নৈতিকতা ও মমতা বিসর্জন দেয়ার নামে হচ্ছে রাজনীতি। শাসনের নামে চলছে ধোঁকাবাজি ও দুর্বল লোকদের ওপর শোষণ-নির্যাতন, অধিকার হরণ এবং জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন। পূর্বের যুগে এসব করা হতো রাজার নামে, দলপতির নামে। আর আজকের বিশ্বে করা হচ্ছে ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নামে। আধুনিক বিশ্বে কোন রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের জীবনের মান-সম্মানের নিরাপত্তা নেই। "আল্লাহকে ভয় কর আর আমার (নবীর) আনুগত্য কর। যারা লাগামহীন ও সীমা লংঘনকারী, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করে এবং কোনরূপ সংস্কার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে না তাদের কোনো হুকুমই তোমরা মেনে চলবে না।" "যার মনকে আমার স্মরণ গাফেল করে দিয়েছে, নিজের নফ্‌সের খাহেশ-লালসারই যে দাস হয়ে গিয়েছে এবং যারা শাসন কর্তৃত্বে সীমালংঘনকারী, তোমরা আদৌ তার আনুগত্য করবে না।" (সূরা কাহাফ-২৮)

ইসলাম মানুষের ওপর রাজ্য শাসনের নামে মানুষের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, জুলুম, শোষণ ও দুর্নীতি চিরতরে বন্ধ করে দিতে চায়। তাই সকল নবীই তাদের সমসাময়িক রাষ্ট্রপ্রধান ও সমাজপ্রধানদের মোকাবেলা করেছেন এবং সাধারণ মানুষকে তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করার আহবান জানিয়েছেন। আমি প্রত্যেক জাতির নিকট নবী প্রেরণ করেছি তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছে এবং আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্ব পরিহার করতে বলেছে।" (সূরা নাহল : ৩৬)

শিক্ষণীয় বিষয়

১. মহান আল্লাহর নেয়ামতসমূহের মধ্যে নবুয়ত ও শাসনক্ষমতা সবচেয়ে বড় নেয়ামত। নবুয়ত বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু শাসনক্ষমতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

২. বাতিল রাষ্ট্রব্যবস্থায় বসবাস নয়, ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

৩. আল্লাহ কোনো জাতির ওপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুদরতের দ্বারা নাজিল করেন না, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার জন্য কঠোর সাধনা, সংগ্রাম ও প্রয়োজনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে।

৪. কোন দুর্বল ও ভীরু জাতি রাজ্য লাভের অধিকারী নয়, আল্লাহ তাদেরকে রাষ্ট্র প্রদান করেন না।

৫. ইসলামী রাজনীতি না করার পরিণতি- যে জাতি ঈমান গ্রহণ করার পর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান জারি করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করতে ভয় পায়, অবহেলা করে সে জাতির জন্য নবী (১) গজবের বদ দোয়া করে এবং (২) আল্লাহ তাদের প্রতি গজব নাজিল করেন। (৩) নবী তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। (৪) তাদেরকে ফাসেক বলে আখ্যায়িত করা হয়। (৫) আল্লাহ তাদের প্রতি নবীকে সহানুভূতি দেখাতে নিষেধ করেন।

৬. যারা বলে কুরআনের আইন আল্লাহ কায়েম করবে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই আমরা বসে বসে তাসবিহ তাহলিল করব, নফল ইবাদত করব, দুনিয়ার রাজনীতির সাথে জড়িত থাকব না, তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির হুঁশিয়ারি।

উম্মতে মুহাম্মদি যতদিন পর্যন্ত আল কুরআনের রাজনীতি শক্তভাবে ধারণ করেছিল ততদিন পর্যন্ত বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি আন্তর্জাতিক নীতি, বিচারব্যবস্থা, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। যখন থেকে তারা ছেড়ে দিয়েছে আল কুরআনের রাজনীতি তখন থেকে তারা অন্য জাতির গোলামে পরিণত হয়েছে এবং হারিয়েছে তাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব। আজকের বিশ্বে যদি মুসলিম জাতিকে জাগতে হয় তাহলে আল কুরআনের রাজনীতি শিখতে হবে, বুঝতে হবে, সমাজে বাস্তবায়িত করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

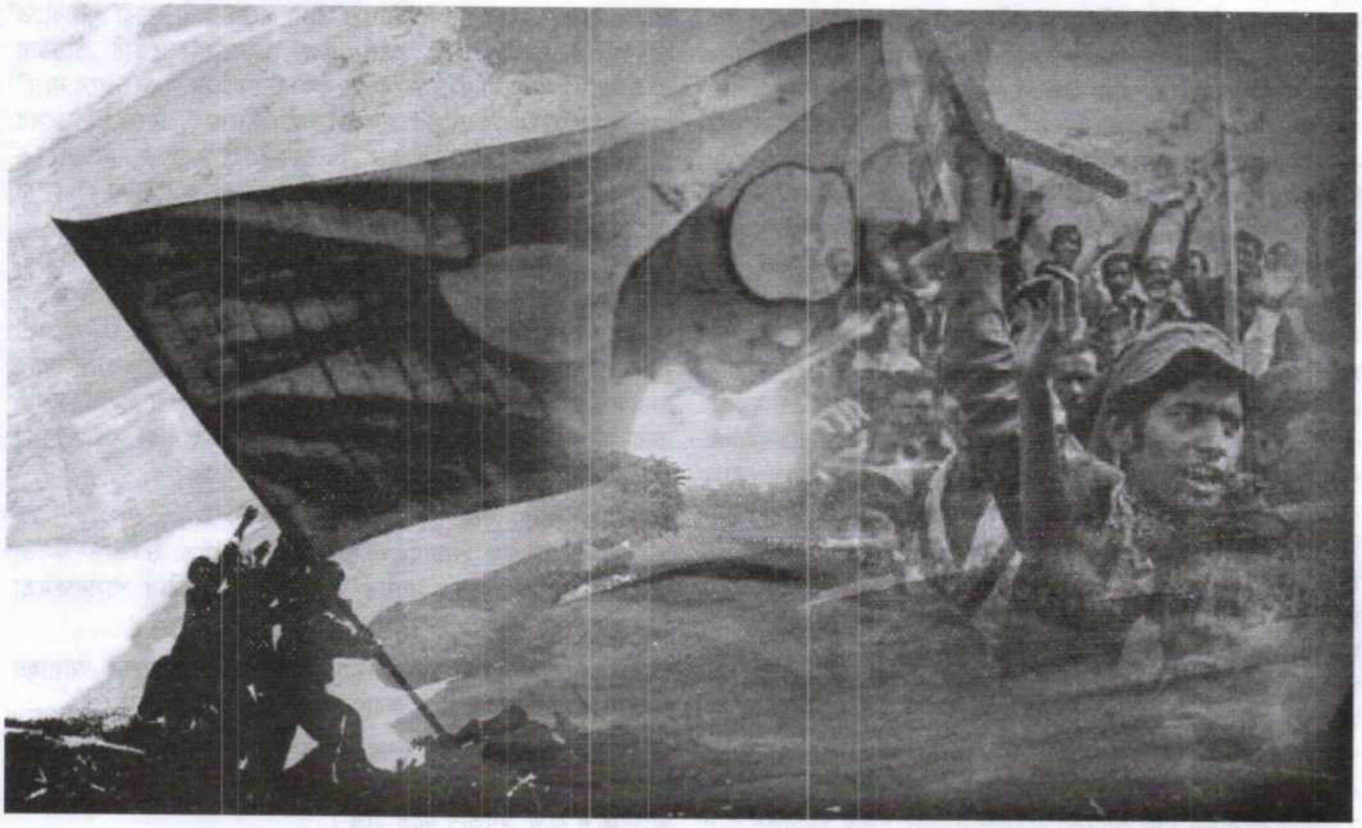

বিজয়ের ৪৮ বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

অ্যাডভোকেট আবু তাহের

বিজয়! শব্দটা শুনলেই হৃদয়ের ভিতর আলাদা একটা অনুভূতি কাজ করে। এই শব্দটাকে নিজের করে নিতে কত সংগ্রামই না করতে হয়। সবাই চায় বিজয়ী হতে কিন্তু সবার পক্ষে তো আর বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। সংগ্রামে বা যুদ্ধে যে বা যারাই ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে, যে যত বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে 'বিজয়' শুধু তাকেই ধরা দিবে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আমাদের সংগ্রাম শুরু। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে ১৯৪৭ সালে আসে আমাদের প্রথম বিজয়। কিন্তু 'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়' অবস্থায় পড়লো পশ্চিম পাকিস্তান। তারা আমাদের ওপর নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করা শুরু করলো। সংগ্রামী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা সেটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারলেন না। এক পর্যায়ে ডাক এলো স্বাধীনতার। বীর বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই যুদ্ধে। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম করে অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর বিজয় লাভ করলাম। পেলাম একটি মুক্ত লাল সবুজের পতাকা। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজয়ের দীর্ঘ ৪৮ বছর পরে এসেও বলতে হচ্ছে আমরা যে জন্য লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বিজয়ী হয়েছি সেটা পুরোপুরি পাই নাই। শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই আমাদেরকে শুধু ঠকিয়েই আসছে। যারাই ক্ষমতায় যায় তারাই আমাদের জাতীয় "সম্পদ" মুক্তিযুদ্ধকে নিজেদের দলীয় শ্লোগানে পরিণত করে থাকেন! অথচ মুক্তিযুদ্ধ কোনো ব্যক্তি বা দলের নয় বরং এটা সমগ্র জাতির সত্তার সাথে মিশে আছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম একটি চেতনার ভিত্তিতে। বর্তমানে অবশ্য কেউ কেউ বলে থাকেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হলো "ধর্মনিরপেক্ষতা", অথচ স্বাধীনতার যেই ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছিল সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ বলে একটি শব্দও নেই। যেই কারণ দেখিয়ে বা দেখে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনলাম কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই চেতনাকে ডিলেট করে দিয়ে আমাদের শাসকগোষ্ঠী সেখানে প্রতিস্থাপন করলেন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা!

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম।" আচ্ছা দেখুনতো এই ঘোষণার কোথায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা আছে? তার মানে হলো আমরা যে চেতনার ভিত্তিতে স্বাধীন হয়েছি সেটা "ধর্মনিরপেক্ষতা" নয়, বরং সেটা হলো সমাজে "সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা।" অথচ বিজয়ের দীর্ঘ ৪৮ বছর পরেও আমরা সেটা ফিরে পাইনি, এখনো খুঁজে ফিরছি। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রথম বেতার ভাষণে যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন তার শেষাংশ উল্লেখ করছি- "আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে

গেলে চলবে না যে, এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ এবং সত্যিকার অর্থে এ কথাই বলতে হয় যে এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-জনতা তাদের সাহস, তাঁদের দেশপ্রেম, তাঁদের বিশ্বাস, স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তায় তাঁদের নিমগ্নপ্রাণ, তাঁদের আত্মাহুতি, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় জন্ম নিলো এই নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠুক আমাদের স্বাধীনতার সম্পদ। বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্যে রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মুক্তি।" (দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, পৃষ্ঠা-৬০)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা আপনারাই দেখুন যেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি সেটার আজ কী হাল। আজকে আমাদের দেশে বিভেদের রাজনীতি করা হচ্ছে অথচ বিজয় হয়েছে ঐক্যের জন্য। তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল আজ তাঁদেরই সন্তানরা ১৬ কোটিতে পরিণত হয়েছে এরপরও বিভেদ কেন? বর্তমানে একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত না হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থাকে না! তখন যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের চেতনায় বিশ্বাসী না হলে "পাকিস্তানী" থাকা যেত না বর্তমানে তেমনি ঐ বিশেষ দলে শামিল না হলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকা যায় না- যদিওবা আপনি যুদ্ধ করতে গিয়ে একটি পা হারিয়েছেন!

এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। বিজয়ের শুরু থেকেই এর শুরু। বিজয়ের পরে আমরা আমাদের বিজয়ের পূর্ববর্তী সকল কথা বা ওয়াদা বেমালুম ভুলে গেলাম! যে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু সারাটা জীবন সংগ্রাম করলেন, বিজয়ের পর সেই গণতন্ত্রই প্রথমে ভূলুণ্ঠিত হলো! বিজয়ের পরই শুরু হলো অন্য আরেক দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব চরমে উঠলো। ড. রেজোয়ান সিদ্দিকীর ভাষায়- '১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তোফায়েল আহমেদ ঘোষণা করলেন- ''মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করবো" এবং এই মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তোফায়েল আহমেদ জনগণের প্রতি "দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপ্লব" শুরু করার আবেদন জানান। তিনি বলেন- "বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ হচ্ছে মুজিববাদ। মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আসবে আমাদের পূর্ণ সাফল্য আর স্তম্ভ হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।" অন্য দিকে '৭২ সালের ১০ মে চট্টগ্রামের এক জনসভায় তৎকালীন ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ দেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যা মোকাবিলার জন্য সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবি জানান। অপর দিকে ২১

"যারাই ক্ষমতায় যায় তারাই আমাদের জাতীয় "সম্পদ" মুক্তিযুদ্ধকে নিজেদের দলীয় শ্লোগানে পরিণত করে থাকেন! অথচ মুক্তিযুদ্ধ কোনো ব্যক্তি বা দলের নয় বরং এটা সমগ্র জাতির সত্তার সাথে মিশে আছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম একটি চেতনার ভিত্তিতে। বর্তমানে অবশ্য কেউ কেউ বলে থাকেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হলো "ধর্মনিরপেক্ষতা", অথচ স্বাধীনতার যেই ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছিল সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ বলে একটি শব্দও নেই। যেই কারণ দেখিয়ে বা দেখে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনলাম কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই চেতনাকে ডিলিট করে দিয়ে আমাদের শাসকগোষ্ঠী সেখানে প্রতিস্থাপন করলেন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা!"

জুলাই '৭২ আ স ম আব্দুর রব ঘোষণা করলেন- "শ্রেণীশত্রু খতম করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।" (কথামালার রাজনীতি, পৃষ্ঠা- ২-৩) এভাবে এক একজন নেতা এক একটি 'মতবাদ' ঘোষণা করতে থাকলেন। ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বরং বিভেদের ফিরিস্তি শুধু বাড়তেই থাকলো। বিশিষ্ট লেখক আবুল মনসুর আহমদ এর ভাষায়- "কিন্তু অকস্মাৎ ২৪শে জানুয়ারি (১৯৭২) আমাদের রাজনৈতিক চাঁদে কলঙ্ক দেখা দিল। কলঙ্কত নয়, একেবারে রাহু। সে রাহুতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইলো। রাহু দুইটি। প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার নম্বর ৮ ও ৯। একটার নাম দালাল আইন। আরেকটার নাম সরকারি চাকরি আইন। উভয়টাই সর্বগ্রাসী ও মারাত্মক। একটা গোটা জাতিকে, অপরটা গোটা প্রশাসনকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। দুইটাই রাষ্ট্রের বিপুল ক্ষতি করিয়াছে। সে সবের প্রতিকার দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। অথচ এ দুইটা পদক্ষেপই ছিল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সব দমননীতি-মূলক আইনের মতই দালাল আইনেরও ফাঁক ছিল নির্বিচারে অপপ্রয়োগের। হইয়াও ছিল দেদার অপপ্রয়োগ। ফলে নির্যাতন চলিয়াছে বেহিসেবে। যে আওয়ামী লীগ নীতিতঃই নিবর্তনমূলক আইনের বিরোধী, একজন লোককেও বিনা বিচারে একদিনও আটক না রাখিয়া দেশ শাসন যে আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য, সেই আওয়ামী লীগেরই স্বাধীন আমলে অল্পদিনের মধ্যেই ত্রিশ-চল্লিশ হাজার নাগরিক গ্রেফতার হইয়াছেন এবং বিনা-বিচারে প্রায় দুই বছর কাল আটক আছেন। বেশি না হইলেও প্রায় সমসংখ্যক লোক বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতেছেন। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা জামিনের ব্যাপারে আদালতের সুবিধা পাচ্ছেন না। অতি অল্প-সংখ্যক লোক ছাড়া কারো বিরুদ্ধে চার্জশিট হচ্ছেনা। এমনকি, তদন্তও শেষ হয় নাই। এই সবই সর্বাত্মক দমন আইনের উলঙ্গ রূপ ও চরম অপপ্রয়োগ। তবু এটাই এ আইনের চরম মারাত্মক রূপ নয়। নাগরিকদের ব্যক্তিগত ভোগান্তি ছাড়াও এ আইনের একটা জাতীয় মারাত্মক দিক আছে। এই আইন গোটা জাতিকে 'দেশপ্রেমিক' ও 'দেশদ্রোহী' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। অথচ দেশবাসীর চরিত্র তা নয়। ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব যখন দেশে ফিরেন, তখন তিনি কোন দলের নেতা ছিলেন না। নেতা ছিলেন তিনি গোটা জাতির। তাঁর নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া

মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা এনেছিলেন সেটা কোন দল বা শ্রেণীর স্বাধীনতা ছিল না। সে স্বাধীনতা ছিল দেশবাসীর সকলের ও প্রত্যেকের। এমনকি, যাঁরা স্বাধীনতার বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁদেরও। সব দেশের স্বাধীনতা লাভের ফল তাই। ভারতের স্বাধীনতা আনিয়াছিলেন কংগ্রেস, অনেকেই তার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সবাই সে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করিতেছেন। স্বাধীনতার বিরোধিতা করার অপরাধে কাউকে শাস্তি ভোগ করিতে হয় নাই। কোনও দেশেই তা হয় না। (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃষ্ঠা, ৬০৭-৬০৮) দেশে যখন এই অবস্থা তখন সেটা কাটতে না কাটতেই পদধ্বনি শুরু হলো বাকশালের। প্রায় সকল সংবাদমাধ্যম বন্ধ করে দিয়ে সারা জীবনের লালিত স্বপ্ন গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাকশাল কায়েম করেই ছাড়লেন। কিন্তু এই বাকশাল যে বেশির ভাগ মানুষ মেনে নিতে পারে নাই এটা বোঝা গেছে অনেক পরে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবও এই বাকশাল গঠন করাটা পছন্দ করেন নাই। বিশিষ্ট সাংবাদিক এ. বি. এম মুসা তাঁর বইয়ে লিখেছেন "এমনকি বাকশাল গঠন করার পর, শুনেছি তিনি (শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব) নাকি মুজিব ভাইকে বলেছিলেন 'এবার থেকে তুমি এই বাসায় নয় তোমার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে গণভবনেই থাকবে'।" (মুজিব ভাই, পৃষ্ঠা-৩৮)

এরপর এলো সামরিক শাসন। অনেক ইতিহাস। কিন্তু কিছুতেই আমরা আর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সেই মৌলিক কার্যক্রমে ফিরে যেতে পারলাম না! একটা দেশের ভালো-মন্দ অনেকটা নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। কিন্তু সেই শিক্ষা খাতেও চলছে চরম নৈরাজ্য। এটা এখন যেমন চলছে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও তাই চলেছিলো। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব অলি আহাদ তাঁর বইয়ে লিখেছেন "বস্তুত অস্বীকার করার উপায় নাই যে, নীতিহীন নেতৃত্ব, অস্ত্রের ঝনঝনানির নিকট শিক্ষাগুরুদের আত্মসমর্পণ, শিক্ষাঙ্গনে চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল ও জ্ঞানার্জন বিবর্জিত পরিবেশ সৃষ্টিতে এক শ্রেণীর মতলববাজ মহলের সায় ও উৎসাহ যুবসমাজকে অধঃপতনের আবর্তে ঠেলিয়া দিয়াছিল। এবং শিক্ষাঙ্গনই যেহেতু এই দেশের নাগরিক সচেতনতার মূল কেন্দ্র, সুতরাং পরিণতিতে, দেশময় নৈরাজ্য সৃষ্টিতে দেরি হয় নাই।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, পৃষ্ঠা- ৪৬০) সেই নৈরাজ্য এখনও চলছে দিব্বি। শুধু মতের অমিল হওয়ার কারণে অতন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে হাড় ভেঙে ফেলা, হল থেকে বের করে দেওয়া, সর্বশেষ বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে মেরে ফেলাই প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ নাই। আরও জঘন্য ঘটনা হলো ছাত্র কর্তৃক শিক্ষককে নির্যাতন করা, গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলা, অন্যায় দাবি না মানার কারণে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে প্রিন্সিপালকে পুকুরে ফেলে দেয়া! আমাদের পাশাপাশি দেশ হলো মালয়েশিয়া। তারাও স্বাধীন হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার কিছুদিন আগে (১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট)। আজ তারা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের এই সফলতার পিছনে যে দিকটি অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে তার একটি হলো সময় সচেতনতা আর অন্যটি হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি। যার দুই-ই আমাদের দেশে অনুপস্থিত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. এম. এ আজীজ তাঁর 'আধুনিক মালয়েশিয়া যেমন দেখেছি' প্রবন্ধে (দৈনিক নয়া দিগন্ত- ২৪ মার্চ '১৯) লিখেছেন- "৭০ এর দশকে একসাথে দেশের প্রায় দেড় লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে লন্ডনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি খরচে উন্নত শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যার বেশির ভাগই ছিল মালয়ী মুসলিম। ডিগ্রি শেষ করে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী নিজ দেশে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষকতা এবং অফিস আদালতে ও বিভিন্ন সেক্টরে কাজে মনোনিবেশ করলেন। অথচ অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ব্রিটিশ সরকার সে দেশে থাকার ও সিটিজেনশিপ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু আমার জানা মতে, একজন ছাত্র-ছাত্রীও সে প্রস্তাব গ্রহণ না করে, নিজ দেশে গিয়ে উন্নয়নে শরিক হন।" অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে আসার চেয়ে বিদেশেই থাকতে ভালবাসে এই কারণে যে, 'দেশে থাকার পরিবেশ নাই'! যার কারণে তারা উন্নত আর আমরা অবনত। আজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে যেটাকে সবচেয়ে বেশি সাংঘর্ষিক বলে মনে করা হয় সেটা হলো ইসলাম।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর ইসলাম যেন দুটো দুই প্রান্তের বিষয়! বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, যারাই ইসলাম পালন করে তারাই মনে হয় সবচেয়ে বেশি খারাপ! সিনেমায় বা নাটকে যিনি সবচেয়ে খারাপ চরিত্রে অভিনয় করেন তার পড়নে পাঞ্জাবি, টুপি আর দাড়ি থাকতেই হবে। তার মানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীরা কখনও দাঁড়ি রাখে না বা রাখতে পারে না আর টুপি পরে না বা পরতে পারে না! আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, কুকুরের ছবিতেও টুপি পরানো হচ্ছে! আজকে যারাই দাড়ি রাখেন তারাই ভয়ে থাকেন, কখন যে এই দাড়ি রাখার অপরাধে(?) গ্রেফতার হয়ে যেতে হয় আল্লাহই মালুম। অথচ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই হলো দাড়ি রাখা। মুক্তিযুদ্ধের সময় যিনি ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেই নূরুল কাদির তাঁর -দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা- বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "দাড়ি কামানো সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সম্প্রতি যে উক্তি করিয়াছেন তাহা পাকিস্তান তথা সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানের জন্য অপমানজনক। একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমরা যখন আশা করিয়াছিলাম যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নিজেই দাড়ি কামানো বন্ধ রাখিয়া একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে মুসলমানের জন্য অন্যতম সুন্নত পালন করিবেন, সেই সময় একজন মুসলমানকে সুন্নত পালন না করিতে উপদেশ দিয়া তিনি ইসলামিক মূলনীতিকেই অবজ্ঞা করিয়াছেন।" পাকিস্তান যদিও ইসলামিক রাষ্ট্র নয়, বলা যায় মুসলিম রাষ্ট্র ছিল এরপরও মুক্তিযোদ্ধারা দাড়ি রাখার মত বিষয়টিকেও ছাড় দেননি। তারা যেন কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই দাড়ি রাখতে পারেন এই জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আর আজকে সেই দাড়িই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী হয়ে গেল! পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট দাড়ির বিরুদ্ধে ছিলেন আর বর্তমান সরকারও দাড়ির বিরুদ্ধে- তাহলে আমরা যেই বিজয় চেয়েছিলাম সেটা ৪৮ বছর পরেও কি পেয়েছি? ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান হলো তখন অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে একটি অন্যতম সমস্যা হলো ভাষা নিয়ে। অনেক সংগ্রাম আর জীবনের বিনিময়ে সর্বশেষ আমরা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে পেলাম ঠিকই কিন্তু স্বাধীনতার পরেও এই ভাষাটি অবজ্ঞাই রয়ে গেল। আজকে উর্দুর জায়গায় স্থান করে নিয়েছে হিন্দি না হয় ইংলিশ। তাহলে কি আমরা উর্দুর বদলে হিন্দি আর ইংলিশের জন্য জীবন দিয়েছিলাম? আজকে আমাদের দেশের কোন ছেলেমেয়েকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোন ছবি তোমার ভালো লাগে তাহলে বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই বলবে হিন্দি বা ইংলিশ ছবি। প্রায় বাড়িতেই আজ হিন্দির ছড়াছড়ি, আপনি যদি কাউকে বাংলায় প্রশ্ন করেন তাহলে সে বাংলায় না বলে হিন্দিতে উত্তর দেবে। বর্তমান প্রজন্মের দিকে তাকালে মনে হয় "বাংলা কোনো ভাষা হলো, হিন্দিই তো মাতৃভাষা হওয়া উচিত ছিল।" এরপরও এই বিষয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই। কর্তৃপক্ষের দিকে তাকালে মনে হয় তাদের অবস্থা হলো-কোন ভাষা হয় হোক উর্দুকে তো বিদায় করতে পেরেছি! একই অবস্থা ইংলিশের ব্যাপারেও। আমরা সকল ভাষাকেই মূল্যায়ন করবো তবে অবশ্যই বাংলাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। আজকে কোর্ট-কাচারিসহ অধিকাংশ জায়গাগুলোতে বাংলাকে পিছনে ফেলে ইংলিশ এগিয়ে, অথচ জীবন দিলাম বাংলার জন্য! এ জন্যই কিছুদিন

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর ইসলাম যেন দুটো দুই প্রান্তের বিষয়! বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, যারাই ইসলাম পালন করে তারাই মনে হয় সবচেয়ে বেশি খারাপ! সিনেমায় বা নাটকে যিনি সবচেয়ে খারাপ চরিত্রে অভিনয় করেন তার পড়নে পাঞ্জাবি, টুপি আর দাড়ি থাকতেই হবে। তার মানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীরা কখনও দাঁড়ি রাখে না বা রাখতে পারে না আর টুপি পরে না বা পরতে পারে না! আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, কুকুরের ছবিতেও টুপি পরানো হচ্ছে! আজকে যারাই দাড়ি রাখেন তারাই ভয়ে থাকেন, কখন যে এই দাড়ি রাখার অপরাধে(?) গ্রেফতার হয়ে যেতে হয় আল্লাহই মালুম।"

আগে ড. তুহিন মালিক একটি জাতীয় দৈনিকের কলামে লিখেছিলেন "ফাঁসির আসামি জানলোই না কোন অপরাধে তার ফাঁসি হচ্ছে", কারণ রায়টা লেখা হয় ইংলিশে অথচ সেই আসামি বেচারাতো আর ইংলিশ জানেন না। দেশ স্বাধীনের দীর্ঘ ৪৮ বছর পরেও আমাদেরকে বসে বসে সেই বিষয়টাই ভাবতে হচ্ছে! আগেই বলেছিলাম ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, মুক্তিযুদ্ধের আসল চেতনাই হলো ইসলাম। মুক্তযুদ্ধের সময় যোদ্ধাদেরকে ইসলামের কথা বলেই উজ্জীবিত করা হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন কুরবান করার প্রেরণাই ছিল ইসলাম। জনাব অ্যাডভোকেট নূরুল কাদির তাঁর দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা বইয়ের ৭১ পৃষ্ঠায় খুব সুন্দর করে এই বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন- "অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের মাহাত্ম্যে খুবই মুনশিয়ানার সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ইসলামকে সকলের কাছে যথার্থরূপে তুলে ধরেছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের সেই ধারাবাহিক 'ইসলামের দৃষ্টিতে' কথিকা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় অত্যন্ত সময়োপযোগী ও উপকারী হয়েছিল।" একটু খেয়াল করুন, যেই ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের সময় "সময়োপযোগী ও উপকারী" হয়েছিল বলে বলা হচ্ছে সেই ইসলামকে আজ চরমভাবে অপমানিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্র নাকি মাদরাসাগুলো, অথচ স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে জঙ্গি (সন্ত্রাসী) তৈরি হচ্ছে তার একশত ভাগের একভাগও মাদরাসায় হচ্ছে না। মাদরাসা "জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্র" কথাটা বলার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম যেন মাদরাসায় না যায়- ইসলাম না শেখে, আর স্কুল কলেজেতো ইসলাম নাই বললেই চলে।

পাঠ্যপুস্তকে মহানবীর সা. জীবনী অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য মুসলমানগণ আজ আন্দোলন করছেন! তা ছাড়া যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড মাদরাসা তারা যত বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই ডিগ্রি অর্জন করুক না কেন আর যত তুখোড় মেধাবী হোক না কেন ভালো কোন সরকারি চাকরি তাদের জুটবে না বললেই চলে। অতএব ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদেরকে মাদরাসায় পড়ার আগ্রহ দিন দিন হারিয়ে ফেলছেন। স্কুলে পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পাওয়া গেলেও মাদরাসায় পড়লে তা পাওয়া যায় না। এমন সুপরিকল্পিতভাবে মাদরাসা তথা ইসলাম শিক্ষাটাকে মানুষের কাছে "অপ্রয়োজনীয়" একটা শিক্ষা হিসেবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে! মুক্তিযুদ্ধের সময় যেই ইসলামকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হলো সেই ইসলামই আবার বিজয়ের ৪৮ বছর পরে এতিম হয়ে ঘুরছে, তাহলে কি সেই আকাঙ্ক্ষিত বিজয় আর এই বিজয় এক হলো? পাশের দেশ ভারত আজকে আমাদের দেশের প্রায় সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে এটা এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। বাংলাদেশ কিভাবে চলবে আর কিভাবে চালাতে হবে এটা বলে দেয়া যেন তাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে! তারা আজকে অনেকটা উলঙ্গভাবেই আমাদের দেশের বিষয় নিয়ে নাক গলাচ্ছে। আর আমাদের দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এমন মেরুদণ্ডহীন যে, তাদের এমন কথাগুলোর প্রতিবাদটা পর্যন্ত করতে পারেন না! তারা আমাদের দেশের ফেলানীদেরকে হত্যা করে কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলিয়ে রাখছে, সাধারণ মানুষদেরকে গুলি করে পাখির মতো হত্যা করছে আর আমাদের দেশের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বলছেন, এটা তেমন কোন ব্যাপারই না এমনটা আগেও ঘটেছে, এখন ঘটছে আর ভবিষ্যতেও ঘটবে। যদি তাই হবে তাহলে আমাদের স্বাধীনতাটার কী দরকার ছিল? আমরাতো ভারতের অধীন হওয়ার জন্য পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হইনি। কয়েকদিন আগে ক্রিকেট খেলা নিয়ে কি কাণ্ডটাই না ঘটাচ্ছিল ভারত। তারা এই ক্রিকেটেও আমাদেরকে গোলামের মতো ব্যবহার করতে চেয়েছিল। আর আমাদের মেরুদণ্ডহীন কর্তারা সেটাকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন! ভারতীয়রা আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে বিকৃত করে "গুন্ডে" নামের একটি সিনেমা তৈরি করলো আর আমাদের দেশের সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে প্রতিবাদ করার দরকার ছিল অথচ সেভাবে এর প্রতিবাদটি পর্যন্ত করা হলো না! আমার মনে হয় পাকিস্তান বা অন্য কোন দেশ যদি এমন কোন সিনেমা তৈরি করতো তাহলে তার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়তাম আমরা। এটা কেন হবে? ঠিক আছে তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় সহযোগিতা করেছিল তার মানে কি এই যে এখানে তারা এখনও নেতৃত্ব দেবে! তাদের কথায় আমাদেরকে উঠতে আর বসতে হবে? আর

> “বাংলাদেশে এমন লোক কমই আছে যারা মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা পেতে চায় না। দেখা হলে অনেকেই মুক্তিযোদ্ধ বলে ঘোষণা করে। আজকাল মনে মনে হিসাব করতে শুরু করি, একাত্তরে আদৌ লোকটার জন্ম হয়েছিল কি না অথবা তখন তার বয়স কত ছিল। এরা পরোক্ষে শহীদদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবান্বিত করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইতিহাসকে তারা ঘোলাটে করে তোলে। তার চেয়ে ভালো হতো, যদি তারা প্রশ্ন করত যারা শহীদ হয়েছেন, আর যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, কী তাদের স্বপ্ন ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশকে কিরূপে তারা কল্পনা করেছিলেন। শহীদদের, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হলে কিছুটা গৌরবও অন্তত তারা পেতে পারত।

এই কথা বলতে গেলেই হয়ে যেতে হয় স্বাধীনতাবিরোধী। মুক্তিযুদ্ধের ৯ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর আবদুল জলিল এই কথাগুলো বলার কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দি হবার সৌভাগ্য (?) অর্জন করেছিলেন। সে জন্যই অত্যন্ত দুঃখ করেই লিখলেন একটি বই- অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা। এই সকল দিক দেখেই সম্ভবত তৎকালীন ভারতীয় সেনাপ্রধান একটি কঠিন মন্তব্য করেছিলেন। ১৯৮৮ সালের ২৯ এপ্রিল স্টেটসম্যান ভারতের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেক শ' এর মন্তব্যটি প্রকাশ করে। সেখানে তিনি বলেছেন-"যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় তাহলে ভারতের আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যেদিন আমার সৈন্যরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি এ কথা উপলব্ধি করি। বাংলাদেশীদের কখনই ভারতের প্রতি তেমন ভালোবাসা ছিল না।

আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।" শুধু এই কয়েকটা বিষয় পর্যালোচনা করলেই এটা স্পষ্ট হয় যে, ভারতের সব কাজ আমাদেরকে ঠকানোর জন্য, সেটা যুদ্ধের সময় যেমন করেছে এখনও ঠিক তেমনই করে যাচ্ছে। বিজয়ের দীর্ঘ ৪৮ বছর পরেও আমরা সেই বেষ্টনী থেকে বের হয়ে আসতে পারি নাই! আমরাতো এমন স্বাধীনতা চাইনি। এই পর্যায়ে আমাদের এমন এক নেতৃত্ব দরকার যার মেরুদণ্ড অত্যন্ত শক্ত-মজবুত। আমরা কোন দেশের গোলামি করে থাকতে চাই না। আমাদের যা আছে আমরা সেটা নিয়েই গর্ব করে বাঁচতে চাই। প্রথমে ব্রিটিশরা আর পরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করেছে। সেই অত্যাচার আর নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করার জন্যই আমরা বিজয় নিয়ে এলাম অনেক রক্তের বিনিময়ে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনও আমাদের দেশের এক দল আরেক দল বা গোষ্ঠীকে নির্যাতন করেই আসছে। হত্যা আর গুমতো এখন একটা নিত্য দিনের কর্মে পরিণত হয়ে গেছে। আপনি আমার মতের বিরোধী অতএব আপনাকে মেরে ফেলতে হবে অথবা আপনাকে অন্য কোনভাবে নির্যাতন করা হবে। এখন কথায় কথায় গুলি চালানো হচ্ছে অথচ ইতিহাস বলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেও এমন বাজে অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। আমরা এমন একটা স্বাধীনতা চাই যেখানে থাকবে না কোন খুন-গুম, অত্যাচার- নির্যাতন, আশরাফ- আতরাফের শ্রেণীবিন্যাস, রাজনৈতিক ভিন্নমত দমনের অপকৌশল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হল দখল আর মারামারির দৃশ্য, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, জুলুম-অবিচার, আইনের পক্ষপাতিত্ব, ভুক্ষা- নাঙার মিছিল, ডাস্টবিনের পাশে পড়ে মরার দৃশ্য। আমরা চাই একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ। বিবিসির বিশিষ্ট সাংবাদিক, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ-বিদেশে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সেই মরহুম সিরাজুর রহমানের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশে এমন লোক কমই আছে যারা মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা পেতে চায় না। দেখা হলে অনেকেই মুক্তিযোদ্ধ বলে ঘোষণা করে। আজকাল মনে মনে হিসাব করতে শুরু করি, একাত্তরে আদৌ লোকটার জন্ম হয়েছিল কি না অথবা তখন তার বয়স কত ছিল। এরা পরোক্ষে শহীদদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবান্বিত করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইতিহাসকে তারা ঘোলাটে করে তোলে। তার চেয়ে ভালো হতো, যদি তারা প্রশ্ন করত যারা শহীদ হয়েছেন, আর যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, কী তাদের স্বপ্ন ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশকে কিরূপে তারা কল্পনা করেছিলেন। শহীদদের, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হলে কিছুটা গৌরবও অন্তত তারা পেতে পারত। বাংলাদেশে মানুষ অনেক আছে, মানুষের কমতি নেই। এসব মানুষ যদি সপ্তাহে এক ঘন্টা করেও দেশের কল্যাণে ব্যয় করে, তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ স্বপ্নের বাংলাদেশ এখনো হতে পারে। (রাজনৈতিক প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা- ১০১)

লেখক : আইনজীবী, জজ কোর্ট, ঢাকা।
adv.abutaher@gmail.com

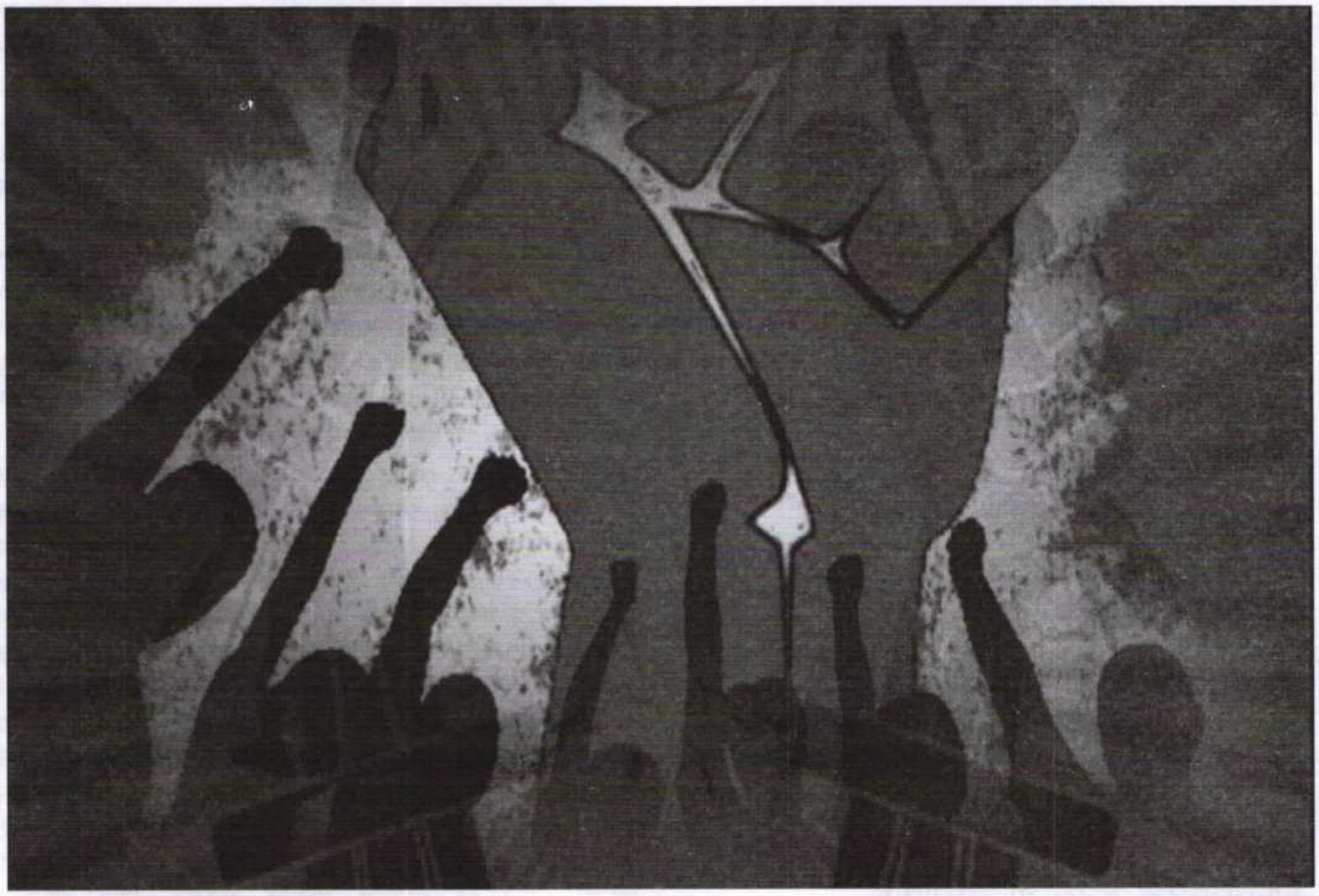

শ্রমিক আন্দোলন : প্রত্যাশিত নেতৃত্ব

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন : যে কায়িক শ্রম দেয় সেই শ্রমিক। শ্রম আইন অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে অন্যের অধীনে নিযুক্ত হয়ে যে কায়িক শ্রম দেয় সেই শ্রমিক। শ্রম আইনের সংজ্ঞায় কোনো কলকারখানায় বা উৎপাদন ক্ষেত্রে যারা নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তারা শ্রমিক নন, তারা কর্মকর্তা। ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুযায়ী কর্মকর্তারা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার রাখে না। কেবল শ্রমিক এবং কর্মচারীগণ আইনত ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষমতা রাখেন।

শ্রমিকরা তাদের কর্মক্ষেত্রে নিজস্ব অধিকার আদায়ের জন্য শ্রম আইনের নির্ধারিত পন্থায় সংগঠিত হয়ে দরকষাকষির জন্য যে আন্দোলন করে সেটাই শ্রমিক আন্দোলন। শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আইনানুগ আন্দোলনই মূলত শ্রমিক আন্দোলন। তবে এক দিকে অর্থনীতির চাকা সচল রাখা, উৎপাদনশীলতা, অন্য দিকে শ্রমিকের ভাত-কাপড় শিক্ষা চিকিৎসা ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা ও তার কর্মক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত তার ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের আন্দোলনে ভারসাম্য রক্ষা করা শ্রমিক নেতৃত্বের পবিত্র কর্তব্য। প্রতিটি আন্দোলনের জন্য চাই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য, একটি কর্মসূচি, একদল কর্মীবাহিনী ও একজন দক্ষ নেতার নেতৃত্ব।

শ্রমিক আন্দোলনের অধিকারের চারটি ভিত্তি : ১. ILO Convention. ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ILO বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মোট ১৮৯টি Convention আছে। বাংলাদেশে তার ৮টি কোর Convention ও ৩৩টি সাধারণ Convention গৃহীত হয়েছে। এই ILO Convention এর ধারা ৮৭তে সংগঠন করার অধিকার এবং Convention এর ধারা ৯৮তে দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

২. ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

৩. বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬, বিধিমালা ২০১৫, ২০১৮ (সংশোধিত) তে শ্রমিক আন্দোলনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

৪. বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪, ৩৫ ও ৩৮এ শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ দেশে ৫০ ও ৬০-এর দশক থেকে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক নেতারা ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক আন্দোলনকে সমাজতন্ত্রের দর্শন বোঝানো, সাম্যবাদ বা শ্রমিকরাজ কায়েমের কথা

বলে লাল পতাকা এবং দুনিয়ার মজদুর এক হওয়ার মুখোরোচক শ্লোগান দিত। শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করে এ দেশে সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক্যতাবাদী দর্শনের শিক্ষা দিত। তাদের দর্শন ছিলো Trade union is the school of communism. কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের সেই মিশন ব্যর্থ হয়েছে। দেশের দুঃখী বঞ্চিত শ্রমিকসমাজ তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় নতুন নেতৃত্ব ও নতুন আদর্শের সন্ধান করছে। ইসলাম ও ইসলামী শ্রমনীতিই সেই আদর্শ। সেই নেতৃত্ব হবে সৎ, দক্ষ, সাহসী ও মানবিক গুণসম্পন্ন। ফলে ইসলামী আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে আমরা ট্রেড ইউনিয়নকে ইসলামী শ্রমনীতি তথা ইসলামী আদর্শের দাওয়াত প্রদান এবং তা বাস্তবায়নের মিশনে পরিণত করতে পারি। অর্থাৎ আমরাও বলতে পারি, Trade union is the school of Islam. এ জন্য প্রয়োজন সৎ দক্ষ যোগ্য ও শ্রমিকবান্ধব মানবদরদি নেতৃত্ব।

প্রত্যাশিত নেতৃত্ব : নেতৃত্ব বা Leadership হচ্ছে একজন মানুষের সেই ক্ষমতা যা দিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমাজের মানুষকে বা কোনো দলকে অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা দিয়ে পরিচালিত করতে পারে। একজন সফল নেতার দায়িত্ব হচ্ছে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার অনুসারীদের মধ্য থেকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন ও সময়োপযোগী নেতৃত্ব গড়ে তোলা। যে কোনো আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রয়োজন বিশ্বাস্যযোগ্যতা বা Credibility. বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে বক্তৃতা ভাষণের চেয়ে বড় প্রয়োজন দক্ষতার। শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করতে শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করা জরুরি। আদর্শিক আন্দোলনে ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ বড়। তাই আদর্শের স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। নেতৃত্ব আসলে ক্ষমতা। নেতৃত্বের গুণাবলি প্রধানত জন্মগত, কিন্তু ইসলামী আন্দোলনে বা ইসলামী সংগঠনে উন্নতমানের লোকেরা কম আসে। জন্মগতভাবে যোগ্য লোকেরা সাধারণত তাদের নেতৃত্বকে সমাজের সুযোগ সুবিধা অর্জনের কাজে লাগায়। আন্দোলন যে ত্যাগ চায় সে ঝুঁকি তারা নিতে চায় না। অল্প লোকই এ পথে আসে, তাই যোগ্য লোকের অভাব। সাধারণভাবে মধ্যম মানের লোকেরা ইসলামী আন্দোলনে আসে। অব্যাহত বাধা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নিরন্তর সাধনা এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তার মান উন্নত হয়। সব আন্দোলনেই নেতৃত্ব সবচেয়ে বড় Factor. অনেক জনপ্রিয় আন্দোলন নেতৃত্বের দক্ষতার অভাবে ব্যর্থ হয় আবার নেতৃত্ব যোগ্য হলে মানবকল্যাণ বিরোধী মতবাদও কায়েম সম্ভব। আবার অযোগ্য হলে ইসলামের মত ভালো আদর্শ কায়েমও অসম্ভব। মূলত যোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই আমরা এগোতে পারছি না।

একজন আদর্শ নেতাকে ৩টি চাহিদা পূরণ করা চাই:

১. সাংগঠনিক চাহিদা
২. ধর্মীয় চাহিদা
৩. রাজনৈতিক চাহিদা।

ক. সাংগঠনিক চাহিদা পূরণে গুণাবলি :

১. শ্রমিকদের সংগঠনভুক্ত করার যোগ্যতা। (তাদেরকে বুঝানো বা তাদের প্রশ্নের সুন্দর জবাব দিয়ে সুসম্পর্ক তৈরি করা।)

২. সংগঠন ভুক্তদের ভালোবাসা অর্জনের যোগ্যতা। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, ভদ্র আচরণ, দরদি মন, শান্ত মেজাজ এবং নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করা।

> দেশের দুঃখী বঞ্চিত শ্রমিক-সমাজ তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় নতুন নেতৃত্ব ও নতুন আদর্শের সন্ধান করছে। সেই আদর্শ ইসলাম বা ইসলামী শ্রমনীতি। সেই নেতৃত্ব সৎ, দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন সাহসী নেতৃত্ব হতে হবে। ফলে ইসলামী আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে আমরা ট্রেড ইউনিয়নকে ইসলামী শ্রমনীতি তথা ইসলামী আদর্শের দাওয়াত প্রদান এবং তা বাস্তবায়নের মিশনে পরিণত করতে পারি। অর্থাৎ আমরাও বলতে পারি, **Trade union is the school of Islam.** এ জন্য প্রয়োজন সৎ, দক্ষ, যোগ্য ও শ্রমিকবান্ধব মানবদরদি নেতৃত্ব।

৩. পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়ার অভ্যাস।
৪. সমালোচনা ও সংশোধনের সুযোগ দানের সৎসাহস থাকা।
৫. উদ্যোগী ভূমিকা ও নিরলস প্রচেষ্টা চালানো।

খ. ধর্মীয় চাহিদা পূরণে গুণাবলি :

১. ইমামতির যোগ্যতা, সহীহ তেলাওয়াত, মাসয়ালা মাসায়েল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা, পোশাকের ক্ষেত্রে শরয়ী বৈশিষ্ট্য খেয়াল রাখা।
২. দাওয়াত দানের জন্য উপযুক্ত বক্তব্য।
৩. অধীনস্থদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা।
৪. দারসে কুরআন পেশ করার যোগ্যতা।
৫. জনগণের ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণে কাজ করা। যেমন: মাদরাসা-মসজিদ ঈদগাহ, কোরবানি, বিয়ে ইত্যাদিতে সম্পৃক্ততা।
৬. দ্বীনের ইস্যুতে মানুষ যেন কাছে আসে।
৭. কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখা।
৮. জ্ঞান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা।
৯. কিয়ামুল লাইলের অভ্যাস
১০. যিকরে ইলাহী।
১১. সবর

গ. রাজনৈতিক চাহিদা পূরণে গুণাবলি :

১. নেতা হিসাবে শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। (জুলুমের বিরুদ্ধে, ন্যায্য দাবি, সমস্যা নিয়ে, বিপদে-আপদে পাশে থাকা।)
২. রাজনৈতিক/সমস্যা ইস্যুতে ভূমিকা রাখা/জননেতা, শ্রমিকনেতা ও ছাত্রনেতাদের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক রাখা।
৩. অন্যদের কাছে নেতা বলে গণ্য হওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যাকে আইনগত ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মুকাবেলা করা।
৪. মালিক ও কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা।

নেতাকে সরাসরি দায়িত্ব নিয়ে ৩টি কাজ করতে হবে:

১. পরিকল্পনা করা। (টার্গেট, সাধ্য, সম্ভাবনা, সমস্যা সামনে রেখে)
২. কর্মবন্টন।
৩. বাস্তবায়ন। (তদারকি, নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ করা)

ভালো নেতৃত্বের আরো কিছু গুণাবলি :

১. শ্রমিকদের মনের ভাষা বুঝতে পারা।
২. আত্ম-সচেতনতা, ইচ্ছাশক্তি।
৩. সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা।
৪. যোগাযোগ দক্ষতা।
৫. প্রতিনিধিত্ব।
৬. সৃজনশীলতা।
৭. দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা।
৮. নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।
৯. মূল্যায়ন ক্ষমতা।
১০. পরিকল্পনা করার দক্ষতা।
১১. অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা।
১২. ঝুঁকি নেয়ার ক্ষমতা।

সময়ের সদ্ব্যবহার : (আমানত)

১. সব কাজের সময় পূর্বে ঠিক করে নেয়া।
২. কথা কম বলা, বক্তৃতায় সময় কম হলেই চলে।
৩. একই সময়ে একাধিক কাজ করা।
৪. দ্রুততার সাথে কাজ করা।
৫. সময় অপচয় রোধ করা।

শ্রমিক নেতৃত্বের জন্য বিশেষ কিছু যোগ্যতা অবশ্যই প্রয়োজন :

১. শ্রম আইন বুঝা।
২. ট্রেড ইউনিয়ন আইন সম্পর্কে জ্ঞান।
৩. শ্রম মন্ত্রণালয়, শ্রম অধিদফতর ও তার সংশিষ্ট অফিস ও কর্মকর্তা সম্পর্কে ধারণা।
৪. এলাকার ট্রেড সেক্টর ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ধারণা রাখা।
৫. যথার্থ ইস্যু সনাক্ত করতে পারা।
৬. মালিক পক্ষের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।
৭. সমমনা নেতৃবৃন্দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।
৮. সাহসিকতা।
৯. সরল জীবনযাপন।
১০. শ্রমিকদের আপন করে নেওয়া।
১১. হাসিমুখে কথা বলা

নেতৃত্বের মানোন্নয়ন :

১. ঈমান, ইলম ও আমলে অনুকরণ যোগ্য হওয়া।
২. মজবুত সিদ্ধান্ত ও দ্বিধামুক্ত হওয়া।
৩. উত্তম আমল, কুরআন, নামাজ, নফল ইবাদাত, সাদকা, আখিরাতের চিন্তা, লেনদেন, আমানতদারি, কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, পরিবার গঠন ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখা।
৪. ইকামাতে দ্বীনকে অন্য দায়িত্বের ওপর প্রাধান্য দেয়া।
৫. আত্মগঠন প্রচেষ্টা জোরদার, ব্যক্তিগত পড়াশুনা, সাংগঠনিক সিলেবাস, গুরুত্বপূর্ণ বই নোট করা, যুগজিজ্ঞাসার জবাব ও সমকালীন জ্ঞান।
৬. সাংগঠনিক তৎপরতা ও সংগঠন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা।
৭. দুর্বলতা দূর করা, আত্মসমালোচনা।
৮. সময়, শ্রম, আরাম, আয়েশ, কোরবানি।
৯. ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কাজে ভারসাম্য রক্ষা।

উপসংহার :

এসব গুণাবলিতে সমৃদ্ধ নেতৃত্বই আমাদের প্রত্যাশিত। এমন নেতৃত্বের মাধ্যমেই ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার অভিন্ন সংগ্রাম বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে সেই যোগ্যতা অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

গিবত নয় ভালো কথা

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

গিবত। ছোট্ট একটি শব্দ। অথচ আমাদের সমাজে একটি মারাত্মক ব্যাধি এটি। হাজারো আলোচনার মাধ্যমেও এ থেকে মানুষকে ফিরানো যাচ্ছে না। আজকাল এর বিস্তার চরম আকার ধারণ করেছে। এর মূল কারণ হলো গিবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার অভাব। গিবত কাকে বলে? অনেকেই এটা ভালোভাবে জানে না। গিবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা কী? সে সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা নেই। ফলে দু'চারজন লোক এক জায়গায় উপস্থিত হলেই আমরা অহরহ গিবত করে থাকি।

গিবত কাকে বলে? সাধারণত বিনা প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তির দোষ অপরের নিকটে উল্লেখ করাকে গিবত বলা হয়। অর্থাৎ কারো অবর্তমানে তার দোষ বর্ণনা করাকেই গিবত বলা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, মিথ্যা দোষ বর্ণনা করা গিবত, সত্য দোষ বর্ণনা করা গিবত নয়। আবার কারো কারো ধারণা যে, একজন ব্যক্তির যে দোষ সবাই জানে সেটা বর্ণনা করা গিবত নয়। যে দোষ লোকজন জানে না সেটা বর্ণনা করলে গিবত। এ ধরনের ধারণাও ভুল। ইবনুল আসির রহ. বলেন, গিবত হলো কোন মানুষের এমন কিছু বিষয় যা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা হয়, এটা কেউ বলুক তা সে অপছন্দ করে, যদিও তা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। চাই মুখে হোক আর লেখনীতে হউক। কোন মুসলমানের নিকট হউক আর অমুসলিমের নিকট হউক। আর যদি না থাকে মিথ্যা বানিয়ে বর্ণনা করা হয় তাহলে তা হবে অপবাদ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জান গিবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) ভালো জানেন। জবাবে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, গিবত হচ্ছে তোমার অপর ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা করা যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! বর্ণনাকৃত সেই দোষ যদি তার মাঝে থাকে তবে কি গিবত হবে? রাসূল (সাঃ) বললেন- যার দোষ বর্ণনা করা হবে তার মাঝে যদি এ দোষ বিদ্যমান থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি না থাকে তবে সেটা হবে বুহতান বা অপবাদ। (মুসলিম) আবার অনেকে মৃত ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করে। এটাও হারাম। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন- তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও। তার গিবত করো না। তিনি আরো বলেছেন- তোমরা মৃতদের ভালো গুণসমূহ আলোচনা কর এবং মন্দ আলোচনা থেকে বিরত থাক।

যেভাবে গিবত করা হয় : অমুক ব্যক্তি দারুণ কৃপণ, পোশাক-পরিচ্ছদও ভালো পরে না। অমুক রঙচঙ্গা পোশাক পরিধান করে। কিংবা অমুক মেয়েটা লজ্জাহীন। ঠিকমত পর্দা করে না। সতর খোলা থাকে, পেট খোলা থাকে। এসব সত্য কথা বলাও গিবত। অমুকের বংশ ভালো নয়। তার বাপ-দাদা হীন বা নীচু বংশীয় ছিল। কিংবা তারা নিচুমানের পেশার কাজ করত। অমুক তো জোলার বংশ। অমুক তো খুলুর বংশ। এভাবে বংশধারা নিয়ে কথা বলাও গিবত হবে। কারো অভ্যাস বা আচার আচরণ নিয়ে আলোচনা করাও গিবত। যেমন- অমুক একটা কাপুরুষ। নিতান্ত দুর্বলচেতা মানুষ। অমুক ভীষণ পেটুক। খালি খাই খাই করে বেড়ায়। চালচলনে ভদ্রতা বা শালীনতা রক্ষা করে চলে না। অমুক স্ত্রীর কথায় চলে। অমুক লোকটা দেখতে সোজাসাপ্টা মনে হয়, আসলে খুব ধূর্ত ইত্যাদি কথাও গিবত। কেননা কোন এক সাহাবী জনৈক লোক সম্পর্কে বললেন- সে অত্যন্ত দুর্বল। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন- তোমরা তার গিবত করেছ এবং তার গোশত ভক্ষণ করেছ। কারো ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করা। যেমন- অমুক ভালোভাবে নামায আদায় করে না। তার রুকু সিজদা ঠিক মতো হয় না। অমুক তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামায পড়ে না। অমুক রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলে। অমুকের দাড়ি ছোট। অমুক দাড়ি কাটে, টুপি পরে না, শার্ট-প্যান্ট পরে, এসব বলাও এবাদত সম্পর্কিত গিবত। কারো গুনাহের কথা অন্যের কাছে বলাও গিবত। অমুকে জেনা করেছে, অমুকে অমুকের গিবত করেছে, অথবা সে অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, সে মিথ্যা বলে; কারো সম্পর্কে এরূপ বলাও গিবত। ইঙ্গিতে কারো সম্পর্কে কিছু বলাও গিবত। যেমন- কাউকে ইঙ্গিত করে কেউ বললেন- কিছু কিছু মানুষ স্ত্রীর তাঁবেদারি করে। কিছু কিছু মানুষ দাড়ি কাটে। কিছু কিছু মানুষ মিথ্যা কথা বলে। কাউকে সামনে রেখে এরূপ ইঙ্গিত করে কথা বলাও গিবত।

গিবত শোনাও গিবত : কারো গিবত শুনে চুপ থেকে প্রতিবাদ না করাও কানের গিবত। কেননা গিবত শুনে চুপ থাকা এবং প্রতিবাদ না করা নিজেই গিবত করার শামিল। রাসূল (সাঃ) বলেছেন- যখন কারো গিবত করা হয় আর তুমি সে মজলিসে বসা থাক তখন তুমি গিবতকৃত ব্যক্তির সাহায্যকারী হও। যার গিবত করা হচ্ছে তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে মানুষ তার গিবত হতে বিরত হয়। গিবতকারীকে গিবত করা হতে নিষেধ কর, নতুবা মজলিস হতে চলে যাও। কেননা চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গিবতকারী হিসেবে গণ্য হবে। যেমন- মায়মুন বিন সিয়াহ (রা.) নিজের অবস্থার বর্ণনায় বলেন- একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম, স্বপ্নে দেখলাম আমার সামনে এক মৃত হাবশীকে এনে কেউ বলছে, হে মায়মুন, তুমি এ মৃত হাবশীকে খাও। আমি বললাম- আমি কেন মৃত হাবশীকে খাব। সে বলল- তুমি অমুকের গিবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি তার গিবত করিনি। সে বলল- যদিও তুমি গিবত করনি তবে শুনেছ। আর গিবত শুনা আর গিবত করা একই রকম গোনাহ।

লেখক : *কবি ও গবেষক, প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

শ্রমিক ময়দানে দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল

গোলাম রব্বানী

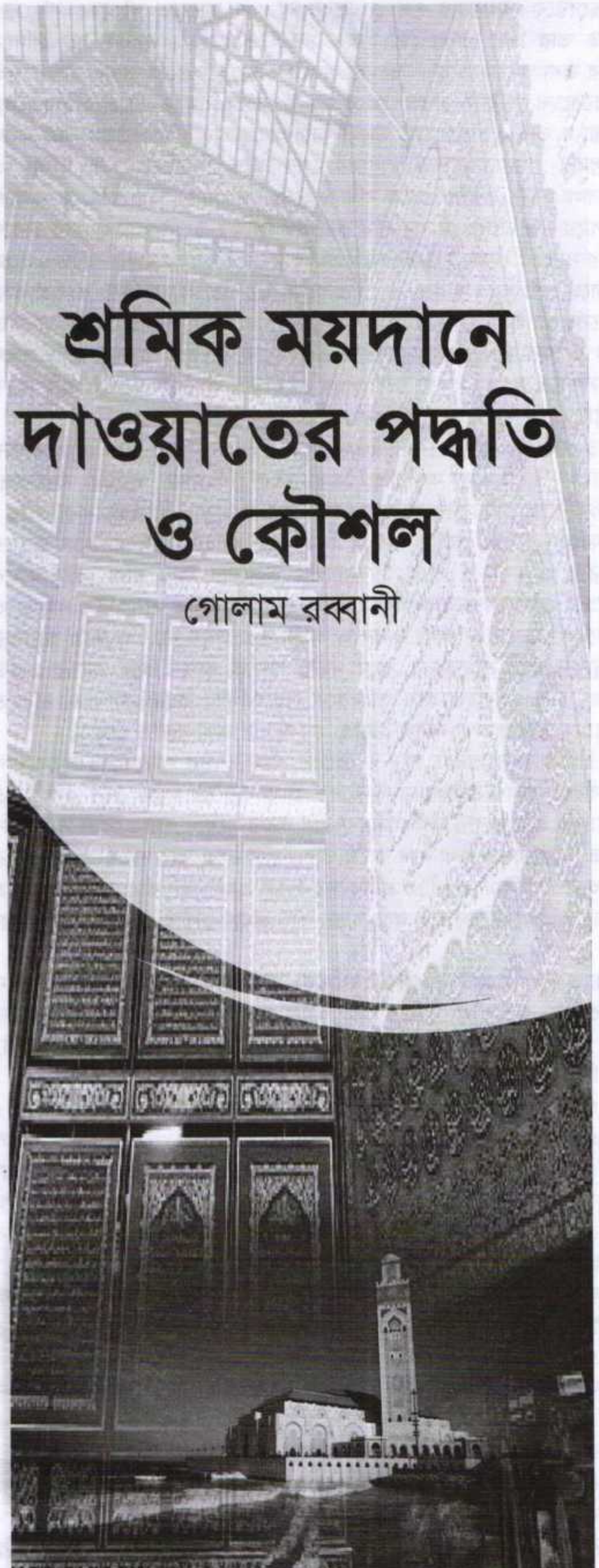

যে শ্রম বিক্রি করে উপার্জন করে তাকেই শ্রমিক বলে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি যোগ্যতা ও কাজের উপযোগী হয়ে কোনো অর্থ উপার্জনের কাজে নিয়োজিত থাকে তাকেই শ্রমিক বলে। এ অর্থে সকলেই শ্রমিক কিন্তু আমাদের দেশে শুধুমাত্র কোনো মালিকের অধীনে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে অর্থ উপার্জন করে তাকেই শ্রমিক বলে অভিহিত করা হয়। শ্রমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেছেন, "Any exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to some good other then pleasure derived directly form the work." তাই বলতে পারা যায় মন অথবা দেহের আংশিক অথবা পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা বিনোদনের উদ্দেশ্য ছাড়া সরাসরি কাজে বিনিয়োগ হলেই তাকে শ্রম বলা যায়।

আমাদের দেশে প্রায় ৬ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমিক আছে। তার মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৩৫ লাখ পুরুষ ও প্রায় ২ কোটি মহিলা শ্রমিক হিসাবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে থাকেন। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে যাদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সরকারিভাবে স্বীকৃত তারাই প্রকৃত শ্রমিক। অনেকেই শ্রমিকদের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। বর্তমান শতাব্দীতে যারা শ্রমিকদের স্বার্থ আদায়ের জন্য গলাফাটা চিৎকার করে শ্রমিকদের সাথে অমানবিক আচরণ করে। পুঁজিবাদী দেশে মহিলাদেরকে পণ্যের মত আর সমাজতান্ত্রিক দেশে মহিলাদেরকে পশুর মত ব্যবহার করে।

শ্রমিকের ইংরেজি শব্দ Labour আর আরবিতে আমেল বলা যেতে পারে। ইসলামী আদর্শে শ্রমিকদের বিশেষ মর্যাদা আছে। অধিকাংশ নবী-রাসূলগণ শ্রমিক ছিলেন। হযরত আদম (আ:) কৃষি কাজ করতেন, হযরত নূহ (আ:) কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন, হযরত দাউদ (আ:) সুতার, হযরত ইদ্রিস (আ:) দর্জির, হযরত মূসা (আ:) রাখালের কাজ করতেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) মেষ চরাতেন। তাই শ্রমিক হওয়া লজ্জার বিষয় নয় বরং শ্রমজীবী মানুষই মুমিনের জীবন্ত প্রতীক। হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, "যে সত্তার হাতে আবু হোরায়রা (রা)-এর প্রাণ তার কসম, যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের ব্যাপারগুলো না থাকতো তাহলে আমি শ্রমিক হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে পছন্দ করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

দাওয়াতঃ আমাদের দেশে দাওয়াত শব্দটি অতি পরিচিত শব্দ। দাওয়াত অর্থ-ডাকা, আহবান বা আমন্ত্রণ করা ইত্যাদি। শরীয়তের দৃষ্টিতে দাওয়াত প্রদান করা ফরজ। আল্লাহর নির্দেশ। সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াত : হে নবী প্রজ্ঞা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক কর সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। (তোমার রবই বেশি ভালো শাসক, কে তার মত আছে এবং সঠিক জ্ঞানী) হাদিসেও বলা হয়েছে, আমার একটা বাক্য হলেও তা প্রচার কর। নবী (সা) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা বেলা পর্যন্ত দাওয়াতি কাজের জন্য বের হলো, সে যেনো দুনিয়া ও তার মধ্যে যত ভালো কাজ আছে তার চাইতে উত্তম কাজ করল। সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে- তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা নেকি ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহবান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দিবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে। এ আয়াতে সফলকাম ব্যক্তির করণীয় কাজের মধ্যে দাওয়াতকে প্রথম নম্বরে বলা হয়েছে।

দাওয়াত না দেয়া সম্পর্কে সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– হে রাসূল তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাজিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌছে দাও। যদি তুমি এমনটি না কর তাহলে তোমার দ্বারা রেসালাতের হক আদায় হবে না। মানুষের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। নির্দিষ্টভাবে জেনে রেখ তিনি

কখনো কাফেরদেরকে সফলতার পথ দেখাবেন না। এ আয়াতে দাওয়াত না দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল (সা:)কেও সতর্ক করেছেন। এরকম বহু হাদিসে দাওয়াত দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। "আমার একটা বাক্য হলেও তা প্রচার কর।" নবী (সা:) আরও বলেছেন যে ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাওয়াতি কাজে ব্যয় করলো, সে যেনো দুনিয়া ও তার অভ্যন্তরে যত ভালো কাজ আছে তার চাইতে উত্তম কাজ করল। শ্রমিকেরা আল্লাহর গোলামি ছেড়ে মানুষের গোলামিতে নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দাওয়াতের মাধ্যমে সে কল্যাণ পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশের শ্রমিকেরা অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর হওয়ার কারণে তাদের অধিকার সম্পর্কে যেমন সচেতন নয় তেমনি কিভাবে কাদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে তাও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদের মত পঁচা আদর্শ দিয়ে কাল মার্কস, লেনিন ও মাওসেতুংরা শ্রমিকদেরকে শোষণ নির্যাতন, নিস্পেষণ করছে সেটাও অবহিত নয়। দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ও সকল প্রকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া সম্ভব। ইসলামী আদর্শই একমাত্র শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম তা স্পষ্ট করা অতীব প্রয়োজন।

শ্রমিকেরা আল্লাহর গোলামি ছেড়ে মানুষের গোলামিতে নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত আছে। দাওয়াতের মাধ্যমে সে কল্যাণ পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশের শ্রমিকেরা অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হওয়ার কারণে তাদের অধিকার সম্পর্কে যেমন সচেতন নয় তেমনি কিভাবে কাদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে তাও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদের মত পচা আদর্শ দিয়ে কাল মার্কস, লেনিন ও মাওসেতুংরা শ্রমিকদেরকে শোষণ নির্যাতন, নিস্পেষণ করছে সেটাও অবহিত নয়। দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ও সকল প্রকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া সম্ভব।

আইনের দৃষ্টিতে শ্রমিকেরা অন্যান্য নাগরিকের মতোই সমান মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারী। ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার যে শ্রমিকদের আছে তা শুধু বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ করা আছে। বাস্তবে এর কোনো প্রয়োগ নেই। মজলুম নির্যাতিত অসহায় শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ও মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করানোর জন্য যারা চেষ্টা করবে তাদেরকে সবচেয়ে বেশি যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। দাওয়াত দানকারীর দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে কেন্দ্রবিন্দু করে শ্রমিকদের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের প্রকৃত সমস্যা, মেজাজ, চরিত্র অবহিত হয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করার যোগ্যতা থাকতে হবে। শ্রমিকেরা যে ভাষায় কথা বলায় অভ্যস্ত, সে ভাষায় কথা বলতে হবে।

সকল অবস্থায় রাগ পরিহার করতে হবে ও ধৈর্যের সাথে তাদের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। শ্রমিকদেরসহ আদর্শ জীবনযাপনের নমুনা পেশ করা যাতে শ্রমিকেরা অনুপ্রাণিত হয়ে তারাও সুন্দর জীবনযাপন করার সুযোগ পায়। কোন সময় যদি শ্রমিকেরা বুঝতে পারে যে শুধু কথা বলে কাজে তার উল্টো করে, তার দাওয়াত দানকারীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। ইসলামী শ্রমনীতি শ্রমিকদের সকল প্রকার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে, শুধু অন্যায় অবিচারের পথ রুদ্ধ করে বাস্তব তথ্য প্রমাণ দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন।

কৌশল ও পদ্ধতিঃ ১. টার্গেট ও ক্ষেত্র নির্ধারণ: দাওয়াত দানকারীকে কোন কোন ক্ষেত্রে দাওয়াতি কাজ করতে ও কোথায় কাজ করার ভালো পরিবেশ আছে তা নির্ধারণ করা। (যেমন– রিকশা, হোটেল, গৃহনির্মাণ, কাঠমিস্ত্রি, পরিবহন, হকার্স, চাতাল, কৃষি, গার্মেন্টস ইত্যাদি)

২. নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান : দাওয়াত দেয়ার সময় নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন রাসূল (সা)। হয়রত ওমর (রা) অথবা আবু জেহেলকে দ্বীনি আন্দোলনে পাওয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন তিনি। ওমর (রা) ইসলাম কবুল করায় ইসলামী আন্দোলনের শক্তি কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তাই শ্রমিক আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য যেসব শ্রমিক নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখেন তাদেরকেই টার্গেট করতে হবে।

৩. ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন : ব্যক্তির সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যা, মেজাজ, চরিত্র প্রবণতা জানা সহজ হয়। দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নিতে হবে তা নির্ধারণ করা যায়।

৪. সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন : কোনো ব্যক্তি যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তার সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে গেলে ভীষণ খুশি হয়। শুধু অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে এমনটি নয়, তার কাজেও সহযোগিতা করা যেতে পারে। অসুস্থ হলে কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তার পরামর্শ দেয়াও একটি কাজ, তার সঙ্গে থাকা ও দোয়ার মাধ্যমেও তার উপকার করতে থাকা।

৫. শ্রম পেশাকে সম্মানিত পেশা হিসাবে উপস্থাপন করা : যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে উপার্জন করে তার জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়, সে উত্তম ব্যক্তি। নবী (সা) এ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বেশি ভালোবাসতেন। দৈহিক পরিশ্রম করে উপার্জন

করার পেশা সম্মানিত পেশা, তার মনে এ আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। তবে সততা তার বৈশিষ্ট্য হতে হবে। সমাজের সে যে কোন হীন ব্যক্তি নয় বরং তার মর্যাদা তাকে এ উপলব্ধি করাতে পারলে তার পেশার প্রতি অধিক যত্নবান হবে।

৬. নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণেই শ্রমিকেরা অবহেলিত : শ্রমিকদের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে যারা ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে তারা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখেনি এ ধারণা শ্রমিকদের মাঝে দিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন করে নেতার নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করেছে। ধনসম্পদের মালিক হয়েছে কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহভীরু নেতৃত্ব ছাড়া শ্রমিকদের সমস্যা দূর করা অসম্ভব এ অনুভূতি তৈরি করতে হবে।

৭. সময় সুযোগমত টার্গেটকৃত ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়া ও তার পরিবার, ছেলে, মেয়ের খোঁজখবর নেয়া। রাসূল (সা) এর সুন্নত হিসেবে ছেলে, মেয়েদের জন্য কিছু গিফট কিংবা কিছু খাদ্যসামগ্রী, ফলমুল বা চিপস ইত্যাদি দিলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। এতে আন্দোলনে সহযোগী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে।

৮. সাহচর্য প্রদান : দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে সাহচর্জ দান একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। আপনার জীবনযাপন পদ্ধতি, কাজকর্ম, দৈনন্দিন কাজের রুটিন, সততা, পরিকল্পিত জীবনযাপন সে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে, এতে করে সে অনুপ্রাণিত হবে।

৯. ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে ধারণা দান : ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে লিখিত বই পুস্তক তাকে পড়াতে হবে যাতে করে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল বুঝতে পারে। তা ছাড়াও সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও মানুষের তৈরি মতবাদগুলো শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে তা প্রমাণিত। অপর দিকে ইসলামের সুমহান আদর্শ তার সামনে উদ্ভাসিত হবে। এ ছাড়াও আলোচনা চক্র ও গল্পের মাধ্যমেও ইসলামী শ্রমনীতি উপস্থাপন করা সম্ভব। শ্রমিক মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব নয় বরং শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই ও পরস্পর সহযোদ্ধা এ মনোভাব সৃষ্টি হবে।

১০. নামাজ আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। নামাজ মানুষের মধ্যে সৎ গুণাবলি সৃষ্টি করে ও অন্যায়, অসৎ কাজ থেকে দূরে রাখে। নামাজ সৎ ও নিষ্ঠাবান শ্রমিক হতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও আল্লাহর সাহায্যের কারণে রোজগারে বরকত হয় এ উপলব্ধি করতে হবে। সর্বোপরি মৃত্যুর পর আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এ চেতনা জাগ্রত করতে হবে।

১১. কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা : যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করতে পারে না তার জীবনটাই বৃথা। শ্রমিক ভাইদের কুরআন শিক্ষার জন্য তাদের সুবিধামত সময়ে বাড়িতে বা মসজিদে বা মক্তবে সহীহ কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মাসয়ালা মাসায়েল শিখানোর উদ্যোগ নিলে ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি অধিকতর আগ্রহী হবে।

১২. সালাম প্রদান : আমাদের সমাজে শ্রমিকদের কেউ সালাম দেয় না। শ্রমিকেরাও সালাম পাবে এ আশাও করে না। অথচ সালাম দেয়া সুন্নত ও দাওয়াতি কাজের বড় হাতিয়ার। কিছু রিকশাওয়ালাকে সালাম দিলে সালামের জবাব দেয় না, পরে আবার যখন সালাম দেয়া হয় তখন সে জবাব দেয়, এতে করে ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়। দাওয়াতের পরিবেশ তৈরি হয়।

১৩. মনে আশার সঞ্চার ও ভয়ভীতি দূরীকরণ : মানুষ আশা নিয়ে বাঁচতে চায়, নতুন উদ্যমে কাজ করার প্রেরণা পায়। তাই ইসলামী শ্রমনীতি চালু হলে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে। অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবে, আর্থিকভাবে সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারবে ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে আস্থা ও আশা সৃষ্টি করতে হবে। অপর দিকে মানুষ ভালো হতে চাইলে বিশেষভাবে ইসলামী শ্রমনীতি চালু করার পক্ষে কাজ করতে চাইলে ইসলামবিরোধী শক্তির তরফ হতে হুমকি, ভয়ভীতি দেখানো হতে পারে, এমনকি চাকরির উপরও আঘাত আসতে পারে। এসব বিপদের মোকাবিলায় তাকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিতে হবে।

১৪. সামষ্টিক খাওয়ার ব্যবস্থা : নবী (সা) হযরত আলী (রা)কে দাওয়াতের ব্যবস্থা বরতে বলায় মুত্তালিব বংশের লোকেরা এ দাওয়াতে উপস্থিত হয়। খাওয়া শেষে নবী সাঃ দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন। সেদিন হযরত আলী (রাঃ) দ্বীনের দাওয়াত কবুল করেছিলেন। রাসূলের এ শিখানো পদ্ধতিতে শ্রমিকদের সামষ্টিক ভোজে ইসলামী শ্রমনীতি দাওয়াত পেশ করা যেতে পারে।

১৫. গেট মিটিং, শ্রমিক সমাবেশ, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, স্টিকার ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াত পেশ করার মহাসুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

১৬. ব্যক্তির ত্রুটির চেয়ে যেটুকু গুণ আছে তার প্রশংসা করতে হবে। হৃদয় দিয়ে তার গুণের স্বীকৃতি দিতে হবে। মানুষ তার প্রশংসা শুনলে খুশি হয় এবং এটা তার স্বভাবধর্ম। তবে আস্তে আস্তে ত্রুটিগুলোও দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। সম্পর্ক মজবুত করার মাধ্যমেই এ কাজ করা সহজ হয়।

১৭. বিতর্ক ও ঝগড়া এড়িয়ে চলা : দাওয়াত দানকারী বিতর্ক ও ঝগড়া করে কারো মন জয় করতে পারবে না। বরং জিদ, রাগ বেশি হবে, নিজেকে বড় করা ও নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। এমন সব উদ্ভট কথা বলবে যাতে দায়ীর মন খারাপ হয়ে যায় তখন সে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে পারে না, ঝগড়া শুরু করলে সময় ব্যয় না করে সালাম দিয়ে চলে যেতে হবে।

১৮. উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় করানো ও তার কর্মসূচিতে যোগদান করানো : অনেকেই উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দকে দেখতে চায়, কথা বলতে চায়, হাত মিলাতে চায়। এসব কাজে সে তৃপ্তি ও মানসিক শান্তি লাভ করে। অনেকেই আবার উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের কাছে ফরম পূরণ করে শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করাকে সঠিক মনে করে। মোট কথা দাওয়াতি কাজের জন্য নির্ধারিত কিছু সূত্র বা কর্মসূচি নেই বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দাওয়াতি কাজের কৌশল ঠিক করতে হবে। সবসময় একই পরিবেশ থাকে না, একই অবস্থাও থাকে না। তাই অবস্থা ও পরিবেশের আলোকে নিজের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে এ মহৎ কাজের আঞ্জাম দিতে হবে।

এ মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে আহবান জানাতে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দাওয়াতের বিষয়বস্তু, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা যখন থাকে না তখন অপ্রয়োজনীয় বক্তব্য দিয়ে নানারকম সংশয়, সন্দেহ সৃষ্টি করে। অনেক সময় নিজেদের জড়তা, হীনমন্যতা, ভয়ভীতি দাওয়াতের কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সাহসিকতা দাওয়াতি কাজের অন্যতম হাতিয়ার। মজবুত সংগঠন ও টিম স্পিরিটের মাধ্যমে কাজকে এগিয়ে নেয়ার চেতনার বড় অভাব। ইসলামী শ্রমনীতি যাতে চালু হতে না পারে তার জন্য কায়েমি স্বার্থবাদীরাসহ সরকার নানারকম বাধার পাহাড় সৃষ্টি করে শ্রমিকদের নানারকম প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে ব্যর্থ হওয়ায় শ্রমিকেরা ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নের আন্দোলনে অগ্রসর হয় না। আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ, দুর্নীতি, শোষণ, অত্যাচার, হত্যা, হাইজ্যাক, জেনা ব্যভিচার, ধর্ষণ থেকে এ দেশকে মুক্ত করার জন্য ইসলামী বিপ্লবের কোনো বিকল্প নেই, এ বিপ্লবকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছানোর জন্য প্রয়োজন শ্রমিকদের ইসলামী আন্দোলনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা। বর্তমানে শ্রমিকদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য কত প্রকার উপায় উপকরণ আছে সবই ব্যবহার করতে হবে। নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা সময়ের দাবি।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নে: কৌশল ও পদ্ধতি

লস্কর মোহাম্মদ তসলিম

> ‘‘বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের লক্ষ্য তাই শ্রমিক সমাজের প্রতিটি অন্যায়, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। আধুনিক জুলুমিয়াতের যুগে এর চলার পথ হবে সংগ্রামমুখর। এ কঠিন ও সংগ্রামী পথ স্বাভাবিকভাবেই দাবি করে সময়োপযোগী ও যুক্তিভিত্তিক বাস্তব কৌশলী পদক্ষেপ। তাই শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে এগোতে হবে এর উদ্দেশ্য, মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও আদর্শবাদী আন্দোলনের মেজাজকে সামনে রেখে।’’

আদর্শ শ্রমনীতি বলতে আমরা ইসলামী শ্রমনীতিকেই বুঝি। আমাদের সবার আগে উপলব্ধি করতে হবে যে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহতাআলা প্রকৃতিগতভাবেই পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা শ্রমিক করে পাঠিয়েছেন, অতঃপর দাম্পত্য জীবন ও শিশু পালনের মাধ্যমে গৃহশ্রমিক বানিয়েছেন। বেঁচে থাকার তাগিদে খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে আমরা কৃষিশ্রমিক হয়েছি। বাবা আদম, মা হাওয়া থেকে শুরু করে কালের ব্যবধানে বাস্তবতা ও বিস্তৃতির কারণে দায়িত্ব নিয়ে, অপরের কাজে সহায়তা করে বা শ্রম সেবা দিয়ে বা শ্রম নিয়ে, কাজ করে বা করিয়ে মানুষের জীবন চলমান রেখে, ভাইয়ে ভাইয়ে, মালিক-শ্রমিক শ্রেণী তৈরি হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার বিধান থেকে দূরে চলে যাওয়ায়, জুলুম শোষণ নির্যাতনের কারণে শ্রম পেশার ভাইদের নিজের অধিকার আদায়ে সময়ের ব্যবধানে, বাস্তবতার তাগিদে ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। শ্রমিক অধিকার আদায়ের মাধ্যম হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন। কিন্তু আদর্শহীন ইসলামী শ্রমনীতিবিহীন ট্রেড ইউনিয়ন দিয়ে শ্রমিকদের প্রকৃত সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়, তাই আদর্শ তথা ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে: ১৯৬৫ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইনের আওতায় ১৯৬৮ সালের দিকে এতদাঞ্চলে আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের শিল্প-সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও ১৯৭৭ সালের শিল্প-সম্পর্ক বিধিমালার বিধান মোতাবেক ১৯৮০ সালের দিকে আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নিবন্ধন লাভ করে। সমাজে সকল প্রকার শোষণ জুলুম ও নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের আদর্শ শ্রমবান্ধব সমাজ গড়ে তোলার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। সাময়িক কোনো উদ্দেশ্য হাসিল এর লক্ষ্য হতে পারে না।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের লক্ষ্য তাই শ্রমিক সমাজের প্রতিটি অন্যায়, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। আধুনিক জুলুমিয়াতের যুগে এর চলার পথ হবে সংগ্রামমুখর। এ কঠিন ও সংগ্রামী পথ স্বাভাবিকভাবেই দাবি করে সময়োপযোগী ও যুক্তিভিত্তিক বাস্তব কৌশলী পদক্ষেপ। তাই শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে এগোতে হবে এর উদ্দেশ্য, মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও আদর্শবাদী আন্দোলনের মেজাজকে সামনে রেখে। আর এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়নে জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতি। কর্মপদ্ধতি বা কর্মকৌশল (Strategy) ছাড়া কোনো আন্দোলন সফলকাম হতে পারে না। একটা ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সংগঠন, ফেডারেশন বা কনফেডারেশনের সফলতার জন্য প্রয়োজন এর অধিভুক্ত : ফেডারেশন ও ইউনিয়নসমূহ তার শ্রমশক্তি, জনশক্তি ও শ্রমিক সমর্থনের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার। অধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহ ও তার প্রতিটি কর্মীর যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, চিন্তাশক্তি, আন্দোলনের পিছনের শ্রমিক সমর্থনকে আমানত হিসাবে নিতে হবে। শোষক শক্তির ঐশ্বর্য এবং জুলুমের সামনে মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের বিজয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাস রহমতেই সম্ভব- এ কথা সত্য। কিন্তু সঠিক (হেকমত) কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন না করে আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের কাজ করলে তা যে আমানতের সুস্পষ্ট খিয়ানত এতেও কোনো সন্দেহ নেই। তাই বাস্তবসম্মত কর্মকৌশল কর্মপদ্ধতি আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য। আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের সাথে অন্যান্য মতাদর্শের পার্থক্য শুধুমাত্র দর্শনগত বা তাত্ত্বিক নয়-পদ্ধতিগত দিকেও রয়েছে এক বিরাট পার্থক্য। ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত পথেই জুলুম শোষণের অপসারণ আমাদের কাম্য। এ ব্যাপারে শোষকদের সাথে আপসকামিতার কোন সুযোগ নাই। তাই আদর্শ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতিও অন্যান্য আন্দোলনের কৌশল কর্মপদ্ধতি থেকে ভিন্ন। এই চরম সত্যটা আমাদের মনে রাখতে হবে। অন্যান্য আন্দোলনের কৌশল পদ্ধতির মধ্যে আপাতত সাফল্যের প্রবণতা যেন আমাদের মগজকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। আমাদের অন্তরে এ কথা গেঁথে নিতে হবে যে, আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের কৌশল কর্মপদ্ধতির ভিত্তি ও অন্যান্য আন্দোলনের ভিত্তি কখনও এক হতে পারে না। পর্যালোচনার মাধ্যমে কিছু কৌশলগত দিক হয়তো আমরা গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু সবসময় সজাগ থাকতে হবে যেন এই গ্রহণের সময়ও আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের মৌলিক ভিত্তি ও নীতিবোধের ওপর কোনোরূপ আঘাত না আসে।

আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের কৌশল কর্মপদ্ধতি একমাত্র রাসূলে (সাঃ)-এর অনুসৃত পদ্ধতি থেকে নিতে হবে। যুগে যুগে ইতিহাস লব্ধ অভিজ্ঞতা আর এই অভিজ্ঞতার পটভূমিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শাহাদাতের পবিত্র ইতিহাস থেকেও আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি ও কৌশল হতে হবে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের স্বাভাবিক ফলশ্রুতির আলোকে। যে কোন কর্মপদ্ধতির কতগুলো কৌশলগত দিক রয়েছে। এই কর্মকৌশল পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল। তাই এই কর্মকৌশল স্থায়ীভাবে উল্লেখ সম্ভব নয় আর এটা অবাস্তবও। নির্দিষ্টভাবে কৌশল ও পদ্ধতির মোটামুটি কতগুলো দিক পরিবেশিত হলো।

আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কাজের কৌশল ও পদ্ধতি: ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের সংগঠন বা ফেডারেশনের একজন আদর্শ কর্মী হতে হলে যেমন প্রয়োজন মজবুত বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আদর্শের সুস্পষ্ট জ্ঞান, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, কর্মস্পৃহা, শ্রমিকদরদি ও চারিত্রিক মাধুর্য তেমনি প্রয়োজন এর কর্মসূচি, কৌশল ও কর্মপদ্ধতির যথার্থ অনুধাবন। কর্মসূচি, কৌশল ও কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত অজ্ঞতা বা জ্ঞানের স্বল্পতা যাবতীয় প্রচেষ্টা নিষ্ফল করে দেয়। আদর্শ শ্রমনীতি আন্দোলনের অংশ হিসেবে থাকতে হবে একটি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য থাকতে হবে একটি সময়োপযোগী কৌশলী ও পদ্ধতি। তাই এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে এই কর্মসূচি, কৌশল ও কর্মপদ্ধতি জানতে হবে, অনুধাবন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অধ্যয়নের। প্রয়োজন চিন্তা, গবেষণা ও অধ্যবসায়ের। কর্মপদ্ধতির সাথে সক্রিয় কাজের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে কর্মপদ্ধতির সবকিছু পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়। সক্রিয় ও বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা কর্মপদ্ধতির প্রাণশক্তি। তাই আলোচনা পর্যালোচনার সাথে সাথে কর্মকৌশল কর্মপদ্ধতিকে বুঝতে হবে– স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে। ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান সকল কর্মপদ্ধতিকে করে মার্জিত, সময়োপযোগী এবং বাস্তবমুখী। আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য যুগে যুগে আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের যে মেজাজের জন্ম দিয়েছে তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তাই আদর্শ শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী ইতিহাসের পটভূমিতে আমাদের কৌশল ও পদ্ধতির বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিম্নে আদর্শবাদী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কর্মসূচির বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কৌশল পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো। যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে কর্মী হিসাবে নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে চান তাদেরকে এটা বুঝতে হবে এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে হবে।

আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের প্রাথমিক কর্মকৌশল ও পদ্ধতিঃ প্রথম কাজ আহবান করা, উদ্বুদ্ধ করা, আহবানের মাধ্যমে শ্রমিকদের পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠনের কাজ করা। শ্রমিকদের নিকট আদর্শ শ্রমনীতির প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা, চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ নির্ধারিত পথ অনুসরণ ও আদর্শ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি জাগ্রত করা, শ্রমিক সমাজের কাছে আদর্শ শ্রমনীতির আহ্বান পৌঁছিয়ে তাদের মাঝে আদর্শ শ্রমনীতির জ্ঞানার্জন এবং বাস্তব জীবনে আদর্শের পূর্ণ অনুশীলনের আগ্রহ ও দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা। এ কাজের কয়েকটি কৌশলগত দিক রয়েছে–

প্রথমত: শ্রমিক সেবা,

দ্বিতীয়ত: শ্রমিকদের সাথে সম্পর্ক তৈরি,

তৃতীয়ত: শ্রমিক সমাজের নিকট শ্রমিক সমস্যাসমূহ উপস্থাপন, আলোচনা, পর্যালোচনা করে সমাধানের সঠিক পথ তুলে ধরে শ্রমিক

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের সংগঠন বা ফেডারেশনের একজন আদর্শ কর্মী হতে হলে যেমন প্রয়োজন মজবুত বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আদর্শের সুস্পষ্ট জ্ঞান, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, কর্মস্পৃহা, শ্রমিকদরদি ও চারিত্রিক মাধুর্য তেমনি প্রয়োজন এর কর্মসূচি, কৌশল ও কর্মপদ্ধতির যথার্থ অনুধাবন। কর্মসূচি, কৌশল ও কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত অজ্ঞতা বা জ্ঞানের স্বল্পতা যাবতীয় প্রচেষ্টা নিষ্ফল করে দেয়। আদর্শ শ্রমনীতি আন্দোলনের অংশ হিসেবে থাকতে হবে একটি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য থাকতে হবে একটি সময়োপযোগী কৌশলী ও পদ্ধতি।

সমাজের কাছে ইসলামী শ্রমনীতির আহ্বান পৌঁছিয়ে দেয়া অর্থাৎ ইসলামী শ্রমনীতির ব্যাপক প্রচার।

চতুর্থত: শ্রমিকদের মাঝে ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে জানা ও বুঝার অনুভূতি জাগ্রত করা এবং শ্রমিক সমাজের ভেতর ভুল চিন্তা ধারণার অবসানে প্রচেষ্টা চালানো। পঞ্চমত: শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন (ইনসাফ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা) মেনে চলার জন্যে উৎসাহ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং শ্রমিকদের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা। এই দিকগুলোর কাজ হলেই আমাদের বুঝতে হবে প্রাথমিক কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে। সংক্ষেপে এ দফাকে 'দাওয়াত' আহবান বা প্রাথমিক কাজ বলতে পারি।

নিম্নে এ দফার করণীয় কাজগুলো উল্লেখ করা হলো :

(ক) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন: টার্গেটভিত্তিক ও সাধারণ, সম্মিলিত (গ্রুপে) যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি

(খ) সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে সাপ্তাহিক/মাসিক শ্রমিক সভা

(গ) শ্রমিক অধিকার ও সমস্যা নিয়ে মিটিং, সেমিনার, আলোচনা সভা,

(ঘ) চা-নাস্তা চক্র, ফলচক্র, বনভোজন

(ঙ) শ্রমিকদের জন্য উপহার নিয়ে বেড়াতে যাওয়া

(চ) শ্রমিকদের নিয়ে শুভেচ্ছা, মতবিনিময় বৈঠক

(ছ) শ্রমিক সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও সাধারণ জ্ঞানের বৈঠক

(জ) শ্রম অধিকারবিষয়ক পোস্টারিং, দেয়াল লিখন, পরিচিতি ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সাময়িকী শ্রমিক বার্তা বিতরণ

(ঝ) শ্রমিকদের হৃদয়গ্রাহী ক্যাসেট, সিডি ভিসিডি প্রভৃতি বিতরণ।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক স্থাপন

প্রাথমিক কাজের সর্বোত্তম পন্থা হলো ব্যক্তিগত যোগাযোগ সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক তৈরি, মিল কারখানা প্রতিষ্ঠান, মেস, গ্যারেজ, স্ট্যান্ড, ডিপো,

গ্রাম ও মহল্লা থেকে শ্রমিকদের বেছে নিয়ে এ পন্থায় কাজ করতে হবে। এরই নাম টার্গেট নির্ধারণ করা। শ্রমিক বেছে নেয়ার সময় নিম্নোক্ত গুণাবলির প্রতি নজর রাখা উচিত। দক্ষ, মেধাবী শ্রমিক, বুদ্ধিমান, কর্মঠ, চরিত্রবান, নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন, সমাজে বা শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে প্রভাবশালী।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্যে নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করা উচিত

ক) পরিকল্পনা, প্ল্যান, নিয়ত করা। টার্গেটকৃত শ্রমিকদের অগ্রসর করে নেয়ার জন্য একটি বাস্তব পরিকল্পনা থাকা চাই। তা প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য হতে পারে। পরিকল্পিত কাজ করলেই সাক্ষাৎকারী একজন শ্রমিকের চিন্তার পরিশুদ্ধির জন্য যথার্থ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়। অনেক শ্রমিককে একসাথে টার্গেটের আওতায় না এনে সুযোগ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কমসংখ্যক শ্রমিকের ওপর অত্যন্ত ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

খ) সম্পর্ক বা সম্প্রীতি স্থাপন– ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যার কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে তাঁর সাথে পূর্বেই সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এমন এক আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন সে সাক্ষাৎকারীকে তার আপনজন হিসাবে বিশ্বাস করতে পারে।

গ) ক্রমধারা অবলম্বন প্রথম দেখাতেই মূল দাওয়াত পেশ না করে ক্রমান্বয়ে এ কাজ সুসম্পন্ন করতে হবে। প্রথমে সম্পর্ক বন্ধুত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে এমন একপর্যায়ে আনতে হবে যাতে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপিত হয়। একে অন্যের কল্যাণকামী হয়।

প্রথমত: টার্গেটকৃত শ্রমিকের মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত ভুল ধারণা, শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে যাবতীয় ভুল ধারণা বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলে ধরতে হবে।

দ্বিতীয়ত: আখেরাত তথা পরকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধানে ইসলামী শ্রমনীতির সুমহান আদর্শের কার্যকারিতা তুলে ধরতে হবে। শ্রমনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় ভুল ধারণা দূর করে ইসলামী শ্রমনীতির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামের অনুশাসনগুলোর (ইবাদত) প্রতি পরোক্ষ, কোন কোন সময় প্রত্যক্ষভাবে সজাগ করতে হবে।

তৃতীয়ত: তাকে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনের ও সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে হবে। শ্রমিকের মর্যাদার বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সা:) এর জীবন, সাহাবায়ে কেরামদের জীবনের ঘটনাবলি, যুগে যুগে আদর্শ শ্রম আন্দোলন সৃষ্টিকারী মহৎ ব্যক্তিদের জীবনীর মাধ্যমে তাকে শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে হবে। এ পর্যন্ত সফল হলে পরবর্তী পর্যায়ে তাকে ডি ফরম (ফরম ৫৫) পূরণ করানোর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পেশাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ফেডারেশনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাতে হবে। শ্রমিকের প্রাথমিক দাওয়াতি কাজের এটাই স্বাভাবিক পন্থা।

ঘ) যোগাযোগকারীর বৈশিষ্ট্য : যোগাযোগকারীকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। কম কথা বলবেন। অত্যধিক ধৈর্যের পরিচয় দিবেন। বেশি কথার পরিবর্তে চারিত্রিক মাধুর্য, সেবা দিয়ে প্রভাব সৃষ্টি করবেন। ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা রাখবেন। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখে সময় নিবেন। গোঁজামিলের আশ্রয় নিবেন না। যার সাথে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে তার মন মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। যোগাযোগকৃত শ্রমিকের অজ্ঞতা দূর করার জন্য একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো কাজ করবেন। তার দুর্বলতার সমালোচনা না করে সৎ গুণাবলি বিকাশে সহযোগিতা করবেন। ব্যবহারে অমায়িক হবেন। তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হবেন। মনকে অহেতুক ধারণা থেকে মুক্ত রাখবেন। সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে ভ্রমণ, একত্রে নাস্তা করা, খাওয়া, নিজ বাসায় নিয়ে আসা, তার বাসায় যাওয়া, উপহার দেয়া ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করে ফেডারেশনের সহযোগী পর্যায়ে নিয়ে আসা।

প্রথমে সম্পর্ক বন্ধুত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে এমন একপর্যায়ে আনতে হবে যাতে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপিত হয়। একে অন্যের কল্যাণকামী হয়। প্রথমত: টার্গেটকৃত শ্রমিকের মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত ভুল ধারণা, শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে যাবতীয় ভুল ধারণা বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলে ধরতে হবে। দ্বিতীয়ত: আখেরাত পরকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধানে ইসলামী শ্রমনীতির সুমহান আদর্শের কার্যকারিতা তুলে ধরতে হবে। শ্রমনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় ভুল ধারণা দূর করে ইসলামী শ্রমনীতির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে।

ঙ) ক্রমান্বয়ে সক্রিয় পর্যায়ে নিয়ে আসা : একজন শ্রমিককে শুধু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংগঠনের দাওয়াত দিলেই চলবে না। তাকে ক্রমান্বয়ে ফেডারেশনের কর্মীপর্যায়ে আনতে হবে।

ইসলামী শ্রমনীতি আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য চাই দক্ষ কর্মী। একজন সহযোগীকে কর্মী রূপে গড়তে হলে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও নিম্নোক্ত উপায়গুলো কাজে লাগাতে হবে: ফেডারেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আগ্রহী করতে হবে। সাধারণ শ্রমিক সভা, চা চক্র ও বনভোজনে শামিল করতে হবে। শ্রমিকদের জ্ঞান বুদ্ধি, আন্তরিকতা, মানসিকতা ও ঈমানের দৃঢ়তা লক্ষ্য করে পরিকল্পিতভাবে পাঠক বানাতে হবে, বই পড়াতে হবে। বিভিন্ন ইবাদতের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে হবে। সময় সময় মন মানসিকতা বুঝে তাকে ছোটখাটো কাজ দিতে হবে। এ ছাড়াও গ্যারেজে, মসজিদে, ক্যান্টিনে, মিল কারখানা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, শ্রমিক সভা ইত্যাদি সমাবেশে শ্রমিকদের মধ্যে দাওয়াত দানে সচেতন থাকতে হবে। অর্থাৎ দাওয়াত কখনো সরাসরি হবে, কখনো হবে পরোক্ষভাবে। মুসলমান একটি মিশনারি জাতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলিম জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দ্বীনের পথে মানুষকে ডাকার জন্য। মুসলমানদের জীবনের এটাই একমাত্র মিশন। যতদিন মুসলমানরা দুনিয়ার বুকে এ দায়িত্ব পালন করেছিল ততদিন তারাই ছিল দুনিয়ার বুকে নেতা, আর যখনই তারা এ দায়িত্ব পালনে গাফেল হয় তখনই তাদের উপর নেমে এলো লাঞ্ছনা। তাই আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীন তথা ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার দায়িত্বকেই আমাদের জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

চলবে...

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

বাংলাদেশ কৃষিজীবি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করছেন ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

মানিকগঞ্জ জেলার উদ্যোগে শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে ভ্যান গাড়ি, সেলাই মেশিন ও শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ঢাকা মহানগরী উত্তরের মিরপুর জোনের উদ্যোগে দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া

ঢাকা মহানগরী উত্তরের হাতিরঝিল পশ্চিম থানার ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প উদ্বোধন করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমেদ

চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

সুনামগঞ্জ জেলার উদ্যোগে পাথর-বালি শ্রমিকদের মাঝে 'কোদাল, বেলচা' বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেজ আব্দুল হাই হারুন

খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে ছাগল বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাষ্টার শফিকুল আলম

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া

বাংলাদেশ কৃষিজীবি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম

নোয়াখালী জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন ও শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

কুমিল্লা উত্তর জেলার দেবিদ্বার ও মুরাদনগর উপজেলার উদ্যোগে রিকশা, শিক্ষা উপকরণ ও নগদ অর্থ বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে টুথব্রাশ ও মেডিকেল সামগ্রী বিতরণ করছেন ফেডারেশনের মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা কাজী দীন মোহাম্মদ

নওগাঁ জেলা পূর্বের চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রব্বানী

রাজশাহী গোদাগাড়ী উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া

সাতক্ষীরা জেলার উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে ভ্যান বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও খুলনা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলী

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

খুলনা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে মহিলা শ্রমজীবী মানুষের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া

কুড়িগ্রাম জেলায় শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ ও সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আযহারুল ইসলাম

ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি ও গামছা বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

পল্লবী বাউনিয়াবাধ বস্তিতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তছলিম

কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা আবদুস সাত্তার

সিলেট জেলা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে অসহায় রিকশা শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম

ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার লাকসাম উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান

কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে মাটিকাটা শ্রমিকদের মাঝে 'টুকরি' বিতরণ করছেন মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ

ফেনী শহরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন কন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

চট্টগ্রাম মহানগরীর বাকলিয়া থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান

কুমিল্লা জেলা উত্তরের দেবিদ্বার ও মুরাদনগর উপজেলা অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

ফেনী শহরের উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

কৃষিজীবি শ্রমিক ইউনিয়ন নারায়নগঞ্জ জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করছেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম

লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার পরিবহন শ্রমিকদের উদ্যোগে বিনামুল্যে ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি খাইরুল ইসলাম

দিনাজপুর উত্তর জেলার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

সিলেট জেলা দক্ষিণের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার উদ্যোগে সেলাই মেশিন ও পানির ফিল্টার বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলী

পটুয়াখালী জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান

চট্টগ্রাম উত্তর জেলার হাটহাজারী থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোহাম্মদ ইসহাক

ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ও ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মনসুর রহমান

নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি ও ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক ড. আজগর আলী

কিশোরগঞ্জ শহরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা উপদেষ্টা মাওলানা নাজমুল ইসলাম

সিলেট জেলা দক্ষিণ ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে স্যানেটারী উপকরণ বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ করছেন মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা জহির উদ্দিন মোঃ বাবর

মৌলভীবাজার পৌরসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাক আতিকুর রহমান

রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে মাহীগঞ্জে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে টিন বিতরণ করছেন মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট কাউসার আলী

সিলেট জেলা উত্তরের জকিগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

দিনাজপুর জেলা উত্তরের বীরগঞ্জ উপজেলা পুর্ব শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি জাকিরুল ইসলাম

মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল টিম ও ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে মহিলা শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট কাউসার আলী

রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট কাউসার আলী

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে ছাগল বিতরণ করছেন
কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলী

লালমনিরহাট জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ
বিতরণ করছেন রংপুর বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাশেম বাদল

চট্টগ্রাম জেলা উত্তরের সীতাকুন্ড উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে
খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা অঞ্চলের গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে
শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির

ঢাকা মহানগরী উত্তরের বিমানবন্দর ও দক্ষিণ খান
থানার উদ্যোগে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

লক্ষীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের জন্য ফ্রি চিকিৎসা সেবা অনুষ্ঠিত

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আবুল হাশেম

নারায়ণগঞ্জ জেলার গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যাগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে টিফিনবক্স বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

রংপুর মহানগরী স্বর্নশিল্পী শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট কাওছার আলী

বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান

নরসিংদী জেলার উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও নরসিংদী জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম তালুকদার

নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান জুয়েল

কিশোরগঞ্জ জেলার স্টীল ফার্নিচার শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন জেলা সভাপতি খালেদ হাসান জুম্মন

সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

টাঙ্গাইল জেলার উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান

শরিয়তপুর জেলার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আযহারুল ইসলাম

রাজবাড়ী জেলার উদ্যোগে গরীব শ্রমিকদের মাঝে ছাগল বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আযহারুল ইসলাম

চট্টগ্রাম মহানগরীর টেরিবাজার দর্জি শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস. এম. লুৎফর রহমান

মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র ও সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আযহারুল ইসলাম

পাবনা জেলার উদ্যোগে শীববস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি রেজাউল করিম

মৌলভী বাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র ও তাদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও মহানগরী সভাপতি মহিব্বুল্লাহ

রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি মুন্সি সোলাইমান

সিলেট জেলা উত্তরের কানাইঘাট উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি আনোয়ার হোসাইন

কক্সবাজার জেলার পরিবহন বিভাগের উদ্যোগে রিকশা ও সিএনজি শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি মাওলানা আলমগীর হোসাইন

কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার লাকসাম উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

ফরিদপুর জেলার পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

সিলেট জেলা উত্তরের সদর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি আনোয়ার হোসাইন

গাজীপুর জেলার সদর উপজেলা পশ্চিমের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি এটিএম মুজাহিদুল ইসলাম

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

বরিশাল পূর্ব জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান

গাজীপুর জেলার গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি মুমিন উল্লাহ পাটোয়ারী

সিলেট জেলা দক্ষিণের গোলাপগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খাঁন

ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

সিলেট জেলা উত্তরের জৈন্তাপুর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি আনোয়ার হোসাইন

কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ৫নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে রিকশা ও ভ্যান বিতরণ করছেন
মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর

সিলেট জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

বিয়ানীবাজার পৌরসভার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ছাগল বিতরণ

লক্ষীপুর শহরের উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে বীজ ও চারা বিতরণ

চট্টগ্রাম মহানগরী আলকরণ ওয়ার্ডের উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা
উপকরণ বিতরণ করছেন মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান

কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন
জেলা সভাপতি খাইরুল ইসলাম

কিশোরগঞ্জ শহর শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

সিলেট জেলা দক্ষিণের মোগলাবাজার থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ছাগল বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

চট্টগ্রাম মহানগরীর জামাল খান ওয়ার্ডের উদ্যোগে
শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নাটোর জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র
বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি ড. মোঃ জিয়াউল হক

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার উদ্যোগে
শ্রমিকদের নিয়ে ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

সিলেট জেলা দক্ষিণের বিশ্বনাথ উপজেলার
উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ

ঢাকা মহানগরী উত্তরের মিরপুর জোনের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে
মশারী বিতরণ করছেন মহানগরী সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী
বিতরণ করছেন মহানগরী সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান

চট্টগ্রাম জেলা উত্তরের সীতাকুন্ড উপজেলার উদ্যোগে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

কুমিল্লা জেলার দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন'১৯

দিনাজপুর জেলা উত্তরের উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে ভ্যান বিতরণ করছেন রংপুর বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাশেম বাদল

রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন ফেডারেশনের মহানগরী উপদেষ্টা ওবায়দুল্লাহ সালাফী

জয়পুরহাট জেলার উদ্যোগে ওয়ার্কশপ মেকানিক শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট মামুনুর রশিদ

নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম তালুকদার

সিলেট জেলা দক্ষিণের গোলাপগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খাঁন

লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন জেলা উপদেষ্টা এ আর হাফিজ উল্যাহ

লক্ষীপুর শহর শাখার উদ্যোগে বাস টার্মিনাল শ্রমিকদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করছেন জেলা উপদেষ্টা এ আর হাফিজুল্লাহ

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জেলা সভাপতি এটিএম মুজাহিদুল ইসলাম

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

আতিকুর রহমান

শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ও বিকাশ ঃ আজ থেকে প্রায় ছয়-সাত শ' বছর আগে, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ইউরোপ মহাদেশে পুঁজি বিনিয়োগকারী মালিক ও মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকের উদ্ভব ঘটে। ইতালির ফ্লোরেন্স, সিনা, লুকা, বোলোগনা প্রভৃতি শহরে সর্বপ্রথম এবং তারপর স্পেনের বার্সেলোনাসহ কতক শহরে ও হল্যান্ডে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। ইংল্যান্ডের কিছু কিছু জায়গাতে ঝালাই মিস্ত্রি, ধোপাখানা, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে দেখা দেয় নানান সমস্যা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে ফ্রান্সের লিয়নসে ১৭ থেকে ২০ জন মজুরকে নিয়ে খোদাই কারখানা গড়ে উঠেছিল। ইউরোপে সামন্ত সমাজের প্রয়োজনে সমাজের ভেতর খুব কমসংখ্যক তাঁতী, মিস্ত্রি, ছুতার ইত্যাদি ছিল। এরা নিজেদের বাড়িতে বসে ছোট হস্তচালিত যন্ত্র ব্যবহার করে কাপড়, লাঙ্গল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা ধরনের ব্যবহারিক জিনিসসহ বিলাসদ্রব্য বানাতো। এদের বলা হতো কুটিরশিল্পী। ক্রমে সামন্ত সমাজে শহর গড়ে ওঠে এবং শহরের কুটির শিল্পের কারিগরেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করে আরও বেশি মুনাফা করার জন্য সমিতি গড়ে তোলে। এগুলোকে বলা হতো গিল্ড। শহরের প্রত্যেক কুটির শিল্পকে গিল্ডের সভ্য হতে হতো। উৎপাদন যাতে বেশি না হয়ে যায়, সে জন্য নিয়ম ছিল কোনো কুটিরশিল্পীই দুই-তিনজনের বেশি সাহায্যকারী বা শিক্ষানবিস নিয়োগ করতে পারবে না। কোন কুটিরশিল্পী কত জিনিস বানাবে, উৎপাদিত জিনিসের মূল্য কত হবে, শিক্ষানবিসের বেতন কত হবে সবই গিল্ড ঠিক করে দিত। ক্রমে শহরগুলোতে বিনিময়প্রথা বেড়ে যায় এবং গিল্ডগুলোতে ব্যাপকভাবে শ্রম বিভাগ দেখা দেয়। শ্রম বিভাগের আগে একজন কারিগর একটি পুরো জিনিস বানাতো। যেমন যে কাপড় বানাতো তাকেই সুতা কাটা, রং করা থেকে শুরু করে কাপড় পর্যন্ত বুনতে হতো। শ্রম বিভাগ চালু হওয়ার ফলে কেউ সুতা কাটতো, কেউ রং করতো, কেউ কাপড় বুনতো। ফলে শ্রম দক্ষতা বেড়ে গিয়ে উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। বাড়তি উৎপাদন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় এক জায়গায় একাধিক হস্তচালিত যন্ত্রপাতি বসিয়ে কারখানা স্থাপন শুরু করেন এবং মজুরি দিয়ে কারিগরদের কারখানায় খাটাতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে গিল্ডগুলো ভেঙে যায়। গিল্ড সভ্যদের মধ্যে যাদের অবস্থা ভালো ছিল তারা নিজেরাই কারখানা বানায় এবং অন্যরা মজুরির বিনিময়ে কারখানাগুলোতে যোগ দেয়। এ পর্যায়ে শুরু হলো ইউরোপীয় বিপ্লব। একে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বলা হয়। এক এক করে ইউরোপের নানা দেশে বিপ্লব সংঘটিত হতে লাগলো।

১৫২৪-২৫ সালে জার্মানিতে সংস্কারের দাবিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়। এটা জার্মানির কৃষক-যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই বিপ্লব পরাজয় বরণ

করে। ১৬৪০-৫০ সালের দিকে ইংল্যান্ডের প্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। তবে সত্যিকার অর্থে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় ফ্রান্সে। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শ্রমিক ও সর্বস্তরের জনগণ বাস্তিল দুর্গ ধুলায় মিশিয়ে দেয় এবং ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলোতে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণ পুঁজিপতি শ্রেণীর সংগ্রামের সাথী হিসেবে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে। এতে পুঁজিবাদের বিকাশ বাধাহীন ও ত্বরান্বিত হতে থাকলেও রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীর করায়ত্ত হবার ফলে শ্রমিকের ওপর শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ফলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পায়।

শ্রমিক আন্দোলন শুরুর প্রেক্ষাপট: ইংল্যান্ডেই সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেণী বিকশিত হয়ে ওঠে। তাই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রথম যুগে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার চিত্র তুলে ধরলেই বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হবে।

ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা নামক বিখ্যাত বইতে ফ্রেডারিখ অ্যাঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণীর নিদারুণ দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরে লিখেছেন যে, "প্রতিটি বৃহৎ শহরেই ছিল এক বা একাধিক বস্তি, যেখানে শ্রমিকরা ঠাসাঠাসি করে বাস করতো। এটা সত্যি যে, ধনীদের প্রাসাদের নিচে অন্ধকারের আনাচে-কানাচে প্রায়ই থাকে দরিদ্রের অবস্থান, কিন্তু দরিদ্রের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে এখানে একটা পৃথক অঞ্চল, যাতে করে ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টি থেকে দূরে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষ তার সাধ্যমত জীবন সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে পারে। পুঁজিবাদী শোষণের বর্বরতা প্রসঙ্গে ওই বইতে বলা হয়েছে যে, "শিল্প মালিকদের ঘৃণ্য অর্থ লালসা জন্ম দিলো বহু সংখ্যক ব্যাধির। স্ত্রীলোকেরা সন্তান ধারণে অনুপযুক্ত হলো, শিশুদের অঙ্গ বিকৃতি ঘটলো, পুরুষরা দুর্বলতর হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ভেঙেচুরে গেলো। একটা সমগ্র প্রজন্মই ব্যাধিতে এবং দৈহিক অক্ষমতায় সর্বনাশপ্রাপ্ত হলো এবং তার একমাত্র কারণ হলো বুর্জোয়াদের অর্থের ঝুলিটিকে ফাঁপিয়ে তোলা।"

পুঁজিবাদী নির্যাতনের নৃশংসতা প্রসঙ্গে এই বইতে বলা হলো যে, "কিভাবে সর্দাররা নগ্ন শিশুগুলোকে তাদের শয্যা থেকে ধরে আনে এবং লাথি ঘুষি মারতে মারতে তাদের কারখানায় ঠেলে নিয়ে যায়। শিশুদের জামা কাপড়গুলো তাদের হাতেই থাকে আর কিভাবে ঘুষি মেরে তাদের ঘুম ছাড়িয়ে দেয়া হয়, কিভাবে তা সত্ত্বেও শিশুগুলো কাজ করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে এবং আবার কিভাবে সর্দারের ডাকে একটি অসহায় ঘুমন্ত শিশু ধড়মড় করে জেগে ওঠে...কিভাবে অতি ক্লান্ত শিশুগুলো শুকনো কারখানা ঘরে পশমের মধ্যে লুকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়ে এবং আবার কিভাবে চাবুক খেয়ে কারখানা থেকে বিতাড়িত হয়, কিভাবে শত শত শিশু রাতে এত ক্লান্ত

এটা সত্যি যে, ধনীদের প্রাসাদের নিচে অন্ধকারের আনাচে-কানাচে প্রায়ই থাকে দরিদ্রের অবস্থান, কিন্তু দরিদ্রের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে এখানে একটা পৃথক অঞ্চল, যাতে করে ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টি থেকে দূরে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষ তার সাধ্যমত জীবন সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে পারে।

হয়ে ঘরে ফিরে যে নিদ্রালুতার জন্য এবং খিদে বিনষ্ট হওয়ায় রাতের খাবার খেতে পারে না।" একদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সমৃদ্ধি, বিলাস ও চাকচিক্য এবং অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর নিদারুণ দারিদ্র্য ও তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের বাস্তবতা শুরু থেকেই এই দুই শ্রেণীর পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আর তাই একই সাথে জন্ম নেওয়া এবং একই সাথে থাকতে বাধ্য হওয়া দুই শ্রেণীর মধ্যে লড়াই-সংগ্রাম জন্মলগ্ন থেকেই চলতে থাকে। প্রথম দিকে পুঁজিপতিদের শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে শ্রমিকরা তা জানতো না। কাজের সময়ের কোনো বালাই ছিল না। মজুরি দিয়ে দিনের খাবার জুটতো না। তা ছাড়া মেশিনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হতো বলে দম ফেলার সময়টুকুও মিলতো না। এই অমানবিক পশুসুলভ অবস্থা থেকে শ্রমিকরা মুক্তি পেতে চাইতো। কল-কারখানার কাজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিতে হবে বলে তারা ভাবতে পারতো না। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে সেই সময়ে পুঁজিপতি শ্রেণী নয়, যন্ত্রদানবই ছিল প্রধান শত্রু। এর ফলে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেশিন ভাঙার, কারখানা বাড়িতে আগুন দেওয়ার আন্দোলন শুরু করে। ১৭৬০ এর দশক থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। শ্রমিকের রূপকথার 'রাজা বা সেনাপতি' হিসেবে ইতিহাসে উল্লিখিত ইংল্যান্ডের এক শ্রমিক নেড লুড এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। তার নাম অনুসারে এই আন্দোলনের নাম হয়েছে লুডাইট আন্দোলন। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ছিল এই আন্দোলন। লুডাইট আন্দোলন পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকের শ্রেণী সংগ্রামের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। কিছু দিনের মধ্যেই এই আন্দোলন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, পোল্যান্ড, সুইজারল্যান্ডসহ সারা ইউরোপ ছড়িয়ে পড়ে। অঞ্চল ভিত্তিতে কখনও তীব্রভাবে, কখনও মাঝে মধ্যে এই আন্দোলন দেখা দেয়। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন মোটামুটিভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকরা এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন করে বুঝতে পারে, মেশিন ভেঙে আর কারখানা বাড়িতে আগুন দিয়ে তাদের সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। তারা অনুধাবন করে যে, এই আন্দোলন কল-কারখানা ধ্বংস করে তাদের দুর্দশাকেই আরও বাড়িয়ে তোলে। লুডাইট আন্দোলন চলার সময়েই শ্রমিক শ্রেণী শুরু করেছিল ধর্মঘট আন্দোলন। ধর্মঘট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ইংল্যান্ডে। ১৭৫৮ সালে ম্যানচেস্টারের তাঁতীদের ধর্মঘটকে প্রথম দিককার ধর্মঘটগুলোর অন্যতম বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিছুকালের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকায় ধর্মঘট আন্দোলন হয়ে ওঠে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামের সবচেয়ে ব্যাপক ও কার্যকর হাতিয়ার। এসব স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শ্রমিক শ্রেণী ক্রমে সচেতন হয়ে উঠতে

থাকে এবং সংগঠিত হবার পথে অগ্রসর হয়। প্রথম দিকে শ্রমিকরা প্রাথমিক ধরনের ক্লাব বা ইউনিয়নে সংগঠিত হয়। শ্রমিকরা তাদের স্বল্প আয় থেকে সামান্য অর্থ বাঁচিয়ে ছোট ছোট সমবায় অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলে। এসব ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য চাঁদা এবং পরবর্তী সাপ্তাহিক বা মাসিক চাঁদা একটি বিশেষ ব্যাংকে জমা রাখা হতো। এ কারণে এদের 'বঙ্গ ক্লাব' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। প্রথম দিকে শ্রমিকদের চাঁদার পরিমাণ স্বেচ্ছামূলক ছিল। পরবর্তী সময়ে তা সুনির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের ইউনিয়নের সদস্যদের স্থায়ী সভ্য-কার্ড ইস্যু করার নিয়ম ছিল। এসব বঙ ক্লাবের অর্থভাণ্ডার থেকে অসুস্থ ও ছাঁটাই হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য দেওয়া হতো। তারপর কোনো শ্রমিক বা তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্য অসুস্থ বা মৃত্যুমুখে পতিত হলেও এ অর্থভাণ্ডার থেকে অর্থ দেওয়ার নিয়ম চালু হয়। এই ইউনিয়ন বা ক্লাবগুলোকে অর্থনৈতিক লেনদেন করতে হতো বলে সাধারণত প্রথম দিকে এতে কেবল কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করার নিয়ম ছিল। কোষাধ্যক্ষই এসব ক্লাবের প্রধান হতেন, প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি বলে কোনো পদ ছিলো না। ১৭৭০-এর দশকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংল্যান্ডে এ ধরনের ক্লাব গড়ে উঠতে দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডজুড়ে এ ধরনের কয়েক হাজার ক্লাব গড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের ক্লাবগুলোর কাজ কেবল সমবায় অর্থভাণ্ডারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ক্রমেই এগুলো মজুরি, কর্মদিন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মালিকদের সাথে দেন-দরবারে জড়িত হয়ে পড়লো। তা ছাড়া ধর্মঘটী শ্রমিকদের অর্থ সাহায্যের জন্যও এ ক্লাবগুলো এগিয়ে এলো। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তাদের শ্রেণী চেতনা বাড়ছে দেখে এ ধরনের ক্লাবগুলোকে পুঁজিপতি শ্রেণী সহ্য করলো না। সমবায়ের অর্থ কেড়ে নিয়ে এগুলোকে অকেজো করে দেওয়া হলো। 'বঙ ক্লাব' এর সীমাবদ্ধ কাজ ছাড়া অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হলে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার জন্য ১৭৯৩ সালে ইংল্যান্ডে আইন পাস হয়। তা সত্ত্বেও নানা কৌশল অবলম্বন করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বেশ কয়েক বছর বাধ্যবাধকতা এড়ানোর জন্য এ ধরনের সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী সংগঠন ও আন্দোলনের কাজ চালিয়ে গেছে। ক্রমে শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়।

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনাটা হলো স্বতঃস্ফূর্ত এবং সংগঠিত আন্দোলনের সন্ধিক্ষণ। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব প্রকাশ পেতে থাকে। ১৭৯০ সালের পর থেকেই পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলন শুরু থকেই ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে ১৭৯৯-১৮০০ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন পাস করে। তখন ইংল্যান্ডের শ্রমিকরা গোপন ও আধা গোপনে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং জনমতের চাপে ১৮২৪ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ১৮৩০ সালে শ্রমিকরা গঠন করে 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রটেকশন অব লেবার' (National Association for the Protection of Labour)। এর তিন বছর পর গঠিত হয় Grand National Consolidated Trade Union নামে এক সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ লাখ। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পুঁজিপতি শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য নানা ধরনের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফ্রান্সে শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে থাকে। ১৭৯১ সালে নিষিদ্ধ করে এক আইন পাস করা হয়। তা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম স্তব্ধ করা সম্ভব হয় না। প্যারিসের মেহনতি জনগণ এর বিরুদ্ধে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৭৯৫ সালে দুটো বড় রকমের অভ্যুত্থান সংঘটিত করে। এসব অভ্যুত্থানকে কঠোরভাবে দমন করা হয়। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে এবং ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত জার্মানিতে নানা ধরনের আইন জারি করে প্রকৃতপক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অকেজো করে রাখার চেষ্টা হয়। দমননীতি সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্মঘট আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে। ধর্মঘট আন্দোলনের এক পর্যায়ে সংহতিসূচক ধর্মঘট আন্দোলনের সূচনা ঘটে। কোনো কারখানা বা অঞ্চলের শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সংহতি প্রকাশের জন্য পার্শ্ববর্তী কোনো কারখানা বা অঞ্চলের শ্রমিকদের ধর্মঘট ১৮১০ সাল

"

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনাটা হলো স্বতঃস্ফূর্ত এবং সংগঠিত আন্দোলনের সন্ধিক্ষণ। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব প্রকাশ পেতে থাকে। ১৭৯০ সালের পর থেকেই পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলন শুরু থকেই ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে ১৭৯৯-১৮০০ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন পাস করে।

"

থেকেই দেখা দিতে শুরু করে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশে এ ধরনের সংহতিসূচক ধর্মঘটের বিস্তৃতি ঘটে। শত নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমেই শ্রমিক শ্রেণী প্রথম স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ঃ শ্রমিক শ্রেণী সর্বপ্রথম ফ্রান্সে রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ফ্রান্সের লিয়নস শহরের তাঁত শ্রমিকরা টানা তিন বছর রাজনৈতিক লড়াই চালায়। অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকরাও তাঁতীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে লকআউট ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী আওয়াজ তোলে, 'কাজ করে বাঁচতে দাও, নতুবা যুদ্ধ করে মরতে দাও।' এই লড়াই তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করলে সরকারি সৈন্যবাহিনীর সাথে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ লড়াই হয়। শ্রমিকরা শহরের ক্ষমতা দখল করে নেয়। কিন্তু এই সংগ্রামের কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। কারখানা মালিকদের প্রতি চরম ঘৃণাই ছিল এই সংগ্রামের মূল প্রেরণা। ১৫ দিন সুশৃঙ্খল ও নির্ভীকভাবে শহর দখলে রাখার পর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে এই অভ্যুত্থান পরাজয় বরণ করে। কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৩৪ সালের ৯ এপ্রিল আবার সংগ্রাম শুরু হয়। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ও সভা-সমাবেশ বেআইনি করার আইন পাসের চেষ্টা এবং শ্রমিক ধর্মঘটের সংগঠকদের অন্যায় বিচারের প্রতিবাদে এই সংগ্রাম প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক রূপ নেয়। 'স্বাধীনতা, সমতা, সৌভ্রাতৃত্ব নতুবা মৃত্যু' এই শ্লোগান সংবলিত প্রচারপত্র বিলি করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহবান জানানো হয়। সরকারি বাহিনীর সশস্ত্র হামলা মোকাবিলা করার জন্য আন্দোলনকারী শ্রমিকরাও অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে রাখে। লাল ব্যানারে স্লোগান লেখা হয়, 'বুর্জোয়াদের হটাও, প্রজাতন্ত্র কায়েম নতুবা মৃত্যু।' ৭ দিন বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী লড়াই চালানোর পর শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সেনাবাহিনীর কাছে লিয়নস শহরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বিতীয় বারের মতো পরাজয় বরণ করে। লিয়নস শহরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু ইংরেজ শ্রমিকদের প্রথম স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলে। এই আন্দোলন 'চার্টিস্ট আন্দোলন' বলে পরিচিত। এই আন্দোলন ১৮৩৬ সালে থেকে শুরু হয়ে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে অনেক দিন পর্যন্ত এই আন্দোলনের রেশ ছিল। চার্টিস্ট আন্দোলন রাজনৈতিক দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনকে সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম গণআন্দোলন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৩৬ সালে লন্ডনের দক্ষ কারিগরেরা 'লন্ডন শ্রমজীবী মানুষের সমিতি' নামে একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গঠন করে। র‍্যাডিকেল চিন্তাধারার ব্যক্তিরা এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করে। সমিতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি আদায় করা। ১৮৩৭-৩৮ সালে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকে দুটি প্রাথমিক ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগঠন দুটো র‍্যাডিকেল বুর্জোয়াদের উত্থাপিত উপরোক্ত দাবিনামা নিয়ে আন্দোলনে নামে। ইংরেজিতে 'দাবিনামা' শব্দকে 'চার্টার অব ডিমান্ড' বলে।

সেই থেকে এই আন্দোলন চার্টিস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৮৪০ সালের জুলাই মাসে উপরোক্ত দাবিগুলোর ভিত্তিতে আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য এক সভায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম গণভিত্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক সংগঠন 'জাতীয় চার্টার সমিতি' গঠিত হয়। ১৮৪২ সালে এই আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। দাবিনামার ভিত্তিতে পার্লামেন্টের কাছে পেশ করা জাতীয় দরখাস্তে ৩৩ লাখেরও বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। ২ মে তারিখে দরখাস্ত পার্লামেন্টের কাছে জমা দিতে যাওয়ার মিছিলে ৫ লাখ শ্রমজীবী মানুষ জমায়েত হয়। আগস্ট মাসে শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। কোনো কোনো কল-কারখানায় ও শহরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তা সত্ত্বেও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলনের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। সরকার কঠোর হাতে ধর্মঘটী চার্টিস্টদের দমন করে। ফলে এই আন্দোলন পরাজয় বরণ করে। তবে এ আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ শ্রমিকরা ১৮৪৭ সালে ১০ ঘণ্টা কর্ম দিবসের দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসে এই দাবি আদায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা এই দাবি আদায়ের মাধ্যমেই শ্রমিক শ্রেণী ইতিহাসে সর্বপ্রথম সরকারের কাছ থেকে ন্যায্য দাবি আদায় করে নিতে পেরেছিল। শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রথম দিকের ইতিহাসে জার্মানির সাইলেসীয় তাঁতীদের অভ্যুত্থান এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। তাঁত শ্রমিকরা অমানুষিক শোষণ-নির্যাতন ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ১৮৪৪ সালে লড়াই শুরু করে। জুন মাসের ৫ তারিখে সরকারি সৈন্যবাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ লড়াই হয়। লড়াইয়ে ১৭ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়। ৯ জুন অভ্যুত্থান পরাজয় বরণ করে। এই অভ্যুত্থান জার্মানির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ অ্যাঙ্গেলসের নতুন তথ্য উপস্থাপন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ: শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও সংগ্রামের সাথে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বের প্রণেতা মার্কস-অ্যাঙ্গেলসের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মার্কস-অ্যাঙ্গেলসই প্রথম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের তত্ত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগতভাবে সংঘবদ্ধ করে তোলেন। মার্কস-অ্যাঙ্গেলস তাদের তত্ত্ব আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেননি। এই দুই মহান জার্মান চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিক উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধজুড়ে তাদের সারা জীবনের সাধনা দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের তত্ত্বকে বিকশিত করে তোলেন। জীবিত অবস্থায়ই তাদের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রসর এক বিরাট অংশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিপ্লবের গতিধারায় এই তত্ত্ব যুক্তিপূর্ণ ও অভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। অগ্রসর ও সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ও নেতাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এই তত্ত্ব শোষণ-নির্যাতনের অবসান, ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে সার্বিক মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। মানব ইতিহাসের বিশ্লেষণ করে তারা দেখালেন যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের শ্রেণীগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলছে এবং এই শ্রেণী সংগ্রামই সৃষ্টি করে ইতিহাস। শোষিত শ্রেণী তার মুক্তির জন্য শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে মানবজাতির ইতিহাস। পুঁজিবাদী সমাজে শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং শোষিত শ্রমিক শ্রেণী তীব্র শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত। শ্রমিক শ্রেণী হবে বুর্জোয়া শ্রেণীর কবর খোদক। চূড়ান্ত পর্যায়ে বিপ্লবের ভেতর দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে এবং উৎপাদনের উপায়গুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

চলবে...

লেখক : কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

নির্মাণশিল্প বা নির্মাণশ্রমিক

নির্মাণশিল্পের ইতিহাসই হচ্ছে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস। সভ্যতার বিকাশে নির্মাণশিল্প একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে কাজ করেছে। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মানুষের নির্মাণকাজ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নগরায়ণ এবং যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নির্মাণশিল্পের প্রসার ঘটেছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। সভ্যতার পূর্বশর্ত হচ্ছে স্থায়ী বাসস্থান। আদিম মানুষ রোদ-বৃষ্টি-শীত হতে বাঁচবার জন্য গুহায় বাস করতো। খাদ্য সংগ্রহকেন্দ্রিক এবং পুরোপুরি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাদের স্থায়ী নিবাস ছিল না। পরবর্তীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশে নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ বাড়ি করার জন্য ইট আবিষ্কার করতে শিখে। গুহাবাসী মানব থেকে যাযাবর, যাযাবর থেকে গ্রামের মধ্যে বসতি স্থাপন এবং পরবর্তীতে গ্রাম থেকে শহরে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ যখন বসবাস শুরু করলো তখন থেকেই 'শহুরে বসবাস' বা এর সূচনা।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালে মেসোপটেমীয় সভ্যতা, মিসরীয় সভ্যতায় নগরের বিকাশ দেখা যায়। মিসর ও মেসোপটেমিয়ায় নগর পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের প্রয়াস ছিল। এ ছাড়া ভারতে মহেঞ্জোদারো সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, গ্রিক বা রোমান সভ্যতার মত প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে মানব বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে নির্মাণশিল্পের যে বিকাশ তা আজকের নির্মাণশিল্পের বিস্তৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীন সভ্যতার নগরায়ণ কিংবা উন্নত বিশ্বের মত আজকের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও নগরায়ণের বিস্তৃতির মধ্যে মিল হলো স্থানগুলোর গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে নগরায়ণের বিস্তৃতি। শিল্পায়নের প্রভাবে উন্নত দেশগুলোতে নগরায়ণের বিস্তার ঘটে যা একইভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা শিক্ষার জন্য শহরের সাথে যে যোগাযোগের বিস্তৃতি ও তার পরিসর বৃদ্ধি তা বিভিন্ন পেশার মানুষকে শহরের দিকে আকৃষ্ট করেছে।

নগরাঞ্চলের বিস্তৃতি, অফিস আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সড়ক যোগাযোগ প্রভৃতি কাজের বিস্তারের ফলে বাংলাদেশে রাজধানীসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে নির্মাণকাজ বেড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, কাজের অভাব গ্রাম থেকে মানুষকে শহরের দিকে টানছে এবং শহরে কাজের পরিসরের বিস্তৃতির বিষয়টি শ্রমজীবী মানুষকে নির্মাণ পেশায় আসতে উৎসাহিত করেছে। প্রাচীনকালের নগরায়ণের বিকাশ হতে শুরু করে বর্তমানকালের শিল্পায়ন, উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নির্মাণশ্রমিকদের অবদান অবিস্মরণীয়।

বাংলাদেশের নির্মাণশিল্পঃ বাংলাদেশের নির্মাণশিল্পের ইতিহাস দীর্ঘকালের হলেও প্রকৃত নগরায়ণের বিকাশ হয় ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে নদীর তীরে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত জেলা সদর দফতরগুলোতে। এ সকল নতুন শহরগুলোতে গ্রামীণ অবস্থা হতে তেমন ভিন্নতা না থাকলেও শহুরে ভাবের প্রভাব পড়তে থাকে। শিল্পকারখানাকে ঘিরে বস্তি গড়ে ওঠার বিষয়টি একদম নতুন একটি বিষয় যেখানে গ্রামীণ এলাকার হতদরিদ্র মানুষজন চাকরি ও কাজের জন্য শহরে আসতে থাকে এবং মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে বস্তিতে থাকতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশে নির্মাণশিল্পের যে বিকাশ তার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। এ ক্ষেত্রে লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, কার্জন হল, সংসদ ভবন, সচিবালয়ের মতো স্থাপনাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতীত স্থাপনা হিসেবে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, সোমপুর বিহার, মহাস্থানগড় উল্লেখযোগ্য। মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ঢাকা ১৬০০ শতকের পর হতেই নগর হিসেবে বিকশিত হয়। মোহাম্মদ আজমের শাসনামলে ১৬৭৮ সালে লালবাগ দুর্গ নির্মিত হয়। ঢাকার নির্মাণশিল্পের ক্ষেত্রে আরেকটি নিদর্শন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত আহসান মঞ্জিল ১৮৭২ সালে নির্মিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কালে নগরায়ণের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থাসমূহকে গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। নগরায়ণের বিস্তৃতি ঘটলেও আলাদা বাড়িতে থাকার মানসিকতার তেমন পরিবর্তন হয়নি এ সময়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ এর মাঝামাঝি সময় হতে ১৯৮৫ সময় কালে ঢাকা শহরে অ্যাপার্টমেন্ট জাতীয় বাড়ি তৈরি হতে থাকে এবং বর্তমানেও তা আরো বেশি বিস্তৃত হয়েছে। রিয়েল স্টেট ব্যবসা বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে নতুন প্রত্যয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার সামান্য কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছিল, যা শহুরে এলিটদের মডেল টাউন জাতীয় বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে তোলে। যমুনা নদীর উপর তৈরিকৃত দেশের সবচেয়ে বড় বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু দেশের যোগাযোগব্যবস্থার এক নতুন দিগন্তকে সামনে আনে। তা যেমন কাজের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে তেমনি নগরায়ণের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

নির্মাণশ্রমিকঃ নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী নির্মাণ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৫.৬ মিলিয়ন। নির্মাণ শ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকদের বৃহৎ অংশই শহরে কর্মরত। এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শহরে কাজ করার হার বেশি। এ খাতে নারী শ্রমিকের তুলনায় পুরুষ শ্রমিকের পরিমাণ বেশি। তবে দিনদিন নারীশ্রমিকদের অংশগ্রহণ এ খাতে বাড়ছে।

নির্মাণ খাতে বিভাজন ও মজুরিঃ শ্রমিকদের মধ্যে কাজের ধরন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্মাণ খাতের শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে। যেমন– রাজমিস্ত্রিদের (যারা সাধারণত বিল্ডিং তৈরির কাজ করেন) মধ্যেও কাজের ভিত্তিতে সহকারীদেরকে যোগালি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রং এর কাজেও একই ধরনের অবস্থা দেখা যায়। মূল মিস্ত্রিও পাশাপাশি সহযোগী হিসেবেও কাজ করে। নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে রাজমিস্ত্রি, যোগালি, রংমিস্ত্রি, রাস্তার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক, ইট-পাথর ভাঙ্গা, মাটিকাটা, স্যানিটারি, মোজাইক এবং পাইলিং শ্রমিকরা রয়েছে।

নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ কাজে দুর্ঘটনা যেন কাজের প্রকৃতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। আর এই দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতার অভাব, মালিকপক্ষের উদাসীনতা শ্রমিকদের নানা ধরনের বিপদে ফেলে দেয়। বিল্‌স-এর সংবাদপত্র জরিপে কর্মস্থলে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিনিয়ত নির্মাণ শিল্পে দুর্ঘটনা এবং শ্রমিক মৃত্যুর হার বাড়ছে। দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে ওপর থেকে পড়ে অঙ্গহানি হওয়া, মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হওয়া, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু, মাটি বহনকারী গাড়ি দুর্ঘটনা, অগ্নিদগ্ধ হওয়া, চোখে আঘাত লাগা, অন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথায় আঘাত পাওয়া, হাত, পা কেটে, ভেঙে যাওয়া, আবদ্ধ গ্যাসে মৃত্যু ইত্যাদি।

সংগ্রহে : বিলস

শীতকালে ভালো থাকার উপায়

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। শীতকাল তার মধ্যে অন্যতম। শীতের তীব্রতা মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মকে ব্যাহত করে। শীতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় বৃদ্ধ ও শিশুরা। পশু-পাখি, জীবজন্তুর কষ্ট অপরিসীম। শীতের শুষ্ক হাওয়ার দাপটে ত্বক রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে পড়ে। ত্বক দেখতে লাগে অমসৃণ ও খসখসে। তাই এই শীতের মৌসুমে ত্বকের বাড়তি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। চলুন জেনে নিন শীতকালে ভালো থাকার উপায় ও ত্বকের পরিচর্যা:

* সবার প্রথমে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখাটা খুব দরকার, তাই প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে আর বারবার পানির ঝাপটা চোখে মুখে দিতে হবে। ঠাণ্ডার কারণে শীতে পানি কম পরিমাণে খাওয়া হয়। এটা কিন্তু একদমই ঠিক নয়। প্রতিদিন ৪-৫ লিটার পানি খাওয়া উচিত। তাতে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে।

* প্রতিদিন ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করুন, এতে ত্বকের তৈলাক্ততা বজায় থাকবে। উষ্ণ-গরম পানি আপনার শরীরে তৈলাক্ত ভাব নষ্ট করে দেয়।

* প্রতিদিন গোসলের আগে অলিভ অয়েল ব্যবহার করুন।

* গোসলের পরে ভালো করে ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ক্রিম লাগান।

* রোদে বেড়ানোর ৩০ মিনিট আগে যেকোনো সানক্রিম ব্যবহার করুন।

* ত্বক ভালো রাখতে পুষ্টিযুক্ত খাবার খান। যেমন-সবুজ শাকসবজি, মাছ, দুধ, ডিম ইত্যাদি।

* বেশি করে টাটকা ফল খান। যেমন– আপেল, কমলালেবু, আনারস, পাকা পেঁপে ইত্যাদি।

* ত্বকে টমেটোর রস লাগালে খুব ভালো ময়েশ্চারাইজার কাজ করে।

* আনারস, আপেল, পেঁপের রস মধুর সাথে মিশিয়ে ত্বকে লাগালে ত্বকের জেলা দেয়।

* ত্বকে আর্দ্রতা বজায় রাখতে অলিভ অয়েলের সাথে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে লাগান।

* কয়েক ফোঁটা মধুর রস অলিভ অয়েল এর সাথে মিশিয়ে ঠোঁটে লাগালে ঠোঁট ফাটা কমবে তা ছাড়াও আপনি ঠোঁটে জেল, ভেসলিন ব্যবহার করতে পারেন।

* রাতে শোবার আগে হাতে-পায়ে ভালো করে ময়েশ্চারাইজার ক্রিম লাগিয়ে নিন।

গরম পোশাক :

* শীতে ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা বেশি থাকে। শীতে ভাইরাস সংক্রান্ত রোগ (যেমন-সর্দি, কাশি) থেকে দূরে থাকতে গরম পোশাক পরুন। গরম পোশাক পরার সাথে সাথে খেয়াল রাখবেন যাতে সেটি যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, কারণ অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়ে ভাইরাস বেশি বাসা বাঁধে। বিশেষ করে শিশুদের সব সময় পরিষ্কার গরম পোশাক পরিয়ে রাখার অভ্যাস করুন যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। শীতে ভালো থাকার উপায় ও গরম পোশাকের অবদান অপরিহার্য।

পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন:

* যখন আমরা শীতে ভালো থাকার উপায় বিষয়টি আলোচনা করি, তখন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করার কথা এড়িয়ে যেতে পারি না। পানি আমাদের শরীরে মিনারেল এর কাজ করে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করলে আমাদের শরীর ডিহাইড্রেট হয় না। প্রতিদিন অন্তত ৯-১০ গাস পানি পান করুন।

সংগ্রহে-ইন্টারনেট

ফেডারেশন সংবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রকাশিত নববর্ষ ২০২০ এর প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন

সৃজনশীল প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল গণমানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, বর্তমান সমাজ ক্রমশ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ অপসংস্কৃতি জেঁকে বসেছে। ন্যায়-নীতি এখানে বিলুপ্ত প্রায়। যুলুম-অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, শ্রমিকের অধিকার হরণ প্রভৃতি পাপাচারের বিষবাষ্পে জাতি আজ দিশেহারা। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির রোষানল থেকে শ্রমিক সমাজকে রক্ষা করতে হলে দাওয়াতের ব্যাপক প্রসারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সৃজনশীল প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল গণমানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। রাজধানীর একটি মিলনায়তনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রকাশিত নববর্ষ ২০২০ এর প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গত ১৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, প্রচার সম্পাদক আযহারুল ইসলাম, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, দফতর সম্পাদক আবুল হাশেমসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ। মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, অশালীন ও অনৈসলামিক সংস্কৃতির প্রভাবে দেশীয় ও ইসলামী মূল্যবোধের সংস্কৃতি ক্রমেই বিলীন হতে চলেছে। ফলে সর্বত্র মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের দিকগুলো সংকুচিত হচ্ছে। এর প্রভাবে দেশের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় মানবরচিত কোনো তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে তমসাচ্ছন্ন এই সমাজকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র বিশ্ব সংস্কারক মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদর্শিত পন্থায় দাওয়াত দানের মাধ্যমে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ উন্মোচিত হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশিত পদ্ধতিতে শ্রমজীবী মানুষকে ইসলামী শ্রমনীতির সুশীতল ছায়াতলে আহবান করতে ফেডারেশনের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান। নতুন প্রকাশনা সামগ্রী এ আহবান পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী।

সেক্টর দায়িত্বশীলদের বৈঠক

গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের ন্যায্য সমাধান নিশ্চিত করুন
-অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া মজুরি আদায়ের দাবিতে আন্দোলন করছেন গার্মেন্টস শ্রমিকরা। শ্রমিকরা অনন্যোপায় হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের পাওনা মজুরি অপরিশোধিত থাকার ঘটনা বারবার ঘটছে। বিষয়টি বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য অশনিসঙ্কেত। তাই গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের ন্যায্য সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মালিক-শ্রমিকের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। গত ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত সেক্টর দায়িত্বশীল বৈঠকে সভাপ-তির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত বৈঠকে সেক্টর নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, কবির আহমদ, মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, আব্দুস সালাম, আলমগীর হাসান রাজু ও আব্দুল্লাহ বাছির প্রমুখ। মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, দ্রব্যমূল্য, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির দাম, গাড়ি ভাড়া, বাড়ি ভাড়া বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার সাথে সমন্বয় করে শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা যেখানে কষ্ঠসাধ্য, সেখানে মাসের পর মাস মজুরি বকেয়া শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। এমতাবস্থায় শ্রমিক অসন্তোষের মূল কারণকে উপেক্ষা করে সরকার ও মালিক পক্ষের দমন পীড়নের পথে অগ্রসর হওয়া শ্রমিক অসন্তোষকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, তাই শ্রমিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, তেজগাঁও, মিরপুর, আশুলিয়া, কাঁচপুরসহ শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলনে পুলিশের অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক। সরকার, মালিক ও পুলিশ শ্রমিক আন্দোলন হলেই তার প্রকৃত কারণ না খুঁজে ষড়যন্ত্র খুঁজেন। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব না খুঁজে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধসহ তাদের ন্যায্য দাবিসমূহ বাস্তবায়ন এবং বন্ধ কারখানা খোলাসহ আহত শ্রমিকদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আহবান জানান।

তিনি বিজিএমইয়েকে উদ্দেশ করে বলেন, গার্মেন্টসের স্বার্থ বিবেচনা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিজিএমইয়ের এগিয়ে আসা কেবল মাত্র ন্যায্যতার প্রশ্নই নয় এই শিল্প খাতকে টিকিয়ে রাখার জন্যই তাদের এগিয়ে আসা অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। তিনি সেক্টর দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ করে আরো বলেন, শ্রমিকরাই একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী শ্রমিক। আর এই বিশাল অংশ শ্রমিক তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। অধিকার হারা শ্রমিকদের যদি আমরা বোঝাতে পারি ইসলামী শ্রমনী-তির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সত্যিকার অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব তাহলে শুধু দেশ বা সমাজ নয় বরং সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে শ্রমিকরা জানেই না ইসলাম তাদের কী অধিকার দিয়েছে। আগামী দিনে শ্রমিকদের অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা ও শ্রম সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে ইসলামী শ্রমনীতির প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। আর সেই লক্ষ্যে পৌছাতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সকল সেক্টর দায়িত্বশীলদের সকল প্রতিকূলতার মাঝেও দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের বৈঠক

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করুন -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-বি-২১৩৩) এর কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, কৃষি ও কৃষকরা দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলেও অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ক্রমাগত অবহেলা এবং ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে পুরো কৃষি সেক্টরে হতাশা সৃষ্টি করেছে। ফলে কৃষক সমাজ কৃষিকাজে উৎসাহ হারাতে বসেছে।

কৃষকের কোন সংগঠন না থাকার কারণে কৃষকরা এক সুরে কথা বলতে পারে না, ফলে কেউ কৃষকের কথা শুনে না। যদি সম্মিলিতভাবে বলা যায়, তাহলে সবাই শুনবে। তাই আগামীতে কৃষি সেক্টরে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য আদায়ে, কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার আদায়ে দায়িত্বশীলদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গত ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-বি-২১৩৩) এর নির্বাহী কমিটির বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজুর পরিচালনায় এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম, আবুল হাসেম, আব্দুল্লাহ বাছির কৃষিজীবী ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ গাজী আবুল কাশেমসহ নির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ রেজাউল করিম, সাইফুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান, মোঃ শামীম আহমেদ প্রমুখ।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের কৃষি এবং কৃষকের অবস্থা এখন নাজেহাল। অপার সম্ভাবনার এই খাতটি অবহেলার সর্বশেষ দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। যারা দিন-রাত ঝড়-বৃষ্টি একাকার করে নিরলস পরিশ্রম করে জমিতে সোনার ফসল ফলায়, তারা প্রতি বছরই কষ্টে অর্জিত ফসলের ন্যায্য দাম পায় না এবং সীমাহীন বৈষম্যের শিকার হয়। সম্প্রতি ন্যায্যমূল্য না থাকায় ধানক্ষেতে আগুন দিয়ে এবং রাস্তায় ধান ছিটিয়ে অভিনব প্রতিবাদের ঘটনাও ঘটেছে। অথচ সরকার কৃষকের মূল সমস্যার সমাধান এবং ধানসহ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। বরং ধানের মূল্য নিয়ে কৃষিমন্ত্রীসহ সরকার সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যও অনেকটাই দায়সারা ছিলো। তিনি মনে করেন কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিই আসল সমস্যা। তাই এ কথা সরকার যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন ততই জাতির কল্যাণ। এতে করে কৃষক যেমন ন্যায্যমূল্য পাবেন, তেমনি ভোক্তারা প্রত্যাশিত মূল্যে কৃষিপণ্য কিনতে পারবেন। তাই সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষকদের ন্যায্য দাবি ও চাহিদা পূরণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

মিয়া গোলাম পরওয়ার দায়িত্বশীলদের কাছে আহবান জানিয়ে বলেন, কৃষক সমাজকে বুঝাতে হবে এক মাত্র ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন হলেই শ্রমিক সমাজের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব। আগামীতে কৃষি সেক্টরে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার আদায়ে দায়িত্বশীলদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

নির্বাহী কমিটির সভায় সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে সরকারের কাছে ৬ দফা দাবি পেশ করা হয়–

১. কৃষকবান্ধব জাতীয় কৃষি নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. কৃষকদের পণ্য উৎপাদন খরচ কমাতে হবে।
৩. উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা এবং ঝামেলাহীনভাবে বিক্রির জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।
৪. সরকারি উদ্যোগে শাকসবজিসহ পচনশীল কৃষিপণ্যের জন্য হিমাগার নির্মাণ করতে হবে।
৫. কৃষকরা যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান, এ জন্য সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
৬. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষকের কৃষি ঋণ মৌকুফ করতে হবে।

অঞ্চল পরিচালকদের বৈঠক

বিশ্বনবীর সেবার আদর্শ নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ইসলাম মানুষকে সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়াকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে। সেবামূলক কাজের সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হলেন মানবতার বন্ধু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাই আগামী দিনে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নের অনিবার্যতা তুলে ধরতে বিশ্বনবীর সেবার আদর্শ নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। ২৯ নভেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ '১৯ পালনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা উপলক্ষে অঞ্চল পরিচালকদের বৈঠকে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতি-কুর রহমানের পরিচালনায় বৈঠকে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সাবেক এমপি হামিদুর রহমান আযাদ। অঞ্চল পরিচালকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, হাফিজ আব্দুল হাই হারুন, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, মাস্টার শফিকুল আলম, মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুল খান, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আযহারুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, দফতর সম্পাদক আবুল হাশেম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির প্রমুখ। মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, মানবসেবা ও সামগ্রিক কল্যাণকর কাজে বাধা আসতে পারে, অর্থের সঙ্কট হতে পারে, তাই বলে থেমে গেলে চলবে না। সাহসিকতা, দায়িত্ববোধ ও মনোবলকে অটুট রেখে ইনসাফভিত্তিক কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। আগামী ১-১৫ ডিসেম্বর সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে দেশব্যাপী নিম্নোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করে ফেডারেশনের সকল বিভাগ, মহানগরী, জেলা এবং ট্রেড ইউনিয়নসহ সকল শাখা ও জনশক্তিকে যার যার অবস্থানে থেকে

নিম্নোক্ত কর্মসূচি পালনে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

১. শ্রমঘন এলাকায় এবং ফ্যাক্টরিতে মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন করে বিনামূল্যে চিকিৎসাপত্র প্রদান, ঔষধ বিতরণ ও ব্লাড গ্রুপিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শাড়ি, লুঙ্গি, শীতবস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা।

৩. শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে স্কুল ড্রেস, ব্যাগ, খাতা কলমসহ শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা।

৪. দরিদ্র কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ সার ও বীজ ইত্যাদি বিতরণ করা।

৫. গৃহহীন শ্রমিকদের মাঝে ঘর নির্মাণে সাধ্যমত আর্থিক সহযোগিতা এবং টিনসহ গৃহনির্মাণ সামগ্রী বিতরণ করা।

৬. শ্রমঘন এলাকায় সাধ্যানুযায়ী স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও টিউবওয়েল স্থাপনে সহায়তা করা।

৭. গ্যারেজ ও শ্রমিক ম্যাচগুলোতে পানির ফিল্টার সরবরাহ ও মশারি বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮. বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং কর্ম অক্ষম শ্রমিকদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৯. সেবাপক্ষে প্রত্যেক জনশক্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কমপক্ষে ৫ জন গরিব শ্রমিককে খাবার খাওয়াবেন।

১০. প্রত্যেক উপজেলা/থানার উদ্যোগে কমপক্ষে ১ জনকে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রিকশা-ভ্যান ও সেলাই মেশিন বিতরণ এবং ড্রাইভিং শেখানোর ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০১৯

সীমাহীন দুর্নীতি ও দলীয়করণে রেল জনগণের জন্য নিরাপত্তাহীনতা ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম হলেও সীমাহীন দুর্নীতি ও দলীয়করণে রেল আজ জনগণের জন্য নিরাপত্তাহীনতা ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ১৬ নভেম্বর চট্টগ্রামের এক মিলনায়তনে বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের ২১তম দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আকতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম পাটোয়ারীর পরিচালনায় কাউন্সিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কবির আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, লালমনিরহাট জেলার উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট আব্দুল বাতেন ও কক্সবাজার জেলা উপদেষ্টা মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেল শ্রমিক নেতা আব্দুল আজিজ, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, আবুল কালাম আজাদ, হাফিজুর রহমান, আজাহার আলী, নাজমুল আমিন মতিন ও ওমর ফারুক প্রমুখ। মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, জরাজীর্ণ প্লাটফর্ম, মান্ধাতা আমলের রেললাইন, ইঞ্জিন, বগি এবং অদক্ষ চালক দিয়ে চলছে বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। সারাদেশের প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে বেশির ভাগই হয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে। দীর্ঘসময় ধরে রেলওয়ের নানা অব্যবস্থাপনা ও সীমাবদ্ধতার কারণে রেলদুর্ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলছে। এতে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, দেশের সম্পদ নষ্ট হয়েছে। রেলওয়েতে কর্মরত চালকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনে নানা অনিয়ম, অবহেলার কারণে রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার আশানুরূপ অগ্রগতি আজও হয়নি।

তিনি রেলওয়ের দুর্নীতি, দলীয়করণ ও অনিয়ম দূরিকরণে সর্বপর্যায়ে জবাবদিহিতা বাড়ানো এবং রেলচালক ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি নজর দেয়ার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের প্রতি আহবান জানান।

সম্মেলনে কাউন্সিলরদের ভোটে ২০২০-২১ সেশনের জন্য আকতারুজ্জামানকে সভাপতি ও সেলিম পাটোয়ারীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত করা হয়। কাউন্সিলে রেলের অগ্রগতি ও শ্রমিকদের স্বার্থবিবেচনায় ১৬ দফা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১. দ্রুততার সাথে খুলনা-মংলা রেলপথ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. পদ্মা সেতুর শুরুতে রেলপথ সংযোগসহ ঢাকা-মংলা ও ঢাকা-বরিশাল রেলপথ নির্মাণ করতে হবে।

৩. লাকসাম-ঢাকা কর্ড রেলপথ, বগুড়া-জামতৈল, দোহাজারী- কক্সবাজার রেলপথ, ভাটিয়ারি-ষোল শহর বাইপাসসহ প্রস্তাবিত সকল রেলপথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. নিরাপত্তা ও দ্রুতগতির স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ লেবেল ক্রসিংসমূহে আন্ডারপাস ও ওভারপাস চালু করতে হবে।

৫. পাহাড়তলী, সৈয়দপুর, কল-কারখানা সমূহকে আধুনিকায়ন করে ইঞ্জিন কোচ ও ওয়াগন সংযোজনের কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি লক্ষ্যে বন্দরে হ্যান্ডলিংকৃত কনটেইনারের ৫০% রেলের মাধ্যমে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. ১১ নং স্কেল হতে ২০ নং স্কেল পর্যন্ত বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে।

৮. রেলওয়ে আবাসন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করতে হবে।

৯. মহিলা কর্মচারীদের জন্য চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, পৃথক এবাদতখানা ও ওয়াশ রুমের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. পেনশন ৯০% এর স্থলে ১০০% এবং গ্র্যাচুইটি প্রতি টাকায় ২৩০ টাকার এর স্থলে ৪০০ টাকা করতে হবে।

১১. রেলের পতিত জায়গাসমূহে মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হোটেল মোটেল ও আবাসন প্রকল্প নির্মাণ করে রেলের আয়বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজে ৪০% কোটা নির্ধারণপূর্বক ৫০% রেয়াতি হারে রেলপোষ্যদের অধ্যয়নের সুবিধা দিতে হবে।

১৩. শূন্য পদের বিপরীতে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেলপোষ্যদের চাকরি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. এলএম, এএলএম, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ, অফিস সহকারী, মেডিক্যাল স্টাফ, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ও অফিস সহায়কদের ন্যায্য দাবিসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৫. ট্রাফিক স্টাফ, রানিং স্টাফ, স্টেশনমাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের পদসমূহের অনুকূলে আদালতের রায় অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

১৬. ১১নভেম্বর রাত পৌনে তিন ঘটিকার সময় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের মন্দবাগ স্টেশনের আউটার ক্রসিংয়ে আন্তঃনগর উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে আন্তঃনগর তুর্নানিশীথা ট্রেনের ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য সংগঠনের পক্ষ হতে গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছি। একইসাথে দুর্ঘটনায় যে সমস্ত যাত্রী নিহত হয়েছেন তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। যে সমস্ত যাত্রী আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত সুচিকিৎসা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। একই সাথে অভিজ্ঞ এবং কর্মঠ গার্ড ও চালকদের দিয়ে আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা করার দাবি জানাচ্ছি।

লিডারশিপ ট্রেনিং ক্যাম্প-২০১৯

শ্রমিক আন্দোলনে নৈতিকতাসম্পন্ন গতিশীল নেতৃত্বের বিকল্প নেই
-অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়েআছে শ্রমজীবী মানুষের অবদানে। কৃষি-শিল্প-সেবা ক্ষেত্রে শ্রমিকের শ্রমে-ঘামে জাতীয় উৎপাদন বেড়ে চলেছে। কিন্তু বিনিময়ে মানুষের মত বাঁচার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা শ্রমজীবী মানুষকে আজ মানবেতর জীবনে ঠেলে দিচ্ছে। একদিকে শ্রমিকের শ্রমে তৈরি হওয়া মূল্যের বড় অংশ আত্মসাৎ করে মালিক শ্রেণী মুনাফার পাহাড় গড়ছে অন্যদিকে মালিকদের শোষণ, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের অভিনয় করে কতিপয় শ্রমিক নেতৃত্বের ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়, শ্রমিক দরদি সেজে দাবি আদায়ের নামে মিথ্যা আশ্বাস শুনানোর ফলে শ্রমিক শ্রেণী প্রতিনিয়ত ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এ থেকেই বোঝা যায় নীতি আদর্শহীন সংগঠন ও নেতৃত্ব দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন কোন দিন সত্যিকার সফলতা অর্জন করতে পারবে না। তাই শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিক আন্দোলনে নৈতিকতাসম্পন্ন গতিশীল নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। গত ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত লিডারশিপ ট্রেনিং ক্যাম্পে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম আইন, শ্রমিক আন্দোলন, সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব, সমসাময়িক রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে ওপর বক্তব্য প্রদান করেন ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আ ন ম সামছুল ইসলাম, ডাঃ শফিকুর রহমান, হামিদুর রহমান আযাদ, মাওলানা এ টি এম মাসুম, মাওলানা এ এইচ এম আব্দুল হালিম, ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা আব্দুর রব, সিলেট মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান ও কবির আহমদ প্রমুখ। নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূইয়া, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, দফতর সম্পাদক আবুল হাশেম, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ। মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, সত্যিকার অর্থে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা, শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য দলীয় প্রভাবমুক্ত আদর্শভিত্তিক সৎ নেতৃত্ব ও সুস্থধারার নিয়মতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের বিকল্প নেই।

তাই তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্য করে বলেন, যতদিন এই পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল আছে ততদিন শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য দাবি আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। যার যার অবস্থানে থেকে শ্রমজীবী মানুষের সুখে দুঃখে অংশীদার হতে হবে এবং ইনসাফভিত্তিক শ্রমনীতি কায়েমের সংগ্রামে সবাইকে সম্পৃক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

ঢাকায় চিকিৎসাধীন বি.বাড়িয়ার ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের শয্যাপাশে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের সার্বিক খোঁজ-খবর ও সুচিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা করতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল যান বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আবুল হাশেম, সহ-প্রচার সম্পাদক আশরাফুল আলম ইকবালসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আতিকুর রহমান এ সময় ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য ও সুস্থতা কামনা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে বিশেষ দোয়া করেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং এই শোককে কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করেন। তিনি ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান ও যথাযথ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

উপজেলা সভাপতি সম্মেলন-২০১৯

ঢাকা বিভাগ পশ্চিম

গত ২২ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি সম্মেলন, বিভাগীয় সভাপতি জনাব আবুল বাসারের সভাপতিত্বে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের অঞ্চল পরিচালক আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুত তাওয়াব। সম্মেলনে জেলা ও উপজেলা সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম জেলা

গত ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুড়িগ্রাম জেলার উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুড়িগ্রাম জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল মতিন ফারুকী, রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন। জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলীর সভাপতিত্বে এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক শফিকুল হকের পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন উপজেলার সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর ও লালমনিরহাট জেলা

গত ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর ও লালমনিরহাট জেলার যৌথ উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, রংপুর বিভাগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলী ও লালমনিরহাট জেলার উপদেষ্টা মাওলানা হাবিবুর রহমান। উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট জেলা সভাপতি রেনায়েল আলম, রংপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক মালেক রব্বানী, লালমনিরহাট জেলা সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন উপজেলার সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা

গত ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার যৌথ উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, ঠাকুরগাঁও জেলার উপদেষ্টা সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আলমগীর হোসাইন, রংপুর বিভাগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলী সরকার। উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় জেলা সভাপতি হাসান আলী, ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি ফজলে রাব্বি মুর্তুজাবী, পঞ্চগড় জেলা সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেনসহ বিভিন্ন উপজেলার সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১-১৫ ডিসেম্বর দেশব্যাপী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেবাপক্ষ পালন- ২০১৯

ঢাকা মহানগরী উত্তর

অসচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ

গত ১ ডিসেম্বর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঘোষিত দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালনের অংশ হিসেবে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অসচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহ-সভাপতি মিজানুল হক, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পান্না ও নুরুল আমিন, বিমানবন্দর থানা উপদেষ্টা এনামুল হক শিপন, সুজারুল হক সুজন, শ্রম সম্পাদক হামিদুর রহমান আজাদসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

সেলাই মেশিন বিতরণ

সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ১৪ ডিসেম্বর ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। মহানগরী সভাপতি মহিবুল্লার সভাপতিত্বে ও মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উপদেষ্টা ড. রেজাউল করিম। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর উপদেষ্টা নাজিমুদ্দিন মোল্লা, বিমানবন্দর থানার উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম খলিল, এনামুল হক শিপন ও হামিদ হোসেন আজাদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

চিকিৎসা সেবা

দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। মহানগরী সভাপতি মুহিবুল্লার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। অন্যান্যদের মাঝে মহানগরী ও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শ্রমিকদের মাঝে চিকিৎসা সেবাসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ১০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের মিরপুর জোনের উদ্যোগে অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। অন্যান্যদের মাঝে মিরপুর জোনের বিভিন্ন থানা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া গত ২০ ডিসেম্বর মোহাম্মদপুর জোনের উদ্যোগে অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন থানা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

অসচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ

শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি নৈতিকতার মানোন্নয়ন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের লক্ষ্য -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিকদের নৈতিক মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তার ধারাবাহিকতার অংশবিশেষ দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালনের কর্মসূচি পালন করছে। গত ৪ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালনের অংশ হিসেবে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অসচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও শ্রমিক নেতা সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান প্রমুখ। তিনি আরো বলেন, সমাজের অসচ্ছল, অসহায় শ্রমিকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা গেলে শ্রমিকের জীবন মানোন্নয়নের পাশাপাশি দেশে আয় বৈষম্য কমানো সম্ভব। তিনি আরো বলেন, শ্রমজীবী মানুষ খুব কঠিন ও অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। এমতাবস্থায় মুক্তিকামী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে সেবার মন নিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমিকের ন্যায্য আয়, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত উন্নয়ন, পারিবারিক-সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, একজন শ্রমিককে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির জন্য নৈতিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যেই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কাজ করে যাচ্ছে।

খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ডেমরা অঞ্চলের উদ্যোগে গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ডেমরা অঞ্চলের পরিচালক শ্রমিক নেতা নুরুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাফিজুর

রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগ

গত ২ ডিসেম্বর ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের উদ্যোগে দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহিলাবিষয়ক সম্পাদিকা জনাবা রোজিনা আক্তারের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। অন্যান্যদের মধ্যে ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান এবং ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান ও মুগদা থানা উপদেষ্টা মতিউর রহমানসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরী

মশারি বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সদর অঞ্চলের উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে গত ১৩ ডিসেম্বর রিকশা শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমদ ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, মুহাম্মদ সাব্বির উসমানী, স. ম. শামীম প্রমুখ।

শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ

● কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি সেবাপক্ষ উপলক্ষে ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর জামালখান ওয়ার্ডের উদ্যোগে শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মাঝে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ওয়ার্ড সভাপতির সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি সাব্বির আহমদের পরিচালনায় শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন সদর অঞ্চল সভাপতি মকবুল আহমদ ও শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান প্রমুখ।

● ফেডারেশনের পতেঙ্গা থানার উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে থানা সভাপতি জনাব এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, মহানগরী সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান, শ্রমিক নেতা শাহাবুদ্দীন, নুরুল আলম, হারুনুর রশিদ, আব্দুল কাদের, স ম শামীম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

● কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজি: নং-চট্ট ১৯৩৭ আয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের পরিবারের সন্তানদের মাঝে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইউনিয়নের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম তুহিনের সভাপতিত্বে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়নের উপদেষ্টা এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মকবুল আহমদ ভূঁইয়া, প্রফেসর শওকত ইকবাল ফারুকী, রেজাউল করিম মুরাদ, কামরুল ইসলাম, মুহাম্মদ শাহজাহান, সাইফুল ইসলাম, কামাল উদ্দিন প্রমুখ।

হোটেল শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ

কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি 'সেবাপক্ষ' উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন রেজি নং-২২৪৭ এর উদ্যোগে অসহায় গরিবদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ ইসমাইলের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও মহানগরী অফিস সম্পাদক মোঃ নুরুন্নবী। আরো উপস্থিত ছিলেন হোটেল শ্রমিক নেতা আবদুস সাত্তার, মোঃ হাসান, মোঃ বেলায়াত হোসেন প্রমুখ।

শীতবস্ত্র বিতরণ

● কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আন্দরকিল্লা দক্ষিণের উদ্যোগে গত ৫ ডিসেম্বর শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর অঞ্চলের সহ-সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, তাজুল ইসলাম সুমন, মুহাম্মাদ রফিক, কফিল উদ্দীন, সাদেক, আব্দুল কাইয়ুম, ওবাইদুল হক, আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

● সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও থানার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন চান্দগাঁও থানা সভাপতি জনাব রুহুল আমিন, সহ- সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম, সেলিম উদ্দীন, আব্দুল আজিজ, সালমান, আজিজ উদ্দিন।

● সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বাকলিয়া থানার উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন থানা সভাপতি ও মহানগরী প্রশিক্ষণ সম্পাদক এম আসাদ আদিল। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন বাকলিয়া থানার সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইউনুছ চৌধুরী, চান্দগাঁও থানা সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলাম ফারুকী, নুরুর রশিদ, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।

● কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ উপলক্ষে ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর আলকরন ওয়ার্ড পশ্চিম শাখার উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমদ, শ্রমিক নেতা নুরুল ইসলাম টিটু, আব্দুল্লাহ বেলাল, ওয়ার্ড সভাপতি রহমত উল্লাহ, মঈনুদ্দিন সোহেল, রবিউল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসা সহায়তা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বায়েজিদ থানার উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে শ্রমিকদের মাঝে কম্বল, শিক্ষাসামগ্রী ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেন। থানা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমদ ভুঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামাল উদ্দীন চৌধুরী, মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দীন, স. ম. শামীম, মুহাম্মদ জাফর ইসলাম,

মুহাম্মাদ আজাদ হোসেন, মুহাম্মদ ওমর ফারুক ও মুহাম্মদ নাসির উদ্দীনসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী মহানগরী

কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ৬ ডিসেম্বর ফেডারেশনের রাজশাহী মহানগরী শাখার উদ্যোগে অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য বিতরণ এবং রিকশা শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। রাজশাহী মহানগরী সভাপতি আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং রাজশাহী অঞ্চল পরিচালক জনাব মোঃ মজিবর রহমান ভূইয়া। অন্যান্যদের মধ্যে মহানগরীর বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা মহানগরী

সেলাই মেশিন বিতরণ

গত ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের খুলনা মহানগরী শাখার উদ্যোগে মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা মহানগরী সভাপতি মুহিব্বুর রসুল খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলমসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ছাগল বিতরণ

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের খুলনা মহানগরী শাখার উদ্যোগে অসচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়। মহানগরী সভাপতি মুহিব্বুর রসুল খানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং খুলনা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এ ছাড়া স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট মহানগরী

আর্থিক সহযোগিতা প্রদান

দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে সিলেট মহানগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ সহযোগিতা প্রদান করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলী। এ সময় স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শীতবস্ত্র বিতরণ

কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ৯ ডিসেম্বর ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং সিলেট মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং সিলেট বিভাগীয় সভাপতি ফখরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে মহানগরীর বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিক নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরী

দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরী উদ্যোগে দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। মহানগর সভাপতি আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসেন মুন্নার সঞ্চালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ মহানগরী সহ-সভাপতি নুরুজ্জামান, মোশারফ হোসাইন, কোষাধ্যক্ষ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফাইসুল, শ্রমিক নেতা মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম শিকদার প্রমুখ।

বরিশাল মহানগরী

মশারি বিতরণ

গত ২ ডিসেম্বর ফেডারেশনের বরিশাল মহানগরী শাখার উদ্যোগে সেবাপক্ষ উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে মশারি বিতরণ করা হয়। বরিশাল মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহে আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা জহির উদ্দিন মোঃ বাবর। অন্যান্যদের মধ্যে মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নগদ অর্থ প্রদান

গত ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরী শাখার উদ্যোগে বরিশাল বালুর মাঠ বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। বরিশাল মহানগরীর সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহে আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা জনাব জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর। এ সময় মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ কামাল হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর মহানগরী

রংপুর মহানগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং রংপুর মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট কাওছার আলী ও পরশুরাম থানা সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম। অপর এক প্রোগ্রামে নগরীর মহিলা শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেন মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট কাওছার আলী এবং মহিলা বিভাগের সাধারণ সম্পাদক ছিদ্দিকা খাতুন বিথী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়া মাহিগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে টিন প্রদান করেন মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান বেলালসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লা মহানগরী

কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে গত ১৩ ডিসেম্বর কুমিল্লা মহানগরী পরিবহন সেক্টরের উদ্যোগে ড্রাইভার ও পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র, স্কুল ব্যাগ, শুকনো খাবারের প্যাকেট ও টুথব্রাশ বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, মহানগরীর সাবেক সভাপতি মাস্টার আমিনুল হক, মহানগর সভাপতি কাজি নজির আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিবহন সেক্টর সভাপতি মোঃ রিপন, নাজিমুদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

টিউবওয়েল বিতরণ

গত সেবাপক্ষ উপলক্ষে কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে মাটিকাটা শ্রমিকদের মাঝে টুকরি বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া নগরীর পূর্ব থানায় ২টি টিউবওয়েল বিতরণে ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজি নজির আহমদ, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, পূর্ব থানা সাধারণ সম্পাদক কাজি মোঃ নুর হোসেনসহ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ মহানগরী

কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হোসেন সুজনসহ বিভিন্ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অপর এক অনুষ্ঠানে কাঠমিস্ত্রি শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা

শীতবস্ত্র ও খাদ্য বিতরণ

● গত ১১ ডিসেম্বর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলার হাটহাজারী থানা শাখার উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শ্রমিক সমাবেশ ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। থানা সভাপতি এস এম রাশেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি শ্রমিক নেতা জনাব মুহাম্মদ ইছহাক। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবুবকর, প্রধান উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মুঃ সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

● গত ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলার বারৈয়ারহাটে সেবাপক্ষ উপলক্ষে শ্রমিক সমাবেশ, খাবার বিতরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শ্রমিক নেতা আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আনোয়ারা জুট মিলের প্রাক্তন সভাপতি আবুল হোসেন, নজরুল ইসলামসহ নেতৃবৃন্দ।

খাদ্যসামগ্রী ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ

গত ৭ ডিসেম্বর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সীতাকুণ্ড নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবুবকর। শ্রমিক নেতা একরামুল হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কামরুল ইসলাম রাজ ও নির্মাণশ্রমিক নেতা সালাউদ্দিন।

এ ছাড়াও সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে গত ৮ ডিসেম্বর ফেডারেশনের সীতাকুন্ড শাখা কর্তৃক ফ্রি ব্লাড টেস্ট, চিকিৎসাসেবা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি অ্যাডভোকেট আশরাফের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর। আরো উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার ফখরুল্লাহ, কামরুল ইসলাম রাজসহ স্থানীয় শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

চিকিৎসা সেবা প্রদান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মিরসরাই থানার উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে সাধারণ ও কৃষি শ্রমিকদের জন্য মঘাদিয়াতে চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। থানা সভাপতি শামসুদ্দিন ভুঁইয়ার ব্যবস্থাপনায় ক্যাম্পে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপদেষ্টা মাওলানা আনোয়ারুল্লাহ আল মামুন। ব্যবস্থাপত্র দেন ডাক্তার রেদোয়ানুল হক, ডাক্তার নুরুদ্দিন। ব্লাড গ্রুপিং করেন মিঃ দিদারুল আলম। ব্লাড গ্লুকোজ চেক করেন জনাব শামসুদ্দিন। দন্ত চিকিৎসা প্রদান করেন সোহেল রানা। ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করেন মোঃ তারেক, কুতুবউদ্দিন, নাঈম, শরীফ হোসাইন, আমজাদ হোসাইন ও অহীদুন্নবী চৌধুরী প্রমুখ। সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছিলো মোহাম্মদিয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও মাতৃ ডেন্টাল কেয়ার।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা

কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ উপলক্ষে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে গত ৩ ডিসেম্বর সাতকানিয়ায় নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি মনছুর আলীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোহাম্মদ ইসহাক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান। সাতকানিয়া থানা সভাপতি রফিকুল ইসলাম প্রফেসর জয়নালের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা উপদেষ্টা মাওলানা কামাল উদ্দিন, এম এ জলিল প্রমুখ। সমাবেশ শেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহযোগিতা হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

চাঁদপুর জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁদপুর জেলার উদ্যোগে গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। এই সময় স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্মীপুর জেলা

গত ১১ ডিসেম্বর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঘোষিত সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে বাসটার্মিনাল শ্রমিকদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা এ আর হাফিজ উল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী। শহর শাখার সভাপতি হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শহর শাখার প্রধান উপদেষ্টা শামসুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিবহন শ্রমিকদের সভাপতি জাকির হোসেন সবুজ, শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক শামসুল হুদা, সহ-সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল আলম মিরন, শরিফ হোসাইন প্রমুখ। এ সময় দুই শতাধিক শ্রমিকের মাঝে ঔষধ বিতরণ ও এক শতাধিক শ্রমিকের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করা হয়।

ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের মাঝে ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। উপজেলা সভাপতি আবদুল হাকিমের সভাপতিত্বে ও উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী। উপস্থিত ছিলেন উপজেলার উপদেষ্টা মোস্তফা মোল্লাহ, মান্দারী ইউনিয়ন সভাপতি মাওলানা আনোয়ার হোসেনসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

রাজবাড়ী জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী পৌরসভার উদ্যোগে গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার কৃষিজীবী শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সহ-সভাপতি এস এম শাহজাহান। এ সময় স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা উত্তর জেলা

শীতবস্ত্র বিতরণ

কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ উপলক্ষে ফেডারেশনের কুমিল্লা উত্তর জেলার বুড়িচং ও বি-পাড়া উপজেলার অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। কুমিল্লা উত্তর জেলা সভাপতি অধ্যাপক

মোঃ গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম উত্তর বিভাগীয় সভাপতি ড. সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন ছিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বুড়িচং ও বি-পাড়া উপজেলার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খাবার বিতরণ

কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের কুমিল্লা উত্তর জেলার দেবিদ্বার উপজেলায় ইটভাটায় মহিলা শ্রমিকদের মাঝে হিজাব, খাবার ও সাহিত্য বিতরণ করা হয়। উপজেলা মহিলা শ্রম বিভাগের উপদেষ্টা ফেরদৌসী আক্তারের ব্যবস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা শ্রম বিভাগের সেক্রেটারি রহিমা সুলতানা তাহেরা।

কুমিল্লা জেলা দক্ষিণ

● সেবাপক্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বরুড়া উপজেলার সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিমের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরুড়া উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা জাকারিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা নির্বাহী সদস্য হারিসুর রহমানসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

● ফেডারেশনের কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে গত ৮ ডিসেম্বর অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন জেলা সভাপতি মুঃ খাইরুল ইসলাম, জেলা দক্ষিণ সহ-সাধারণ সম্পাদক সেক্রেটারি মমিনুল ইসলাম। সদর দক্ষিণ উপজেলা সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

ঢাকা জেলা উত্তর

নগদ অর্থ ও সেলাই মেশিন বিতরণ

গত ৭ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালনের অংশ হিসেবে ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে রানা প্লাজায় আহত কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নগদ অর্থ ও সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ফেডারেশনের ঢাকা জেলা উত্তরের সভাপতি শাহাদাৎ হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ও ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মনসুর রহমান, ঢাকা জেলা উত্তরের সাবেক উপদেষ্টা মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন, ঢাকা জেলা উত্তরের উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আফজাল হুসাইন প্রমুখ।

লুঙ্গি গামছা বিতরণ

ফেডারেশনের কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ২ ডিসেম্বর ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে রিকশা শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি ও গামছা বিতরণ করা হয়। ঢাকা জেলা উত্তরের সভাপতি শাহাদাৎ হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মোঃ মুনসুর রহমান।

সিলেট জেলা উত্তর

গত ১৭ ডিসেম্বর শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে সিলেট উত্তর জেলা শাখার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে পাথর শ্রমিকদের বেলচা বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত শ্রমিক সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট উত্তর জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ মাওলানা আব্দুল হক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক চমক আলী মেম্বার। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সভাপতি রুহুল আমিন, সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা গোলাপ মিয়া, জয়নাল আবেদীন এবং লিটন মিয়া প্রমুখ।

শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ১৫ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে সিলেট উত্তর জেলার উদ্যোগে গোয়াইন ঘাটের সালুটিকরে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এবং সিলেট অঞ্চল পরিচালক হাফিজ আব্দুল হাই হারুন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে ফেডারেশনের সিলেট উত্তর জেলা সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, হযরত মাওলানা আসাদুজ্জামান, মাওলানা একরামুল হক, হাজী আব্দুল মুহিত মাসুদ, ইমরুল হাসান, আলহাজ্ব সাইদুর রহমান, জামাল উদ্দিন, ইরন মিয়া, শাহিন আহমেদ, আব্বাস আলী, জমসেদ কালা ও সুজন মিয়াসহ স্থানীয় ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট জেলা দক্ষিণ

ছাগল বিতরণ

গত ৯ ডিসেম্বর সোমবার সকাল ১০টায় শ্রমিক সেবাপক্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিলেট জেলার মোগলাবাজার থানা শাখার উদ্যোগে কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে ছাগল ও সার বিতরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা ফেডারেশনের উপদেষ্টা ও ফেডারেশনের সিলেট দক্ষিণ জেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম। মোগলাবাজার থানা সভাপতি এজাজুর রহমান পারভেজের সভাপতিত্বে ও ইকবাল আহমদ সুমনের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, জেলা সাধারণ সম্পাদক রেহান উদ্দিন রায়হান, জেলা কোষাধ্যক্ষ আতিকুল ইসলাম ও খালেদ আহমদ প্রমুখ। সভা শেষে কৃষকদের মধ্যে ছাগল ও সার বিতরণ করা হয়।

সেলাই মেশিন বিতরণ

গত ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টায় দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সেবাপক্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফেডারেশনের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার উদ্যোগে অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমিকদের সেলাই মেশিন, ছাগল ও পানির ফিল্টার বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। দক্ষিণ সুরমা উপজেলা সভাপতি আব্দুল কাদিরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জমির হোসাইনের পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, সিলেট বিভাগের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফারুক আহমদ, সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, লালাবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খায়রুল আফিয়ান চৌধুরী, বর্তমান চেয়ারম্যান পীর ফয়জুল হক ইকবাল, জেলা সাধারণ সম্পাদক রেহান উদ্দিন রায়হান, উপজেলা উপদেষ্টা বদরুল হক, জেলা কোষাধ্যক্ষ আতিকুল ইসলাম, জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহেদুর রহমান, সাবেক উপজেলা সভাপতি ডাক্তার গিয়াস উদ্দিন, আব্দুল মুহিত। আরো উপস্থিতি ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা আমিনুল ইসলাম আনহার, পরিবহন শ্রমিকনেতা মামুনুর রশীদ, জুলহাস হোসাইন বাদল, শ্রকিকনেতা মৌরশ আলী, রুহুল আমীন, দবির আহমদ, শেরওয়ান আহমদ আবু বকর প্রমুখ। সমাবেশ শেষে অসহায় শ্রমিকদের মধ্যে পানির ফিল্টার, সেলাই মেশিন ও ছাগল বিতরণ করা হয়।

শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ

গত ১১ ডিসেম্বর বুধবার সকাল ১১ ঘটিকায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে ফেডারেশন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখার উদ্যোগে স্যানিটারি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট দক্ষিণ জেলার উপদেষ্টা এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজ নাজমুল ইসলাম। ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি রুকুনুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও ঘিলাছড়া ইউনিয়ন শাখার সভাপতি শেখ কামরান আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা দক্ষিণ শাখার সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যান রেহান উদ্দিন রায়হান, ফেঞ্চুগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের সেক্রেটারি ও প্রস্তাবিত শওকত আলী ফাউন্ডেশনের সভাপতি বদরুল ইসলাম রাজা, ১ নং ফেঞ্চুগঞ্জ সদর ইউনিয়ন শ্রমিক কল্যাণের উপদেষ্টা সেলিম আহমদ চৌধুরী, ফেডারেশন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার সহ-সভাপতি হাজী বেলাল আহমদ ও আব্দুল কাদির ফজল, মাওলানা শামিম আহমদ। উপস্থিত ছিলেন সোয়েব আহমদ চৌধুরী, শ্রমিক নেতা রেজাউল করিম চৌধুরী কুটি, জাকির হোসাইন, আব্দুল বারি, আব্দুল হালিম প্রমুখ। কেন্দ্র ঘোষিত দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখার উদ্যোগে গরিব শ্রমিকদের মধ্যে এ সময় ২টি ল্যাট্রিন তৈরি করে দেওয়া ও শ্রমিক কর্মীদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

মশারি বিতরণ

দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে গত ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে বিশ্বনাথ উপজেলা সদরে শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামে ফেডারেশনের সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া স্থানীয় শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ছাগল বিতরণ

গত ১৭ ডিসেম্বর ফেডারেশনের সেবাপক্ষের কর্মসূচির অংশ হিসাবে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলা শাখার উদ্যোগে বোয়ালজুর বাজারে অসহায় খেটে খাওয়া কৃষক শ্রমিকদের মাঝে সার ও ছাগল বিতরণ করা হয়। বালাগঞ্জ উপজেলা সহ-সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমানের পরিচালনায় শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং সিলেট বিভাগীয় সভাপতি ফখরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বালাগঞ্জ উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট সমাজসেবা ও শিক্ষানুরাগী ডাক্তার আব্দুল জলিল, জেলা সাধারণ সম্পাদক রেহান উদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহিদুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মতিন, রেদোয়ানুর রহমান, নুরুল ইসলাম, নুরুল আমিন, আব্দুল করিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

স্কুল ব্যাগ বিতরণ

● গত ১১ ডিসেম্বর বুধবার দুপুর ১২ ঘটিকায় ফেডারেশনের সিলেট দক্ষিণ জেলার বিয়ানীবাজার পৌরসভা সদরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিয়ানীবাজার পৌরসভা শাখার উদ্যোগে অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমিক সন্তানদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান। জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বিয়ানীবাজার পৌরসভা সভাপতি আশিকুর রহমান হেলালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসাইনের পরিচালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পৌরসভা শাখার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুস্তাফা উদ্দিন, জেলা কোষাধ্যক্ষ আতিকুল ইসলাম, সিলেট জেলা বারের সদস্য অ্যাডভোকেট আসাদ উদ্দিন, বিয়ানীবাজার উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেলিম উদ্দিন। আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা আবুল আহসান জাবুর, হেলাল আহমদ, গোলাম কিবরিয়া, আহমদ হোসেন, কামরুল ইসলাম, মুহিবুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশ শেষে অসহায় খেটে খাওয়া অর্ধশতাধিক শ্রমিক সন্তানদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ ও ছাগল বিতরণ করা হয়।

● গত ১২ ডিসেম্বর দুপুর ১২ ঘটিকায় গোলাপগঞ্জ উপজেলা সদরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিলেট দক্ষিণ জেলার গোলাপগঞ্জ পৌরসভা শাখার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিক সন্তানদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ বিতরণ করা হয়। পৌরসভা সভাপতি অ্যাডভোকেট মাযাহারুল হক লিটনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রিমন আহমদের পরিচালনায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা শ্রমিক কল্যাণের অন্যতম উপদেষ্টা শিক্ষাবিদ জিন্নুর আহমদ চৌধুরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক রেহান উদ্দিন রায়হান, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হান্নান, ব্যবসায়ী আবিদ হোসাইন, ছাত্রনেতা শাখরুল ইসলাম প্রমুখ। সভা শেষে অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমিকদের স্কুলগামী সন্তানদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ বিতরণ করা হয়।

মৌলভীবাজার জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মৌলভীবাজার পৌরসভার উদ্যোগে শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র, শিক্ষাসামগ্রী এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। পৌর সভাপতি আলকাছুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার জেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব আব্দুল মান্নান, সিলেট বিভাগের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফারুক আহমেদ, মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও জেলা সাধারণ সম্পাদক আহমদ ফারুক প্রমুখ।

নওগাঁ জেলা পূর্ব

শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলা শাখার উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে রিকশা ও ভ্যান চালকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা, খন্দকার আব্দুর রাকিব। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুর রশিদ ও ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মীর আবুল কালাম আজাদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সমাজসেবক মোঃ মোতাহার হোসেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনে জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোনায়েম হোসাইন, জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম, মান্দা উপজেলা সভাপতি মোঃ ইয়াসিন আলী ও ফেডারেশনের উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা, ডা: মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

● গত ৭ ডিসেম্বর দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে নওগাঁ জেলা পূর্ব শাখা চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে চাতাল শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রাব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ পূর্ব জেলার উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুর রকিব।

ঠাকুরগাঁও জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সদর থানা পূর্বের সভাপতি আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আল মামুনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর বিভাগীয় সভাপতি আবুল হাসেম বাদল। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও ফেডারেশনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলমগীর হোসাইন, জেলা সভাপতি ফজলে রাব্বী মোর্তজাবী, সদর থানা উপদেষ্টা সোলায়মান আলী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুল মজিদ, নুরুল হুদা, আমির হোসেন (মেম্বার), আনোয়ার হোসেন, আব্দুল খালেক প্রমুখ।

মানিকগঞ্জ জেলা

দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে মানিকগঞ্জ জেলার উদ্যোগে গত ৮ ডিসেম্বর অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ও ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক উপদেষ্টা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, হাফেজ মাওলানা কামরুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা সদস্য হাফেজ মাওলানা আবুল কালাম আযাদসহ স্থানীয় শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

নাটোর জেলা

দেশব্যাপী শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে গত ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার উদ্যোগে গুরুদাসপুর উপজেলা স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়ন এবং গুরুদাসপুর উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়নের যৌথ আয়োজনে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও মেডিক্যাল চেকআপ করা হয়। বেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও শের মাহমুদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের সাধারণ সম্পাদক ও নাটোর জেলা সভাপতি ড. মোঃ জিয়াউল হক জিয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মফিজ উদ্দিন, শ্রমিক নেতা আফতাব উদ্দিন, শোয়াইব হোসেন ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিকদের ব্লাড গ্রুপিং ও মেডিক্যাল চেকআপ করা হয়।

লালমনিরহাট জেলা

শীতবস্ত্র ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ

● গত ২ ডিসেম্বর ফেডারেশনের লালমনিরহাট জেলা শাখার উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ উপলক্ষে দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং তাদের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের মাঝে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি রেনায়েল আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলার উপদেষ্টা শাহ আলম। অন্যান্যদের মধ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

● গত ২১ ডিসেম্বর সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের উদ্যোগে অসহায় গরিব শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি রেনায়েল আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, লালমনিরহাট জেলা উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট আব্দুল বাতেন, মাওলানা হাবীবুর রহমান ও রংপুর বিভাগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলী প্রমুখ।

ময়মনসিংহ জেলা

গত ১ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলা শাখার উদ্যোগে অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি মাহবুব রশিদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল পরিচালক মজিবুর রহমান ভুঁইয়া। অনুষ্ঠানে স্থানীয় এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অপর এক প্রোগ্রামে জেলার ভালুকা উপজেলার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মোঃ মুজিবুর রহমান ভুঁইয়া।

কিশোরগঞ্জ জেলা

কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ৯ ডিসেম্বর ফেডারেশনের কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে শ্রমজীবী অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলা সভাপতি খালেদ হাসান জুম্মনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক রমজান আলী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী পশ্চিম জেলা

কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ৮ ডিসেম্বর ফেডারেশনের রাজশাহী গোদাগাড়ি উপজেলার উদ্যোগে গোদাগাড়ি উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকদের মাঝে গেঞ্জি বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং রাজশাহী অঞ্চল পরিচালক মজিবুর রহমান ভুইয়া। অন্যান্যদের মাঝে উপজেলার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর জেলা

গত ২০ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর পৌরসভার উদ্যোগে বিভিন্ন পেশার গরিব শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন, শীতবস্ত্র ও মুরগি বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মনসুর রহমান। কালিয়াকৈর পৌরসভা প্রধান উপদেষ্টা রোকন উদ্দিন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

ফেনী জেলা

গত ১৫ ডিসেম্বর ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় এবং ফেনী শহরে অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র, শিক্ষা উপকরণ এবং সেলাই মেশিন বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন ছিদ্দিকী। উক্ত অনুষ্ঠানে ফেনী জেলা সভাপতি শাহ আলম, ফেনী শহর ও সোনাগাজী উপজেলার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদী জেলা

সেলাই মেশিন, শীতবস্ত্র, ঔষধ ও স্কুল ব্যাগ বিতরণ

● গত ১৫ ডিসেম্বর ফেডারেশনের নরসিংদী জেলার রায়পুরা পশ্চিম থানায় একজন অসহায় লোককে আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং নরসিংদী জেলা সভাপতি শামছুল ইসলাম তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রায়পুরা থানা উপদেষ্টা মাওলানা আদিল ভূইয়া ও অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

● সেবাপক্ষের কর্মসূচির অংশ হিসাবে ফেডারেশনের নরসিংদী জেলার পলাশ থানার উদ্যোগে অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, গরিব শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুল ব্যাগ প্রদান, অসহায় শ্রমিকদের খাবার খাওয়ানো এবং রোগীদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। পলাশ থানা সভাপতি খ. ম উদ্দিনের সভাপতিত্বে থানা সাধারণ সম্পাদক আলফাজ উদ্দিনসহ পলাশ থানার বিভিন্ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর জেলা উত্তর

গত ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে দিনাজপুর উত্তর জেলা শাখার খানসামা উপজেলা শাখার উদ্যোগে অসহায় গরিব শ্রমিকদের ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প করা হয়। ফেডারেশনের থানা সভাপতি মুহিতুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোঃ জাকিরুল ইসলাম।

ভ্যান বিতরণ

কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১৩ ডিসেম্বর গরিব শ্রমিকদের মাঝে ভ্যান বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি জাকিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত ভ্যান বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা আনিছুর রহমান, রংপুর বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বরিশাল পূর্ব জেলা

গত ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের বরিশাল পূর্ব জেলা শাখার উদ্যোগে জেলার অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে বাবুগঞ্জ উপজেলা উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম, জেলা সভাপতি জহিরুল ইসলাম ইয়ামিন ও উপজেলা সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পটুয়াখালী জেলা

গত ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের পটুয়াখালী জেলার অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে জেলা সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হবিগঞ্জ জেলা

গত ১১ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের হবিগঞ্জ জেলার অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সেক্টরের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে দর্জি ও হোটেল শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। পৌর সভাপতি ইব্রাহিম খলিলের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা মেয়র অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি আব্দুস সবুর ও জেলা সহ-সভাপতি আলাউদ্দিন প্রমুখ।

খাগড়াছড়ি জেলা

সেবাপক্ষ উপলক্ষে ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থ শ্রমিকদের মাঝে কম্বল এবং খাদ্য বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ আব্দুল মোমেন, খাগড়াছড়ি পৌরসভা দোকান কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ইলিয়াসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নোয়াখালী জেলা

গত ১৪ ডিসেম্বর সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলা সদরের একটি মিলনায়তনে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি জহিরুল আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম উত্তর বিভাগীয় সভাপতি ড. সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন ছিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইল জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন কর্মসূচির অংশ হিসাবে গত ১৯ ডিসেম্বর ফেডারেশনের টাঙ্গাইল জেলা শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক সরকার কবির উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব আহসান হাবীব মাসুদ। এ ছাড়াও জেলা ও ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাদারীপুর জেলা

গত ২১ ডিসেম্বর শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে মাদারীপুর জেলায় শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা অঞ্চল পশ্চিমের পরিচালক আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক

এবং ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি আবুল বাসার, জেলা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, অ্যাডভোকেট মিজান খান, জেলা আইন আদালত সম্পাদক অ্যাডভোকেট জুবায়ের আল মাহমুদসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ব্লাড গ্রুপিং

গত ১১ ডিসেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ পালনের অংশ হিসাবে ফেডারেশনের মাদারীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ফ্রি মেডিক্যাল টিম এবং ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। জেলা সভাপতি দেলাওয়ার হোসের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে জেলা সাধারণ সম্পাদক এস এম জামান, জেলা আইন আদালত সম্পাদক অ্যাডভোকেট জুবায়ের আল মাহমুদসহ জেলা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও সেক্টরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন কর্মসূচির অংশ হিসাবে গত ১৯ ডিসেম্বর ফেডারেশনের রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি আব্দুল গনির সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা এ টি এম আজম খান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিঠাপুকুর থানা সভাপতি তাজুল ইসলামসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কুড়িগ্রাম জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে গত ২০ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম জেলা শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন এবং জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপজেলার সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেলাই মেশিন বিতরণ

গত ১৪ ডিসেম্বর শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার উদ্যোগে বিভিন্ন পেশার গরিব শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন, ধান বীজ ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল। বিশেষ অতিথি ছিলেন রংপুর বিভাগের সাধারণ সম্পাদক ও কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলী সরকার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন থানা উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল মালেক, ফেডারেশনের থানা সভাপতি মাওলানা সেকেন্দার আলী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

শরীয়তপুর জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালনের কর্মসূচির অংশ হিসাবে শরীয়তপুর জেলার উদ্যোগে গত ২১ ডিসেম্বর অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি মাওলানা ফরিদ হুসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা অঞ্চল পশ্চিমের পরিচালক মোঃ আজহারুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে জেলা সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন মোল্লা শাহীনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজার জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে কক্সবাজার জেলা শাখার উদ্যোগে রিকশা ও সিএনজি শ্রমিকদের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি মাওলানা আলমগীর হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে সুনামগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে পাথর ও বালি শ্রমিকদের মাঝে কোদাল ও বেলচা বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি শাহ আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এবং সিলেট অঞ্চলের পরিচালক হাফিজ আব্দুল হাই হারুন। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ জেলার বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১১ ডিসেম্বর কৃষি শ্রমিকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি ড. আজগর আলীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আমিন আহমদ মাস্তান, আব্দুল মজিদ শিকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বি-বাড়িয়া জেলা

শ্রমিক সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে বি-বাড়িয়া জেলা শাখার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন

গত ৩ ডিসেম্বর শ্রমিক সেবাপক্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে ড্রাইভিং লাইসেন্স করার জন্য ড্রাইভারদের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কবির আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা আতিকুর রহমান, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিক নেতা এইচ এম আতিকুর রহমান, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় গার্মেন্টস বিভাগ

কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় গার্মেন্টস বিভাগ গত ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন গার্মেন্টস বিভাগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির, জাতীয় গার্মেন্টস কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ অঞ্চল সভাপতি আবু হানিফ, লোকাল গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ জুলহাস প্রমুখ

বিবৃতি

তাজরীন অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন আজও হয়নি -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সাত বছর পরও প্রতিশ্রুতির সহায়তা পাননি তাজরিন ফ্যাশন লিমিটেডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও আহত শ্রমিকরা। ২০১২ সালে ২৪ নভেম্বর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১৩ শ্রমিক নিহত ও প্রায় ১২০০ শ্রমিক আহত হয়। ওই সময় প্রধানমন্ত্রী, বিজিএমইএ, শ্রম মন্ত্রণালয়সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন আজও হয়নি। ২৪ নভেম্বর তাজরীন ফ্যাশনের সাত বছর পূর্বের এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা স্মরণ করে এক বিবৃতিতে তিনি এই কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, তাজরীন ফ্যাশনের ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুর্নবাসনের জন্য মুখরোচক শিরোনাম মিডিয়ায় ঘোষণা দিলেও বাস্তবে তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। ইতোমধ্যে বহু শ্রমিক পঙ্গুত্ব বরণ করে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদের কোনো ধরনের যথাযথ ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। নিহতদের পরিবার কিছু ক্ষতিপূরণ পেলেও আহত শ্রমিকদের ভাগ্যে যন্ত্রণা আর কষ্ট ছাড়া তেমন কিছুই জোটেনি। দু'মুঠো আহার যোগানোই এখন তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি চিকিৎসা পর্যন্ত করতে পারছেন না আহত শ্রমিকরা। আহত শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা তাদের ফলোআপ চিকিৎসা হচ্ছে না। এ বিষয়ে কেউ দায়িত্বও নিচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, আহত শ্রমিকদের যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে এই অর্থ অপর্যাপ্ত। বর্তমান আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ একেবারেই কম। গুরুতর আহত শ্রমিকদের লস অব আর্নিংসের ক্ষতিপূরণ দেয়া দরকার। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, সাত বছর অনেক সময়। ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জন্য আর কত অপেক্ষা করতে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের। আমরা চাই, দ্রুত তাজরীন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ডে হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হোক। অনেকে পঙ্গু অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নিশ্চিত জীবনের ধারায় ফিরিয়ে আনতে এবং দ্রুত দেশের সব গার্মেন্টস কারখানার নিরাপদ অবকাঠামো ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে গার্মেন্টস মালিক, সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে তিনি আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর পরিচালনায় সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, দলাদলি, সময়মতো কাঁচাপাট কিনতে ব্যর্থ হওয়া, দলীয় দৌরাত্ম্য, পুরাতন মেশিন ও দুর্নীতিরোধে ব্যর্থ হওয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর পরিচালনায় সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। গত ২৬ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার পাটকল শ্রমিকদের মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন, বকেয়া বেতন পরিশোধসহ ১১ দফা দাবিতে, দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচির সমর্থন জানিয়ে এক বিবৃতিতে তিনি এই কথা বলেন। তিনি বলেন, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, দলীয় শ্রমিক নেতাদের দৌরাত্ম্য, পুরনো আমলের মেশিন- এরকম বেশ কিছু কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো বহুকাল থেকেই লোকসান গুনছে। লোকসানের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। তিনি পাট মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে বলেন, গত অর্থবছরে লোকসান হয়েছে ৪৬৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে লোকসান হতে পারে ৬০০ কোটি টাকা। ভর্তুকি দিয়েই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এ শিল্পকে। এক দশকে এই পাটকলে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে ৭ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা। তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনে (বিজেএমএসি) দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা ব্যাপক। তিনি পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিএসএস) তথ্য মতে বলেন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১ কুইন্টাল পাট কেনা হয়েছে ৪ হাজার ৮১৯ টাকায়। অথচ ওই সময় বাজারে মূল্য ছিল কুইন্টাল প্রতি চার হাজার ৪১৬ টাকা। বিজেএমসির কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ফড়িয়াদের মাধ্যমে বেশি দামে মানহীন পাট সংগ্রহ করা হয় বাজার থেকে। মিয়া গোলাম পরওয়ার মনে করেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাট খাতকে টিকিয়ে রাখতে সাহসী এবং বড় ধরনের সংস্কার কর্মসূচি দরকার। প্রতিযোগিতামূলক রফতানি বাণিজ্যের জন্য আধুনিক সরবরাহ কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। আধুনিক মেশিনারিজ স্থাপন করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রফতানিসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা বাণিজ্যভিত্তিক করতে হবে। পাটপণ্য উৎপাদনে কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। মৌসুমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পাট সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাট সংগ্রহের এই প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি বন্ধসহ পাটকল শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বকেয়া বেতন-মজুরি পরিশোধ করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আহবান জানান।

নতুন সড়ক পরিবহন আইন ভারসাম্যপূর্ণ করতে সরকারের প্রতি আহবান -অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

নতুন সড়ক পরিবহন আইন মালিক-শ্রমিকের সমঝোতায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ আইন কার্যকর করতে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। সারা দেশে বাস-ট্রাক সড়ক পরিবহন ধর্মঘটের ফলে সৃষ্ট অচল অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে গত ২১ নভেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি এই কথা বলেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, একটি আইন কার্যকর করার আগে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবহনের জন্য কতটুকু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন তা মালিক-শ্রমিকের জানার অধিকার রয়েছে। আমদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় একদিকে রাস্তা কম অন্যদিকে বিদ্যমান রাস্তাগুলোও প্রয়োজনের আলোকে প্রশস্ত নয়। সে ক্ষেত্রে রাস্তা প্রশস্ত ও পার্কিং-এর জন্য যথেষ্ট জায়গা না দিয়ে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানোর অপরাধে শ্রমিকদের উপর দ্বিগুণ হারে জরিমানা ও শাস্তির আইন আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। ফলে শ্রমিকদের পক্ষে তা মানা অনেকটাই কষ্টসাধ্য। তিনি সরকারকে উদ্দেশ করে বলেন, সড়কে শুধুমাত্র ড্রাইভারের কারণে দুর্ঘটনা ঘটেনা, অনেক সময় পথচারী কিংবা আনুষঙ্গিক কারণেও দুর্ঘটনা ঘটছে। আমাদের দেশে বিদ্যমান আইনে একজন অপরাধীর অপরাধ প্রমাণ করতে দীর্ঘ সময় নেন তদন্ত কর্মকর্তারা, সে ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং দায়ীকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে জামিন অযোগ্য আইন ও বিশাল অঙ্কের জরিমানা কোনভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না। তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, ট্রাফিক পুলিশের অনিয়ম-দুর্নীতি যদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তবে নতুন আইন আদৌ কোনো ফল দেবে না। বরং এতে আইনের অপব্যবহার বাড়বে এবং জনগণ চরম হয়রানির মধ্যে পড়বে। ফিটনেস সনদ ছাড়া গাড়ি চলাচল বন্ধ করতে হলে ফিটনেস সনদ পাওয়া সহজ করতে হবে। এ ছাড়া ফুটপাথ হাঁটার উপযোগী রাখা, পথচারী পারাপারের জন্য প্রয়োজনীয় জেব্রা ক্রসিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত পার্কিং ব্যবস্থা না করতে পারলে শুধু বিশাল অঙ্কের জরিমানা ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে সড়কের বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা যাবে না। তাই সরকারের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে মালিক-শ্রমিকের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ আইন কার্যকর করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

শ্রমিক সেবাপক্ষ'১৯ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ করছেন সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

শ্রমিক সেবাপক্ষ'১৯ উপলক্ষে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের উদ্যোগে অস্বচ্ছল মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সেবাপক্ষ'১৯ উপলক্ষে পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সেবাপক্ষ'১৯ উপলক্ষে খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে অস্বচ্ছল মহিলা শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সেবাপক্ষ'১৯ উপলক্ষে ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

আশুলিয়া অঞ্চল গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে টিফিন বক্স বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ঐতিহাসিক পল্টন ট্রাজেডি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

রংপুর ও লালমনিরহাট জেলায় শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার
৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী
৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪